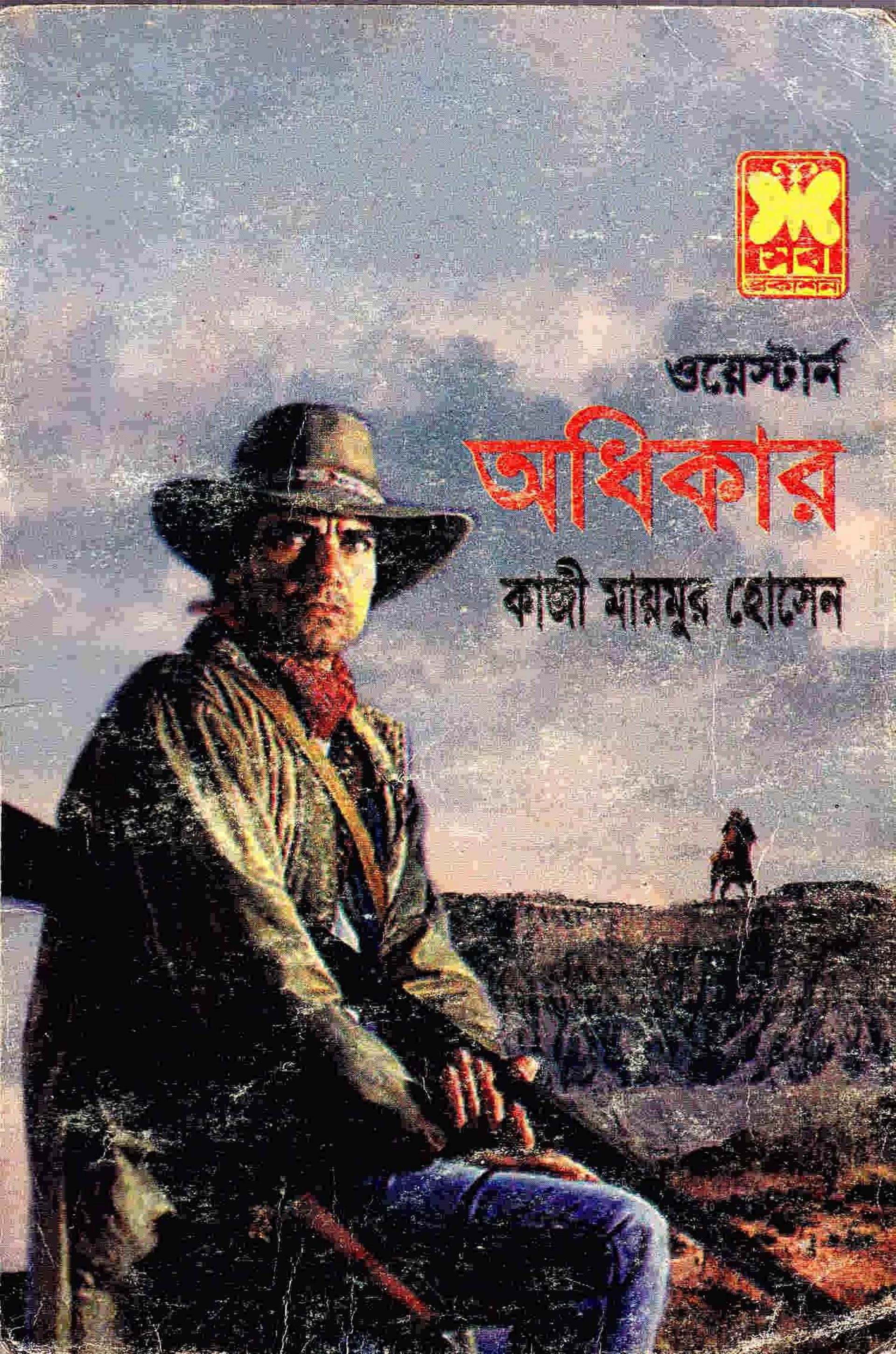

সেবা
প্রকাশনী
ওয়েস্টার্ন
অধিকার
কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিন্স রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।
আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।
কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান। **আবু মাহদী:** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** **সঙ্কট**, অবরুদ্ধ শহর।

এক

টাম্বলউইড নতুন শহর। বুনো পশ্চিমে নতুন শহর মানে বিশৃঙ্খলার আখড়া। টাম্বলউইডও ব্যতিক্রম কিছু নয়। আউট-ল, গানম্যান, জুয়াড়ী, চোর–সবাই এসে হাজির হচ্ছে শহরে। প্রতিদিন গোলাগুলি হচ্ছে। খুন, জখম, মারামারি, ছিনতাই, জুয়াতে চুরি এখানে অতি সাধারণ ঘটনা। আইনের শাসন এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অস্ত্রে যে চালু সে-ই এখানে সর্বেসর্বা।

টাম্বলউইডে ভাল মানুষ নেই তা নয়। তবে তারাও কেউ নিরীহ ভদ্রলোক নয়। অস্ত্রে প্রত্যেকেরই হাত ভাল, প্রয়োজনে নিজ স্বার্থ রক্ষায় রুখে দাঁড়াতে জানে।

তাদেরই একজন জেমস রস। মাঝারি উচ্চতার লোক সে, দেহটা খুঁটির মতো শক্ত, দড়ি সদৃশ পাকানো, টানটান পেশি। খুঁজলে সামান্য চর্বিও মিলবে না ওর শরীরে। অন্যদের মতো উরুতে হোলস্টার বাঁধে না সে, .৪৪ কোল্ট রিভলভারটা থাকে শোল্ডার হোলস্টারে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। দরকার ছাড়া ওর হাতে কখনও বেরিয়ে আসে না ওটা। যারা ওকে চেনে তারা ভদ্র আচরণ করে ওর সঙ্গে। জানে, রস যদি অস্ত্র বের করে তা হলে অধিকার

করবে গুলি করার জন্য। শক্ত মানুষ বলে ওকে চেনে পরিচিতরা।

ডিসেম্বর চলছে এখন। কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। শীতের হাওয়া যেন হাড়ে কামড় বসাচ্ছে। শরীর গরম করতে সেলুনে ঢুকল রস। সঙ্গে ওর বন্ধু জোসেফ মিলার্ডও আছে। ঢুকেই জ্র কুঁচকে গেল রসের। মারামারি চলছে সেলুনে। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে লোকগুলো। গ্লাস-বোতল ভাঙছে ঝনঝন করে। ধুপধাপ ঘুসির আওয়াজ হচ্ছে। চিৎকার-চেঁচামেচিতে ভরে উঠেছে সেলুন।

নিজের দিকে একটা চেয়ার উড়ে আসতে দেখে চট্ করে সরে গেল রস, আগেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে বন্ধুকে। দড়াম করে আছড়ে পড়ল চেয়ার, ঠিক ও যেখানে ছিল সেখানে।

দেরি না করে শোল্ডার হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করল রস, ছাদ লক্ষ্য করে পরপর দুটো গুলি ছুঁড়ল। বদ্ধ জায়গায় প্রচণ্ড আওয়াজ তুলল .৪৪ কোল্ট। মন্ত্রবলে থেমে গেল সবার নড়াচড়া। প্রত্যেকের মনোযোগ এখন রসের দিকে।

'গুলি ছোঁড়া হলো কেন, শুনি!' নীচ চেহারার লম্বা এক লোক খেঁকিয়ে উঠল।

'যাতে থামো তোমরা,' শান্ত স্বরে বলল রস। লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখছে।

'খবর আছে তোমার!' হুমকির সুরে বলল অগ্রসরমান গানম্যান। 'পিটিয়ে তোমার হাড় ভাঙব।'

কাছে চলে এসেছে সে। রস বুঝে ওঠার আগেই ওর চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসি মারল লোকটা। সত্যিই মারামারি করতে চাইছে

তা ভাবেনি রস, ফলে অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রচণ্ড ঘুসি খেল। ওর মনে হলো চোয়ালের হাড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পরমুহূর্তে বুকে জোর ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল ও মেঝেতে।

'আমি চাক হেয, আমার সঙ্গে ফাতরামি?' লাথি চালাল সে রসের মুখ লক্ষ্য করে।

শরীর গড়িয়ে সরে গেল রস, তারপরও কাঁধে লাগল লাথিটা।

চাক হেয নামকরা গানম্যান, এক নামে তাকে চেনে পশ্চিমের সবাই। বয়স মাত্র তিরিশ হলেও এ পর্যন্ত আঠারোজন লোককে খুন করেছে সে। হেন অপকর্ম নেই যা সে করেনি। রাসলিং, ঘোড়াচুরি, অপহরণ, ডাকাতি, ব্যাঙ্ক লুট–বাদ নেই কিছু। নতুন শহরে এসে মাস্তানি করতে ভালবাসে সে। মদ খেয়ে ঝগড়ার সুযোগে থাকে, কেউ টক্কর দিতে এলেই খুন করে বিনা দ্বিধায়।

এদের মতো লোকদের জন্যই পশ্চিমে বসতি করা কঠিন।

টাম্বলউইডের অধিবাসীরা জানত, শহরটা পত্তন করা হয়েছে জানলেই একবার হলেও আসবে চাক হেয। সদলবলে এসেছে সে। এসেই বরাবরের মতো সেলুনে ঢুকেছে মদ খেতে।

ওয়েইট্রেস ড্রিঙ্ক আনতে একটু দেরি করেছিল, কাজেই হাতের উল্টোপিঠে তার গালে চড় বসায় হেয, গলায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় মেঝেতে। এ থেকেই মারামারি শুরু। শহরের যারা সেলুনে আছে তারাও মদ খেয়ে উত্তেজিত, ফলে কার সঙ্গে লাগছে সেটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেনি। হেযের সঙ্গে চারজন আউট-ল এসেছে, এখন তারা শহরবাসীকে ধরে পেটাচ্ছে।

অন্তত চেষ্টা করছে। নিজেরাও যে ধুমধাম ঘুসি খাচ্ছে না তা নয়। এই যখন পরিস্থিতি তখন ঢুকেছে জেমস রস ও জোসেফ মিলার্ড।

রস এখনও পড়ে আছে মেঝেতে, ব্যথায় মুখটা বিকৃত। বুঝতে পারছে, এখনই যদি উঠে দাঁড়াতে না পারে, তা হলে লাথির পর লাথি মেরে ওকে পঙ্গু বানাবে নিষ্ঠুর গানম্যান।

কিন্তু নিজের নাম বলাটা ভুল হয়েছে চাক হেযের। এতক্ষণ সাধারণ মারকুটে লোক মনে করে ওর দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি শহরের লোক। সংখ্যায় তারা অনেক বেশি গানম্যানদের চেয়ে। সবাই লড়াইতে অংশ নেয়নি। এবার নামটা শুনেই উত্তেজিত লোকগুলো রাগে দিশে হারিয়ে বসল। মাতাল হয়ে আছে তারা, ভয় জিনিসটা এখন তাদের মধ্যে নেই। অন্যরা যখন হেযের সঙ্গীদের সঙ্গে মারামারি করছে তখন এগিয়ে এলো বেশ কয়েকজন, ঘিরে ফেলল হেযকে, তারপর একযোগে আক্রমণ চালাল। ঝড়ের বেগে ঘুসি-লাথি পড়তে শুরু করল হেযের ওপর। মাটিতে পড়ে গেল সে কয়েকজনের ধাক্কা খেয়ে। এবার শুরু হলো লাথির পর লাথি। পাঁচ মিনিট পুরো হবার আগেই জ্ঞান হারাল হেয। তার আগে বিস্ময় নিয়ে ভেবেছে সে ব্যাপারটা কী হচ্ছে। যখনই সে নতুন শহরে গেছে, তার নাম শুনে ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছে সবাই। কিন্তু এখানে ঘটল উল্টো, ভয় তো এরা পায়ইনি, বরং আক্রমণ করে বসেছে!

অন্য শহরগুলোতে সবাই ছিল অসংগঠিত, কিন্তু টাম্বলউইডের বাসিন্দারা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, চাক হেয যদি এ-শহরে এসে গোলমাল পাকায় তা হলে একযোগে

প্রতিহত করা হবে তাকে। তা-ই করা হয়েছে। আচ্ছামতো শিক্ষা দিয়েছে তারা চাক হেযকে।

বিপদ দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়েছে হেযের সঙ্গীরা। জোসেফ মিলার্ড দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দ্রুত সরে পড়তে দেখেছে। বাধা দেয়নি। বাধা দিলে ব্যাপারটা হয়তো গোলাগুলিতে গড়াত। সেটা ও চায়নি।

অচেতন হেযকে এখনও লাথির পর লাথি মেরে চলেছে শহরবাসী। সেলুনের ছাদ লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল মিলার্ড। গলা চড়িয়ে বলল, 'থামো এবার!'

ওর দিকে তাকাল হেযকে লাথি মারতে ব্যস্ত লোকগুলো। সবার চকচকে চোখে মাতালের ঘোলা দৃষ্টি। মনে হলো বোঝেনি কী বলা হয়েছে।

'সরে যাও!' আবার আদেশ দিল মিলার্ড।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছিয়ে গেল উত্তেজিত জনতা।

আগেই উঠে পড়েছে রস, মিলার্ডের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াল চাক হেযের পাশে।

উপুড় হয়ে নিথর পড়ে আছে হেয। মাথার পেছন দিকটা রক্তাক্ত। থেঁতলে গেছে খুলি। কেউ মেরেছে ওখানে মদের বোতল দিয়ে। ডান হাতটা মুচড়ে ভেঙে ফেলেছে কেউ। বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে আছে ওটা দেহের পাশে। বুটের ডগা দিয়ে অচেতন গানম্যানকে চিত করল রস।

নাকটা ছেঁচে গেছে হেযের, ঠোঁটের কোনা বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ফুলে বন্ধ হয়ে গেছে একটা চোখ। আগামী এক সপ্তাহে ওটা আর সে খুলতে পারবে বলে মনে হয় না।

'ক্রেগ,' বারম্যানকে ডাকল মিলার্ড, 'এক বালতি পানি নিয়ে এসো তো!'

কানায় কানায় পানি ভর্তি বালতি খালি করতে হলো, তারপর চোখ মেলল আউট-ল। উঠে বসতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখটা। মারখাওয়া চেহারাটা আরও বিকৃত দেখাল।

শহরে ডাক্তার মাত্র একজনই, তাকে আনতে লোক পাঠাল মিলার্ড। একটু পরেই চলে এলো ডাক্তার টমাস ফুলার। পাক্কা দু'ঘন্টা সেবাশুশ্রূষার পর উঠে বসতে পারল হেয।

'ভুল করে ফেলেছ তুমি টাম্বলউইডে এসে, সেটা বুঝতে পারছ?' মিলার্ডের গলা শান্ত। 'এ-শহরটা নতুন হলেও সবাই এখানে সংগঠিত, সবাই তোমার কুকীর্তি সম্বন্ধে জানে। এখানে ঝামেলা পাকাতে এলে সুবিধে হবে না তোমার।'

'আর কখনও এখানে এসো না,' বলল রস। 'পরেরবার হয়তো জান নিয়ে ফিরতে পারবে না।'

'কাপুরুষ তোমরা,' হিসিয়ে উঠল হেয, তবে দুর্বল তার কণ্ঠ। 'সবাই মিলে হামলা করেছ আমার ওপর। মনে রেখো, শোধ আমি নেবই।'

কথাটা গুরুত্ব দিল না কেউ।

মিলার্ড বলল, 'তোমার মতো নীচ বদমাশের সঙ্গে কথা বাড়াতে চাই না। আজ ছেড়ে দেয়া হচ্ছে তোমাকে। আর কখনও এ-শহরের ছায়াও মাড়িয়ো না।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ঘোড়াটা কই?'

লাল একটা চোখে মিলার্ড ও রসকে দেখল চাক হেয। 'বাইরে।'

'একা যেতে পারবে?'

'হুঁ।' বাঁকা হাসল হেয। 'আবার যদি আসি তা হলে কী করবে তোমরা? ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালাতে হবে তোমাদের।'

'পালাব না আমরা,' বলল গম্ভীর মিলার্ড, 'তবে আজই বুটহিলে তোমার জন্যে একটা গর্ত খুঁড়ে রাখব।'

'তা-ই?' আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল হেয। টলতে টলতে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'আবার দেখা হবে।'

একটু পর একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল।

ওই ঘটনার পর কেটে গেছে বেশ কিছুদিন। ভাল লোকের সংখ্যা বাড়ছে টাম্বলউইডে, সেই সঙ্গে কমছে গোলমাল। চাক হেযের আগমনের এক সপ্তাহ পরে আইনের শাসন বজায় রাখার জন্য জেমস রসকে শহরের মার্শাল নির্বাচিত করা হয়েছে। শক্ত লোক রস, অস্ত্রে হাতটাও শহরের অন্য সবার চেয়ে ভাল, কাজেই আপত্তি করেনি কেউ। এরকম সৎ একজন মানুষকেই মনে মনে চাইছিল সবাই। রাসলার, জুয়াড়ী, মাতালদের এখন সমঝে চলতে হয়।

জেমস রস দায়িত্ব নেবার পর বড় ধরনের কোনও গোলমাল বাধেনি শহরে। তবে অস্বস্তিতে ভুগছে রস। কী হবে যদি চাক হেয আবার আসে? এবার এলে সে তার পুরো দল নিয়েই আসবে। পশ্চিমে অপমান ভোলে না কেউ। শোধ নিতে চেষ্টা করবেই হেয, না নিতে পারলে মনে শান্তি পাবে না। মার খেয়ে মার হজম করতে হলে নিজের কাছেই তার কোনও

সম্মান থাকবে না আর।

এ-ব্যাপারেই আলাপ হচ্ছে এখন জোসেফ মিলার্ডের জে এম-এর রানশহাউসে। উপস্থিত আছে তার তিন বন্ধু, জেমস রস, অ্যাল ট্রেইসি ও জুলিয়াস আরডাইস। আজ তারা একত্রিত হয়েছে টাম্বলউইডের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য। শহরটার অস্তিত্ব যে-করে হোক রক্ষা করতে হবে, এ-ব্যাপারে তাদের কারও মনে কোনও দ্বিধা নেই।

নানা সম্ভাবনা বিচারের শুরুতেই অ্যাল ট্রেইসি বলল, 'এবার এলে চাক হেয একা আসবে না বা দু'চারজন গানম্যান নিয়ে আসবে না। আত্মরক্ষার ব্যাপারে আমাদের ভাল রকমের প্রস্তুতি থাকা দরকার।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' সায় দিল জোসেফ মিলার্ড, 'অত্যন্ত নীচ লোক মনে হয়েছে তাকে আমার, নইলে ওয়েইট্রেসের গায়ে হাত তুলত না।'

'বিখ্যাতদের অনেকেই গালভরা কথা সর্বস্ব,' বলল জুলিয়াস আরডাইস, 'এমনও হতে পারে সে আর আসবে না। মানুষের মুখে মুখে ঘুরে ডালপালা ছড়ায় এদের কাহিনি। যা নয় তা-ই বানিয়ে দেয় এদের জনশ্রুতি।'

'চাক হেয কথা সর্বস্ব নয়, অন্তত তাকে আমার তেমন মনে হয়নি,' বলল গম্ভীর জেমস রস। 'তা ছাড়া, বিপদের সম্ভাবনা যখন আছে তখন সতর্ক থাকাই ভাল।'

বন্ধুর দিকে তাকাল জোসেফ মিলার্ড। 'শহরের মার্শাল তুমি। কী করতে চাও?'

'যারা লড়তে রাজি তাদের নিয়ে একটা স্বেচ্ছাসেবক দল

গঠন করব। অস্ত্র হাতে শহর পাহারা দেবে তারা। প্রয়োজনে শহর রক্ষা করবে।'

মাথা ঝাঁকাল মিলার্ড। 'তা হলে একটা নোটিস লিখে তোমার অফিসে টাঙিয়ে দাও, যারা লড়তে রাজি তারা জানুক। আমরা তিনজনও থাকছি দলে।'

মিলার্ডের কথায় সায় দিল জুলিয়াস আরডাইস ও অ্যাল ট্রেইসি।

'রাত হয়ে গেছে, এবার যেতে হয়,' বলল জেমস রস।

'আমিও যাব,' চেয়ার ছাড়ল জুলিয়াস আরডাইস। বিদায় নিল অ্যাল ট্রেইসিও।

সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেও এড়ানো গেল না বিপদ। আক্রমণ ঠিকই এলো। তখন মাঝরাত। পঁয়ত্রিশ জনের একটা দল নিয়ে শহরে হামলা করে বসল চাক হেয। দলের সামনে ঘোড়া দাবড়ে শহরে ঢুকল সে।

রাত আটটা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ছুটি। জেমস রস ভাবেনি রাতে আক্রমণ আসতে পারে। কাজেই সমস্ত সতর্কতা মাঠে মারা গেল। ঘুমিয়ে ছিল জেমস রস, এক নাগাড়ে গুলির আওয়াজে ঘুম ভাঙল তার। ঝট্ করে বিছানায় উঠে বসল সে, বুঝতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা কী ঘটছে। ওর বউ সিনথিয়া এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল, হাত কাঁপছে তার।

রসের বাড়িটা শহরের দক্ষিণ সীমানায়, কাঠের দোতলা বাড়ি। দোতলায় এক ঘরে থাকে রস-সিনথিয়া, অন্য ঘরে ওদের একমাত্র ছেলে রনি।

স্ত্রীর হাত ছাড়িয়ে বিছানা থেকে নামল রস, মেঝেতে পা ফেলে দাঁড়াতে পারল না, বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে। থরথর করে কাঁপছে কাঠের বাড়িটা। নীচ তলায় ডায়নামাইট ছুঁড়েছে কেউ।

সামলে নিয়ে এক হাতে সিনথিয়াকে ধরে মেঝেতে শুইয়ে দিল রস। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফাটল দ্বিতীয় ডায়নামাইট। কী যেন একটা ছিটকে এসে সজোরে লাগল সিনথিয়ার মাথায়, মুহূর্তে চেতনা হারাল বেচারি।

পাশের ঘর থেকে রনির ভীত কান্না শুনতে পেল না ওরা। রস বুঝতে পারছে যা করার দ্রুত করতে হবে। প্রথমেই স্ত্রীকে নীচে নিয়ে যেতে হবে ওর। তারপর রনিকে কোলে করে বেরিয়ে যেতে হবে বাড়ি থেকে। চিন্তা করার সময় না দিয়েই দপ করে আগুন জ্বলে উঠল ঘরে। জানালা দিয়ে জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা মতোই কাজ করল সে, অচেতন সিনথিয়াকে পাঁজাকোলা করে তুলে দ্রুত নেমে এলো নীচতলায়, শরীর পুড়তে শুরু করেছে তার।

বিস্ফোরণে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে আসবাবপত্র। মেইডরা কেউ নেই। বোধহয় গোলাগুলির আওয়াজ কাছে চলে আসায় পালিয়েছে। সিনথিয়াকে আগে বের করতে হবে, নইলে আগুনে পুড়ে মরবে ও।

দোতলায় আগুন লাগতে এখনও বোধহয় খানিকটা দেরি আছে। শুকনো কাঠে দ্রুত ছড়াচ্ছে আগুন। পর্দাগুলোয় ধরে যাচ্ছে। দরজাটা জ্বলছে।

এক হাতে সিনথিয়ার চেতনাহীন শরীর কাঁধে তুলে নিল রস,

এবার জ্বলন্ত দরজা খুলে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো বাইরে। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, চট্ করে ওকে ধরে ফেলল জোসেফ মিলার্ড। গোলাগুলির আওয়াজ পেয়েই বুঝেছে সে হামলা হয়েছে শহরের ওপর। মাতালদের কাজ হলে চার-পাঁচটা গুলির পরেই থেমে যেত, এ তা নয়।

দেরি না করে সিক্সগান ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চেপে রানশ থেকে বেরিয়ে পড়েছে মিলার্ড। পথে জুলিয়াস আরডাইস আর অ্যাল ট্রেইসির সঙ্গে দেখা হয়েছে, তারা অন্যদিক দিয়ে শহরে ঢুকবে।

বাড়ির প্রাঙ্গণে হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন মেইড, কী করতে হবে জানে না। সিনথিয়াকে কাঁধ থেকে ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখল মিলার্ড রস। দেহের জায়গায় জায়গায় ঝলসে গেছে রসের, ধপ করে বসে পড়ল সে, দাঁড়াবার মতো শারীরিক-মানসিক অবস্থা নেই। তবুও ছেলেকে বাঁচানোর চিন্তাটা যেন নতুন করে শক্তি ফিরিয়ে দিল তার শরীরে, উঠেই টলতে টলতে দৌড় দিল সে বাড়ির দিকে। বিড়বিড় করে বলছে, 'রনি! রনি! রনি ভেতরে রয়ে গেছে ও!'

কথাটা কানে গেছে মিলার্ডের, রনি, বাচ্চা ছেলেটাকে উদ্ধার করতে হবে! কিন্তু তা করার সাধ্য আপাতত রসের নেই। কাঁধ আঁকড়ে ধরে রসকে থামাল সে। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রস, কী করছে নিজেও জানে না। বুঝতে পারছে না এরকম অবস্থায় জ্বলন্ত বাড়ির ভেতরে ঢুকলে বেঘোরে মরবে সে নিজেও। চোয়ালে ঘুসি মেরে রসকে অজ্ঞান করল মিলার্ড, এবার ওকে টেনে এনে সিনথিয়ার পাশে শুইয়ে দিল।

দাউ দাউ আগুন জ্বলছে পুরো বাড়িতে। এক ছুটে ভেতরে

ঢুকল মিলার্ড, ক্ষণিকের জন্য চিন্তাটা খেলে গেল ওর মাথায়, খামোকা ঝুঁকি নিচ্ছে না তো? যেভাবে আগুন ধরেছে তাতে হয়তো আগেই পুড়ে মরে গেছে রনি!

সোজা সিঁড়ির দিকে ছুটল মিলার্ড। তপ্ত হলকা এসে লাগছে ওর শরীরে। টের পেল ভ্রূ আর লোমগুলো পড়-পড় আওয়াজ করে পুড়ে যাচ্ছে। আস্ত দোজখ হয়ে গেছে বাড়িটা। জ্বলন্ত চুল্লি। আগুন ধরে গেছে সিঁড়িতেও। যে-কোনও সময় ভেঙে খসে পড়ে যাবে।

দুদ্দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে উঠল মিলার্ড। দোতলা এখন অগ্নিকুণ্ড। খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল রসের বিছানা পুড়ছে, আসবাবপত্র এখন জ্বলন্ত কয়লা। ওদিকে একবার তাকিয়েই সোজা ছুটল ও রনির ঘরের দিকে। আগুনে পোড়া দরজাটা ভিড়ানো, লাথি দিয়ে খুলতে হলো। রনিকে দেখতে পেল সে মেঝেতে। ঘরের ভেতরে ধোঁয়ার কারণে শ্বাস নেয়া যায় না। চোখ জ্বলতে শুরু করল। তারই মাঝে দেখতে পেল মেঝেতে পড়ে আছে ছেলেটা, বোধহয় চেতনা হারিয়েছে। পিঠের কাছে শার্টে আগুন ধরে গেছে। পুড়তে শুরু করেছে পিঠের চামড়া। ওর পাশে বসে ফড়াৎ করে নিজের শার্ট ছিঁড়ে ফেলল মিলার্ড, চেপে ধরল আগুনের ওপর। নিভে গেল আগুন। দেরি না করে এক টানে বাচ্চা ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিল সে, ছুটল সিঁড়ি লক্ষ্য করে।

পুড়ে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে কাঠ, ফলে খসে পড়েছে সিঁড়ি। বিকল্প নেই যে অন্য কোথাও দিয়ে নামবে। দুটো ঘরেই আগুন জ্বলছে। অতো তাপের মধ্যে দিয়ে জানালার কাছে আবার ফিরে

যেতে পারবে না বুঝে লাফ দিল মিলার্ড, ধুপ করে পড়ল ধোঁয়া ওঠা মেঝেতে। গোড়ালিতে প্রচণ্ড ব্যথা পেল, মনে হলো ভেঙে গেছে হাড়। তোয়াক্কা না করে ছুটল সে দরজার দিকে। ওখানে এখন দরজাটা নেই, চৌকো কালো ফোকর হাঁ করে আছে। তীরের মতো ছিটকে বেরিয়ে এলো মিলার্ড কাঁধে নেতিয়ে পড়ে থাকা বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে। নামিয়ে রাখল ওকে ঘাসের ওপর।

পানি ঢেলে সিনথিয়া-রসের জ্ঞান ফিরিয়েছে মেইডরা। রনির অবস্থা দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল সিনথিয়া। নির্বাক তাকিয়ে থাকল রস।

রনির বুকে কান পাতল মিলার্ড, দুর্বল ধুকপুক আওয়াজ শুনতে পেল। ছেলেটাকে মায়ের কোলে তুলে দিল ও। ওর দিকে নীরবে তাকিয়ে আছে জেমস রস, চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু টলটল করছে। বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল মিলার্ড, নরম স্বরে বলল, 'চিন্তা কোরো না, রস, বিপদটা আমরা ঠিকই কাটিয়ে উঠব।'

পরদিন মারা গেল রনি। বিষাক্ত ধোঁয়া ফুসফুসে ঢুকে যাওয়ায় মারা গেছে। শোকে ভেঙে পড়ল রস-সিনথিয়া। ওদের একমাত্র সন্তান ছিল রনি। এরকম মানসিক অবস্থায় কাউকে সান্ত্বনা দেয়া যায় না। সেটা কখনও কখনও অবিবেচকের কাজ। সে-চেষ্টাও করল না মিলার্ড, শেষকৃত্য শেষে নিজেকে ব্যস্ত রাখল রসের বাড়ি মেরামতের কাজে।

চাক হেয়ের মূল ক্ষোভটা ছিল জেমস রসের ওপর, তাকে পেটাতে গিয়েই মার খেয়েছিল সে, কাজেই হামলার

বেশিরভাগটাই পরিচালিত হয় রসের বাড়ি লক্ষ্য করে। তবে শহরটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আসা যাওয়ার পথে ডায়নামাইট ছুঁড়েছে আউট-লরা ইচ্ছে মতো। ফলে সেলুন, হোটেল, স্টেবল, দোকানপাটের অবস্থাও ভাল নয়। শহরের সবাইকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে মিলার্ড ওগুলো মেরামত করতে। প্রত্যেকের কাজ ভাগ করে দিয়েছে। রসের বর্তমান দুর্বল অবস্থায় নেতৃত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে মিলার্ড। বিনা দ্বিধায় তার নির্দেশ পালন করছে সবাই, জানে, নিজের স্বার্থে একটা কাজও করছে না মিলার্ড।

দু' সপ্তাহ নিরলস কাজ করল সবাই মিলে, তারপর মোটামুটি আগের চেহারা ফিরে পেল টাম্বলউইড শহর। পোড়া কাঠামো সরিয়ে নিয়ে নতুন করে গড়তে হয়েছে রসের বাড়িটা। অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে মিলার্ড বন্ধুর জন্য। শেষদিকে অবশ্য রসও হাত লাগিয়েছে কাজে।

এরপর কেটে গেছে কয়েকটা দিন। পরিস্থিতি থেকে উত্তেজনা বিদায় নিচ্ছে আস্তে আস্তে।

ছেলে পিটকে নিয়ে একদিন শহরে এলো মিলার্ড, প্রথমেই দেখা করল রস-সিনথিয়ার সঙ্গে। পিটের বয়স রস-সিনথিয়ার ছেলে রনেরই সমান, সিনথিয়া ওকে দেখে যেন নিজের ছেলে রনকেই ফেরত পেল। ব্যস্ত হয়ে উঠল সিনথিয়া পিটকে নিয়ে। স্বস্তি বোধ করল জোসেফ মিলার্ড, পিটকে কাছে পেয়ে যদি রস পরিবার নিজেদের শোক সামলে নিতে পারে তা হলে খুব ভাল হয়। সিনথিয়াকে বলল, এখন থেকে মাসে পনেরো দিন ওর কাছে থাকবে পিট, বাকি পনেরোদিন ওর মায়ের কাছে।

দুই

পিট মিলার্ড। রোদে পোড়া, লাজুক চেহারার এক যুবক। বয়স মাত্র চব্বিশ। কালো কুচকুচে কোঁকড়ানো চুলগুলো কাঁধের কাছে লুটাচ্ছে। কালো বড় বড় মায়াবী চোখে শান্ত দৃষ্টি। শরীরটা হালকা-পাতলা গড়নের, উচ্চতা মাঝারি। দেখলে মনে হয় তরুণ কোনও নবীন কবি। কিন্তু ওর কোমরে ঝুলন্ত ·৪৫ কোল্ট সিক্সগান দুটোকে বেমানান লাগে না। হোলস্টার দুটোর নীচের অংশ চামড়ার ফিতে দিয়ে উরুর সঙ্গে বাঁধা। ঠিক যেমনটি থাকে চালুহাত গানম্যানদের। চেহারায় কঠোরতার ছাপ নেই বলে লাগতে যাবার আগে পর্যন্ত প্রতিপক্ষ ওকে তাচ্ছিল্য করে। কেউ খুব অভিজ্ঞ না হলে ভাববে না ওই ছিপছিপে শরীরে আছে অসুরের শক্তি। কবি কবি চেহারার কারণে চওড়া কাঁধ বা সরু কোমর প্রতিপক্ষের নজর কাড়ে না।

সেই ছোটবেলা থেকে মুষ্টিযুদ্ধ আর কুস্তিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছে পিট। আজ পর্যন্ত কারও কাছে এ দুটো ব্যাপারে হারেনি। যখন যেখানেই থাকুক, নিয়ম ধরে ব্যায়াম করে। অস্ত্র ও খালিহাতে আত্মরক্ষার চর্চা করতে কখনও ভুল করে না। জেমস নিউম্যানের

মতো পাকা মুষ্টিযোদ্ধাও ওর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বারো মিনিটের মাথায় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল রিঙের ভেতর। স্ট্যালিয়ন র‍্যাভিনের লারসেন অবশ্য পাক্কা দু'ঘণ্টা লড়েছিল। তারপর লারসেন ক্ষান্ত দেয় এই বলে যে পিটের মতো মুষ্টিযোদ্ধার কাছে হার স্বীকার করলে ওর সম্মান যাবে না। রক্তাক্ত লারসেন ভক্তদের বলেছিল, 'আবার যদি কোনও প্রতিযোগিতায় পিট মিলার্ড আছে জানি তা হলে নিজের নাম আমি প্রত্যাহার করে নেব।'

মেসকিটের ঝোপের মাঝ থেকে কমলা রঙের ঝলকানিটা দেখেই বিদ্যুদ্গতিতে শরীরটা একপাশে কাত করে দিল পিট মিলার্ড। ভেবে করেনি কাজটা, সহজাত প্রবৃত্তি ওকে বাঁচিয়ে দিল। ঠক করে ওর বামপাশের মরা ওক গাছে বিঁধল বুলেট। দেরি না করে মাটিতে শুয়ে পড়ল পিট, গড়িয়ে সরে যাবার ইচ্ছেটা দমন করল অনেক কষ্টে। কাজটা ঠিক হবে না। শুকনো পাতা পুরু হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, নড়লেই মচমচ আওয়াজ করে ভাঙবে, শত্রু টের পেয়ে যাবে ঝোপের মধ্যে ওর অবস্থান।

মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করল পিট, ভাবছে, কে হতে পারে লোকটা? কে ওকে গুলি করে খুন করতে চায়? এমন কারও কথা ওর মনে পড়ল না যার সঙ্গে ওর এমন শত্রুতা আছে যে খুন করতে চাইতে পারে। তবে গতকাল মেসকিট শহরে এক লোক ওর দিকে বিদ্বেষ নিয়ে তাকিয়েছিল, সে-ই কি গুলি করেছে? ঝোপের ফাঁক দিয়ে চকিতে আততায়ীর শার্ট দেখেছে পিট।

বারের ওই লোকটার পরনেও একই রকম রংজ্বলা নীল ডেনিম শার্ট ছিল।

সময় নিয়ে এখানে ওখানে গুলি করছে আততায়ী। খুব একটা কাছে আসছে না একটা বুলেটও, কিন্তু এতোটা দূর দিয়েও যাচ্ছে না যে স্বস্তি বোধ করা যায়।

মেসকিটের হর্সশু বারের এক কোণে বসে ছিল লোকটা সামনে মদের বোতল-গ্লাস নিয়ে। বাক্সের মতো চৌকো চেহারা, চোখে নিষ্পলক, নিস্পৃহ দৃষ্টি। কয়েকদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছিল তার গালে। ধূসর চোখগুলোতে মাতালের চকচকে চাহনি। তবে শরীরটা সুঠাম, লম্বা। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিই লম্বা।

পিট ব্যাটউইং ডোর খুলে ঢুকতেই চোখ তুলে তাকিয়েছিল লোকটা। তাকিয়েই ছিল। মেরুদণ্ডের কাছে শিরশির করে উঠেছিল পিটের, মনে হয়েছিল ছোবল দিতে উদ্যত র‍্যাটল স্নেকের শীতল, হিংস্র চোখ দেখছে।

ব্যাপারটাকে পাত্তা দিতে চায়নি পিট, কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে হুইস্কির অর্ডার দেয়। চোখের কোণে দেখে তখনও ওর দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা, একচুল নড়েনি। ঠিক যেন ছোবল দেবার আগের মুহূর্ত। ভাড়াটে খুনি বা গানম্যান বলে মনে হয়েছিল তাকে পিটের। ভেবে বের করতে পারেনি লোকটা ওর দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে কেন।

জোর করে নিজের মনোযোগ সরিয়ে নেয় এরপর পিট, বারে দাঁড়ানো অন্যান্য খদ্দেরদের সঙ্গে মামুলি আলাপে যোগ দেয়। দশ মিনিট পর আবার তাকিয়ে দেখেছে তখনও ওকেই একদৃষ্টে

দেখছে গানম্যান। আরেক আউন্স হুইস্কির অর্ডার দেয় পিট, বারটেন্ডার কাছে আসার পর নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে বাম কোণের টেবিলে বসা লোকটিকে সে চেনে কি না।

সেদিকে না তাকিয়েই মাথা নেড়েছিল বারটেন্ডার, বলেছিল, 'না, চিনি না। এ-শহরের কেউ নয়। এদিকে আগে কখনও দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না।' ওর দিকে ঝুঁকে এসেছিল বারটেন্ডার। 'জসের হোটেলে উঠেছে গতকাল। তুমিও তো গতকালই এসেছ?'

'হ্যাঁ,' আস্তে করে মাথা দুলিয়েছে পিট।

কৌতূহল দমাতে পারেনি বারটেন্ডার। 'কোত্থেকে? নাম কী?'

কাঁধ ঝাঁকিয়েছে পিট। 'উত্তর থেকে এসেছি। নাম বললে চিনবে না।' মৃদু হেসে ড্রিঙ্কটা শেষ করেছে এরপর পিট, 'চলি,' বলে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়িয়েছে। এরই ফাঁকে তাকিয়েছে সেই লোকটার দিকে। না, তখন লোকটার মনোযোগ অন্যদিকে, গ্লাসে ঢালা সোনালী তরল দেখছে একদৃষ্টিতে। কিন্তু সেলুন থেকে বের হতে গিয়ে পিট টের পেয়েছে ওর পিঠে সেঁটে আছে কারও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আবার শিরশির করে উঠেছে ওর মেরুদণ্ডের কাছটা।

এখন তিল তিল করে পিছু হটছে পিট, সতর্ক, যাতে পাতা না ভাঙে। খানিকটা পেছনে জন্মেছে বেশ কয়েকটা কটনউড গাছ। ওগুলোর পাশেই আছে পাথরের বড় কিছু খণ্ড। একবার ওগুলোর পেছনে সরে অবস্থান নিতে পারলে আপাতত ও নিরাপদ। ওখানেই এখন আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে ওর বে ঘোড়াটা।

চার নম্বর, গুনল পিট। ক্লিক করে একটা ধাতব শব্দ শুনতে পেল ও। ম্যাগাযিন খোলা হয়েছে রাইফেলের। চেম্বারে কি এখনও একটা গুলি রয়ে গেছে? পাঁচ ফুট দূরেই হলদে বুনো ফুলে ভরা একটা ঘন ঝোপ। ওটার আড়ালে যাওয়া গেলে বোল্ডারগুলোর নিরাপত্তায় পৌঁছে যেতে বিপদের ঝুঁকি অনেক কম নিতে হবে। তারপরও গুলি খাবার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। আততায়ী স্থির হয়ে আছে, হাতে তৈরি রাইফেল?

ডান হাতের মুঠো আকারের পাথরটা বেশ খানিকটা দূরের সিডার গাছ লক্ষ্য করে ছুঁড়ল পিট। নির্ভুল লক্ষ্য-ভেদ, খট্ করে একটা আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানযানিটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা রাইফেলের নলটা সেদিকে ঘুরে গেল। কমলা ঝিলিক দেখতে পেল পিট, পরক্ষণেই শুনতে পেল উইনচেস্টারের হুঙ্কার। চেম্বারে তা হলে একটা গুলি ছিল! আওয়াজটা মিলিয়ে যাবার আগেই মাটি ছেড়ে ঝাঁপ দিল পিট, হলুদ ফুলে ভরা ঝোপের আড়ালে গিয়ে পড়ল। এখন আর আততায়ী দেখতে পাবে না ওকে। দেখতে হলে সরতে হবে তাকে। সরলে আওয়াজ হবে। সুযোগ পাবে পিট গুলি করার। শরীর খানিকটা পিছিয়ে এনে বোল্ডারগুলোর আড়াল নিল ও। সামনের লোকটা ম্যাগাযিনে গুলি ভরে নিয়েছে, গুলি করছে, তবে জানে না ও কোথায় আছে।

পিটের ঘোড়াটা সামান্য দূরে, ঘাস খাচ্ছে। ওকে দেখে এগিয়ে এলো। কী করবে ভাবল পিট, ওর মনে হলো না এখানে অপেক্ষা করে কোনও লাভ হবে। আততায়ী অতিরিক্ত সতর্ক,

নিজে কোনও ঝুঁকি নেয়নি সে এপর্যন্ত। এই ঝোপঝাড়ের গোলকধাঁধায় ঝুঁকি নিলে পিটকেই নিতে হবে। তাতে ফলাফল খারাপও হতে পারে।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যেতেই সাইক্লোনের পিঠে চেপে বসল ও, ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে। মিনিট দশেক পরে নিরাপদ বোধ করল ও। পেছনে কোনও সাড়াশব্দ নেই। হয় আততায়ী অনুসরণ করেনি, নয়তো অনেক পেছনে আছে। এবার সাইক্লোনকে ছুটতে দিল পিট। স্যাডলে ঢিলেঢালা ভাবে বসে আছে, কেউ দেখলে কল্পনাও করতে পারবে না একটু আগে মরতে মরতে বেঁচে গেছে ও।

একসময় দৌড়ানোর আগ্রহ কমল ঘোড়াটার, দুলকি চালে ছুটে চলল। ততক্ষণে পেছনে বিশ মাইল ফেলে এসেছে পিট। আরও চার-পাঁচ মাইল সামনে সেই পাহাড়, যেখানে ও পৌঁছতে চাইছে আপাতত। ওখানে পানি আছে। ওর ক্যান্টিন খালি। ওখানে পৌঁছলে নিজের ও ঘোড়াটার তৃষ্ণা মেটাতে পারবে পিট। কিন্তু সামনে বন্ধুর পথ। ট্রেইলের কোনও অভাব নেই। কোনওটা গন্তব্যে গেছে, কোনওটা বা মিশেছে রুক্ষ পাহাড়ী এলাকার সঙ্গে। ভুল ট্রেইল ধরে গেলে কোমাঞ্চি ইন্ডিয়ানদের কবলে পড়তে হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভাল মতো কিছু বোঝার আগেই খুলির চামড়া ছাড়ানো একটা লাশ হয়ে যাবে ও।

পথ চিনতে অবশ্য ভুল হবার সম্ভাবনা কম। আঙ্কল বারবার বলেছেন ওই পথের কথা। পরিষ্কার একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন এদিকের পথ-ঘাট সম্বন্ধে। আরও খানিক এগিয়ে

দক্ষিণে এগিয়ে চলল পিট। সামনে পড়ল দুটো সরু, অব্যবহৃত ট্রেইল। একটা পুবে, অন্যটা উত্তরে গেছে। ওগুলো পেরিয়ে পশ্চিমের অপেক্ষাকৃত চওড়া পথটা ধরে এগোল ও। এ-পথই ওকে পাহাড়ে পৌঁছে দেবে, আঙ্কল বলেছে। আঙ্কলের কথা মনে পড়ায় তাঁর আরেকটা কথা মনে পড়ল ওর। পেছনে যদি শত্রু থাকে তা হলে ভুলেও কখনও অসতর্ক হতে নেই। চট্ করে পেছনে তাকাল একবার। কোনও নড়াচড়া নেই। ঘাড় ফেরাতে গিয়েও থমকে গেল পিট, ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর। ওই যে ক্ষণিকের জন্য সামান্য ধুলোর আভাস দেখেছিল মনে হচ্ছে, ওটা কি শুধুই মনের ভুল?

লালচে সূর্যটা পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। রুক্ষ, নির্জন, বুনো এলাকা। দ্রুত ঘনাচ্ছে সন্ধ্যা, আলো কমে আসছে। ভুল দেখেছে ও, ধুলো নয়? কেউ একজন ওকে খুন করতে চেয়েছিল। কারণটা কী তা ওর জানা নেই। সে কি এতো সহজে হাল ছেড়ে দেবে? একবার ব্যর্থ হয়েছে বলেই আবার চেষ্টা করবে না? যুক্তি তা বলে না। যে-ই হোক লোকটা, সে ঠাণ্ডামাথার খুনি। নিশ্চয়ই নিজস্ব কোনও কারণ আছে তার ওকে খুন করতে চাওয়ার। সেটা ব্যক্তিগত কিছু না হলেও হতে পারে টাকা পেয়েছে সে। হাল ছাড়বে না লোকটা, আপন মনে মাথা নাড়ল পিট। সতর্ক থাকতে হবে ওকে।

অবশেষে সন্ধ্যা ঘনাল। ডুবে গেল রক্তভরা আঙুরের মতো সূর্যটা। একটু পর একফালি বাঁকা, ফ্যাকাসে চাঁদ উঠল আকাশে। মরুপ্রান্তরে ভুতুড়ে ফ্যাকাসে আলো ছড়াল ওটা। মরুভূমি বলেই দিনের খরতাপ দ্রুত কমতে শুরু করল, তার

জায়গা দখল করে নিচ্ছে হিম শীতলতা। পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেল পিট, সাইক্লোনের পিঠ থেকে নামল। তেমন উঁচু না হলেও দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পাহাড়টা বিরাট। বড় বড় আকাশচুম্বি গাছে ভরা পাহাড়। দেখলে মনে হয় ঢাল বেয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে জঙ্গল। উইলো, সিকামোর, পাইন, কটনউড পাশাপাশি জন্মেছে, ফাঁকে ফাঁকে ঘন ঝোপঝাড়ের রাজত্ব। ঘাসও আছে পর্যাপ্ত। সাইক্লোনের পেটপুজো করতে অসুবিধে হবে না কোনও। -

একটা গাছের সঙ্গে বিশ্বস্ত ঘোড়াটাকে বাঁধল ও, চারপাশে তাকাল। সাইক্লোনকে এখানে এভাবে চোখের সামনে বেঁধে রাখাটা বোকার কাজ হচ্ছে বলবে যে-কেউ, বলবে ধাওয়াকারী বুঝে যাবে ও এখানে এই পাহাড়েরই কাছাকাছি কোথাও রাত কাটাচ্ছে; কিন্তু যা করছে ভেবেচিন্তেই করছে পিট। পালিয়ে গিয়ে আততায়ীকে ধোঁকা দেয়া ওর ইচ্ছে নয়, লোকটাকে সামনাসামনি পেতে চায় ও, জানতে চায় কেন সে ওর পেছনে লেগেছে। ঘোড়াটা আততায়ীকে প্রলুব্ধ করে কাছে নিয়ে আসুক, তার সঙ্গে সম্ভব হলে কথা বলবে ও। ধুলো দেখাটা যদি ওর দৃষ্টিভ্রম না হয় তা হলে আসছে লোকটা। পৌঁছে যেতে খুব বেশি দেরি করবে না।

চাঁদের আলোয় চারপাশ দেখে নিল পিট। ভাবছে না পালাতে হবে ওকে, কিন্তু নিরাপদে পিছু হটার একটা রাস্তা থাকা দরকার। ভাল মতো দেখা যাচ্ছে না কিছু আবছা আলোয়। তবে সরে যাবার মতো বেশ কয়েকটা ট্রেইল চোখে পড়ল ওর।

পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা দুটো বড় পাথরের

মাঝখান দিয়ে ছলছল আওয়াজ করে নামছে ঝর্নাটা। শীতল, মিষ্টি পানি দিয়ে পরিচ্ছন্ন হলো ও, ক্যান্টিন দুটো ভরল, তারপর চলে গেল সাইক্লোনের পাশে। স্যাডলে বাঁধা কম্বল খুলে কফি তৈরির পট নিয়ে ফিরে এলো ঝর্নার কাছে। ওটাতে করে পানি নিয়ে দিল ঘোড়াটাকে। এতো পথ ছুটে এসে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়েছে ওটা। বেশ কয়েকবার পানি এনে দিতে হলো, তারপর মিটল ওটার তৃষ্ণা। মন দিল এবার তাজা ঘাসে।

অসম্ভব ক্লান্তি বোধ করছে পিট। মনে হচ্ছে শুলে ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু সজাগ থাকতে হবে ওকে। সত্যিই যদি পিছু নিয়ে থাকে তা হলে আততায়ীর আসতে আর দেরি নেই। এখন একটু কড়া কফি খেতে পারলে চাঙ্গা বোধ করত, কিন্তু সে-উপায় নেই। আগুন জ্বালানো যাবে না। স্যাডল ব্যাগ থেকে খসখসে শুকনো গরুর মাংসের জার্কি বের করে চিবাল খানিকক্ষণ। একেবারেই বিস্বাদ। পানি দিয়ে গিলল কয়েক টুকরো, তারপর ক্ষান্ত দিল। পথে কোথাও থেমে খেয়ে নেয়া উচিত ছিল, দেরি হয়ে যাওয়ায় খিদে মরে গেছে। আঙ্কল বলতেন উত্তেজিত অবস্থায় থাকলে খিদে না কমে আরও বেড়ে যায়। ওর তা হচ্ছে না। অতিরিক্ত ক্লান্তিই হয়তো তার কারণ। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। সিক্সগান দুটো হোলস্টার থেকে বের করে স্পর্শ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল পিট। অন্যান্য অনেকের মতো পাঁচটা করে গুলি রাখে না ও সিলিন্ডারে, পুরো ছয়টা করে বারোটা গুলি আছে ওর দুটো সিক্সগানে। সন্তুষ্ট হয়ে অস্ত্রগুলো রেখে দিল আবার। এবার আসুক লোকটা। সকালের মতো অসতর্ক অবস্থায় ওকে পাবে না সে আর।

আকাশে তারার মেলা বসেছে। ঝিরঝিরে বাতাসে সিডারের ঝাঁঝ। ডাকছে ঝিঁঝি। রাতজাগা পাখি খাবারের খোঁজে উড়ে যাচ্ছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে। শান্ত-সমাহিত পরিবেশ। কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছে না পিট। আসছে না কেন লোকটা এখনও? কাছাকাছি কোথাও আছে? এতক্ষণে তার পৌঁছে যাবার কথা। কী করছে সে এখন? ক্লান্ত দেহে জোর করে ঘুম তাড়িয়ে সজাগ হয়ে আছে পিট। বারবার ঢুলুনি এসে যাচ্ছে। কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত বলেই এখনও জেগে থাকতে পারছে। কিন্তু এতোটা ক্লান্ত হয়ে পড়লে টাম্বলউইডে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে ওর। অসতর্ক হয়ে পড়তে পারে। অতর্কিতে আসতে পারে বিপদ। নিশ্চিন্ত মনে পথ চলছিল ও, তারপর বিশ্রাম নিতে থামতেই হামলা করে বসল অচেনা আততায়ী। খুন করতেই চেয়েছিল। কিন্তু কেন?

হাজারো চিন্তা ঘুরেফিরে মনে আসছে পিটের। সময় যেন কাটতে চায় না। তারপরও একসময় ভোরের আলো দেখা দিল, তার খানিক পর দিগন্ত থেকে মুখ তুলল লাল টুকটুকে নতুন সূর্য। সারারাত প্রতীক্ষা করেছে পিট, আততায়ীর তরফ থেকে কোনও সাড়াশব্দ পায়নি। তবে ওর মন বলছে কাছাকাছিই আছে লোকটা। রাইফেল হাতে সুযোগের অপেক্ষা করছে। অন্ধকারে খুঁজতে গিয়ে হয়তো ঝুঁকি নিতে চায়নি।

সাইক্লোনের কাছে গিয়ে স্যাডল ব্যাগ থেকে জিন্সের শার্ট আর প্যান্ট বের করল পিট, গোসল করবে। গতকাল দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে ও, তারওপর সারারাত জেগেছে, ফলে গোসল না করলে শরীরটা সতেজ হবে না। তবে গোসলের সময়টা সতর্ক থাকতে হবে। কাপড় নিয়ে পাথর দুটো ঘুরে চলে এলো ও

পাহাড়ের গা বেয়ে নামা ঝর্নাধারার কাছে, পাড়ে গজানো বড় একটা সিডারের গোড়ায় নামিয়ে রাখল কাপড়। ঠিক তখনই ওর চোখে ধরা পড়ল লোকটা। ওর দিকে পেছন ফিরে আছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে। দেখা শেষ হলে সন্তুষ্ট হয়ে নিঃশব্দ পায়ে সামনে বাড়ছে আবার। ওকেই যে খুঁজছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই পিটের মনে। চট্ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পিট, লোকটার মুখোমুখি হবে ও। দেখা যাক কী করে লোকটা।

বিড়ালের মতো নিঃশব্দে গাছের মাঝ দিয়ে এগোল পিট, লোকটার সামনে চলে যাবার ইচ্ছে। মাটিতে শুকনো পাতার পরিমাণ কম, ঘাসই বেশি, কাজেই কোনও আওয়াজ হচ্ছে না। বেশ অনেকটা দূর দিয়ে লোকটাকে পাশ কাটাল পিট, এবার সামনে থেকে ফিরে আসবে লোকটার দিকে। তবে একটা আড়াল দরকার ওর। পৌঁছে গেল লোকটার সরাসরি সামনে। নেই কোনও ভাল আড়াল। এখানে গাছগুলো তেমন মোটা নয়। ঝোপঝাড় নেই বললেই চলে। পাথরের কোনও স্তূপও নেই। সিক্সগান দুটোর বাঁট একবার স্পর্শ করল পিট, তারপর তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলো জঙ্গলের ভেতর থেকে। হ্যাঁ, এই লোকটাকেই সেদিন সেলুনে দেখেছিল ও। চমকে গেছে লোকটা ওকে দেখে।

'কী খুঁজছ?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল পিট।

জবাব দিল না লোকটা, ঝট্ করে হাত বাড়াল অস্ত্রের দিকে। দেরি না করে ড্র করল পিটও। প্রায় একই সঙ্গে দুটো গুলির আওয়াজ হলো। দেরিতে ড্র করলেও পিটই আগে গুলি করেছে।

বুকের মাঝখানে ওর গুলি খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল লোকটা, তার গুলি চলে গেল পিটের অনেক দূর দিয়ে। বারকয়েক খাবি খেল লোকটা, টলে উঠে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল, তারপর কাটা কলাগাছের মতো দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। উপুড় হয়ে পড়েই থাকল দেহটা।

উদ্দেশ্য পূরণ হলো না পিটের। লোকটাকে খুন করতে চায়নি ও, চেয়েছিল মুখ খোলাতে। যদি তা পারত তা হলে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে লোকটাকে পালানোর সুযোগ দিত। কিন্তু গুলি করতে চেয়ে নিজের মরণ ডেকে এনেছে লোকটা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অস্ত্রটা হোলস্টারে ভরে রাখল পিট, ধীর পায়ে লাশটার পাশে এসে দাঁড়াল। বুটের ডগা দিয়ে মৃতদেহটা উল্টাতে গিয়েও আঙ্কলের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় কাজটা করল না ও। আঙ্কল মাঝে মাঝেই বলতেন, লাশ যারই হোক, সে শত্রু কি বন্ধু তা বড় কথা নয়, মৃত মানুষকে সম্মান দেখাবে সবসময়। বড় মনের মানুষ মৃতকে সবসময় সম্মান দেখায়।

হাতের ঠেলায় লোকটাকে চিত করল পিট। হৃৎপিণ্ডে গুলি খেয়েছে। গোল, কুৎসিত ক্ষতটা দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত বের হচ্ছে এখনও। কয়েকটা মাছি হাজির হয়ে গেছে রক্তের গন্ধে। ভিনভিন আওয়াজ করে উড়ছে, পিট সরে গেলেই রক্ত চুষতে বসে পড়বে। লোকটার গলায় একটা সোনার চেইন, সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে। কাঁধের হাড়ের ওপর ওটার লকেট পড়ে আছে। লকেটটা তামার তৈরি দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল পিট। সোনার চেইনে সাধারণ কেউ তামার লকেট ব্যবহার করে না। লকেটটা উল্টেপাল্টে দেখল পিট। একপিঠে গভীর করে

একটা এম অক্ষর খোদাই করা। চেহারা দেখে লোকটাকে ভাড়াটে খুনির বেশি কিছু মনে হলো না। যারাই একে ভাড়া করে থাকুক, তাদের টাকাগুলো পানিতে গেছে। সোনার চেইনটা খুলে নিল পিট, লোকটার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদের কাছে ওটার গুরুত্ব হয়তো অনেক। যদি সম্ভব হয় তা হলে তাদের হাতে তুলে দেবে ও চেইনটা।

লোকটাকে কবর দেয়া দরকার, নইলে কয়োটি বা শকুন খুবলে খাবে লাশটা। কিন্তু জমি এখানে অত্যন্ত শক্ত, ওর কাছে কোদালও নেই। বাধ্য হয়ে পাথরের খণ্ড দিয়ে লাশটা ভালমতো ঢেকে দিল পিট। অন্তত এটুকু করতে ওকে শিখিয়েছেন আঙ্কল।

কবরের বিকল্প ব্যবস্থা করে এবার গোসল সারল পিট, সাইক্লোনের গা ডলে দিল, বেঁধে রাখল ঝর্নার ধারে, গাছের ছায়ায়। এবার রাইফেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ পর একটা খরগোশ মেরে রাঁধল, রান্নাটা সুবিধের না হলেও তৃপ্তির সঙ্গেই খেল। গরুর জার্কির চেয়ে খরগোশের তাজা মাংসের স্বাদ অনেক ভাল। এবার কফি তৈরি করে বসল ছায়ায়, বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে। সূর্যটা একটু হেলে পড়লে রওনা দেবে। ওর পরের গন্তব্য কয়োটিয় নেস্ট শহর। রাতটা ওখানেই কাটাবে ও, তারপর সকালে রওনা হবে টাম্বলউইডের দিকে।

ধীরেসুস্থে শেষ করল মগভরা কফি। একটা সিগারেট ধরাল। মনটা খারাপ হয়ে আছে ওর। শান্তিপ্রিয় মানুষ ও, গোলমাল এড়িয়ে চলতে চায়, কিন্তু ভাল ঝামেলাতেই জড়িয়ে পড়েছে এবার। যে বা যারাই ওকে খুন করতে লোক ভাড়া করে থাকুক না কেন, একবার ব্যর্থ হয়েই থেমে যাবে না তারা।

আবার লোক ভাড়া করবে, বা নিজেরাই হামলা করবে। তার মানেই সামনে আরও গোলাগুলি অপেক্ষা করে আছে। আবারও অ্যাম্বুশ হবে ওর ওপর।

আরও অনেকক্ষণ পর সূর্যের তেজ কমল সামান্য, রওনা হলো ও। কোমাঞ্চি ইন্ডিয়ানদের ব্যবহৃত ট্রেইল ধরে ধীরেসুস্থে চলেছে, একের পর এক পার হচ্ছে রুক্ষ, শুষ্ক পাহাড়ের সারি। ওসব পাহাড়ের সুরক্ষিত অবস্থানগুলোতেই কোমাঞ্চিদের আস্তানা। ভয় আছে তাদের হাতে ধরা পড়ার। এই ধূসর মরুপ্রান্তরে ধাওয়া খেলে লেজ গুটিয়ে পালানোর চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। এমন কোনও আড়াল নেই যে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে। ধাওয়া খেলে যাতে দ্রুত ছুটতে পারে সেজন্যই সাইক্লোনকে আস্তে চালাচ্ছে ও, শক্তি সঞ্চিত থাকুক ওর।

মরুপ্রান্তরে সূর্যটা এখনও আগুন ঝরাচ্ছে। তাপপ্রবাহের কারণে চোখের সামনে কাঁপছে দূরের দিগন্ত। বাতাসে ঝলসানো গরম হলকা। পিটের মতোই কষ্ট হচ্ছে সাইক্লোনেরও, কিন্তু মনিবের নির্দেশে বিনা ওজরে হেঁটে চলেছে ও। রুমাল বের করে মুখ থেকে ঘাম মুছল পিট। এক নাগাড়ে রোদের মধ্যে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্যথায় চোখ টিসটিস করছে ওর। ঝিমানি আসছে। তারই ফাঁকে মনে পড়ছে শৈশব-কৈশোরের দিনগুলো।

ওয়েলকাম হোম শহরে এই তো ক'দিন আগেও ছোট একটা বাড়িতে নিশ্চিন্তে ব্র্যাড, ফিওনা, জিমির সঙ্গে বাস করেছে ও। ওর যখন ছয় বছর বয়স তখন থেকেই আছে ও ওখানে। টাম্বলউইডকে ওর জন্মস্থান বলে মনে হয় না, মনে হয়

ওয়েলকাম হোম শহরেই যেন জন্মেছে ও। ওখানে যখন গেল ও, তখন ব্র্যাডের এক বছর বয়স। চেহারা দেখলে মনে হতো আস্ত একটা পূর্ণিমার চাঁদ। গোল গোল কালো দু' চোখে বিস্ময় নিয়ে সব দেখত ও, মাঝে মাঝে খিলখিল করে হেসে উঠত। এরপর পেরিয়ে গেছে আঠারোটা সুদীর্ঘ বছর। এখন পিটের বয়স চব্বিশ, কিন্তু ওর চোখে উনিশ বছরের ব্র্যাড এখনও সেই একবছর বয়সের মিষ্টি, কচি বাচ্চাই রয়ে গেছে।

আঙ্কলের কথাগুলো মনে পড়ল পিটের। নিজের স্মৃতির সঙ্গে তাঁর কথাগুলো মিলিয়ে ঝাপসা একটা ছবি যেন দেখতে পায় ও। বাবা ধুঁকছেন, অতি কষ্টে এগিয়ে চলেছেন তাও। পিঠে দুটো তীর ঢুকে আছে। রক্ত পড়ছে কুলকুল করে। তাও গন্তব্যে বাবাকে পৌঁছতেই হবে। মা, ব্র্যাড, ওকে নিয়ে বন্ধু লুকাস ব্রানশারের কাছে বেড়াতে আসছিলেন বাবা। পথে ইন্ডিয়ানদের আক্রমণ হলো। গলায় তীর বিঁধে মারা গেলেন মা। কচি দুটো ছেলেকে নিয়ে তারপরও গন্তব্যে পৌঁছলেন বাবা শুধু অসাধারণ মনোবলের জোরে। ততক্ষণে নিজেও বাবা মৃতপ্রায়। প্রিয় বন্ধুর হাতে ছেলে দুটোর ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে মারা গেলেন বাবা। সেই থেকে ব্র্যাড আর ও আঙ্কল লুকাসের আদরে বড় হয়েছে। আঙ্কল লুকাসের দুই ছেলেমেয়ে জিমি-ফিওনাকে নিজেদের আপন ভাই-বোন বলেই জেনে এসেছে ওরা।

আঙ্কলের মুখে শুনেছে, ওর বাবা বিরাট রানশার ছিলেন। বিশাল রানশ ছিল ওদের। বাবা-মা'র অবর্তমানে ওই রানশের মালিক এখন ব্র্যাড আর ও। এতোদিন লোক নিয়োগ করে রানশটার দেখাশোনা করেছেন আঙ্কল লুকাস, প্রয়োজন পড়লে

তিন-চারবার নিজেও গেছেন, তবে সেটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ঘর ছেড়ে বেরোবার লোক নন আঙ্কল লুকাস, তাঁর জগৎ বইয়ের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারে। আসলে জে এম রানশের তদারকি করে টাম্বলউইডেরই কয়েকজন প্রভাবশালী নাগরিক। পিট শুনেছে, রানশটা যেমন বড়, তেমনি চমৎকার। সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিস্তৃত জমি, ওয়াটারহোলের অভাব নেই। একটা হ্রদও নাকি আছে। প্রচুর জন্মেছে সিডার, পাইন, সিকামোর গাছ। রানশের মাঝখানে আছে একটা ছোটখাটো পাথুরে পাহাড়। ওটার কোল বেয়ে নেমেছে বড় একটা ঝর্না। সবমিলিয়ে এলাকাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নাকি শ্বাসরুদ্ধকর।

প্রচুর গরু আছে রানশে। টাকার বিনিময়ে ওগুলোর দেখাশোনা করে স্থানীয় কাউবয়রা। রানশের রোজগার থেকে মোটা অংকের কমিশন পায় তত্ত্বাবধায়করা। বাকি টাকা পাঠিয়ে দেয়া হয় ওয়েলকাম হোম শহরে, আঙ্কল লুকাসের ঠিকানায়। গত আঠারো বছর ধরে এভাবেই চলে আসছে, তবে এখন পিট বড় হয়েছে, আঙ্কলের ইচ্ছে অনুযায়ী পড়ালেখা শেষ করেছে, এখন ওকে রানশটা বুঝে নিতে হবে।

ক'দিন আগেও এ নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন আঙ্কল লুকাস। দ্বিধাটা অবশ্য কেটে গেছে এখন। প্রায়ই আঙ্কল শুনতে পেতেন, নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি ছোঁড়ায় পিটের নাকি জুড়ি নেই কোনও। কথাটা বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনটাই করেননি আঙ্কল।

তারপর ওয়েলকাম হোমের ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে এলে আশপাশের এলাকার নামকরা কয়েকজন আউট-ল। আঙ্কলের সঙ্গে ব্যাঙ্কের ভেতরেই ছিল তখন পিট। আউট-লদের উদ্যত

অস্ত্রের মুখে দ্রু করে পিট, দুই গুলিতে ফেলে দেয় দু'জন আউট-লকে। তৃতীয়জন সঙ্গীদের পরিণতি দেখে হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। বাইরে দরজার কাছে ছিল এক আউট-ল, দেরি না করে ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে যায় সে। আর কখনও ওয়েলকাম হোম শহরের ধারেকাছে আসেনি।

নিজের চোখে ঘটনা দেখে পিটের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হন আঙ্কল লুকাস। বুঝতে পারেন তাঁর এতোদিনের পরিশ্রম বৃথা যায়নি, সত্যিকারের মানুষের মতো মানুষ হয়েছে পিট। আঙ্কল মাঝে মাঝেই ভাবেন, দুয়েকবার মুখ ফুটে বলেও ফেলেছেন, জিমি-ফিওনাকে বেশি ভালবাসেন না ব্র্যাড-পিটকে, তা বুঝতে পারেন না।

আঠারো দিন আগে আসে চিঠিটা। লিখেছিল টাম্বলউইডের মার্শাল। চিন্তায় পড়ে গেলেন আঙ্কল। রানশ ঘিরে নাকি ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে কারা, তাঁর ওখানে যাওয়া দরকার। ভেবেচিন্তে আঙ্কল সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার পিটই যাক। বড় হয়েছে ও, দায়িত্ব বুঝে নেবার সময় হয়েছে, নিজের অধিকার বুঝে নিক ও। তা ছাড়া নিজে তিনি অসুস্থ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানা রোগ এসে বাসা বেঁধেছে দেহে, এখন এতোটা পথ যাওয়া তাঁর পক্ষে কষ্টকর। আঙ্কল লুকাসের কথায় টাম্বলউইডের পথে রওনা হয়েছে পিট।

সূর্যটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে। আস্তে আস্তে আকারে বড় হচ্ছে ওটা, রোদের তেজ কমছে সেই সঙ্গে। আকাশে পেঁজা তুলোর মতো টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ভাসছে। ওই মেঘ বৃষ্টি ঝরাবে না বোধহয়। যদি বৃষ্টি হতো তা হলে ভাল হতো, ভাবল

পিট। আন্দাজ করল খুব বেশি দূরে হবে না কয়োটিয নেস্ট শহরটা।

ইতিমধ্যে অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে ও। দুপুর গড়িয়েছে অনেকক্ষণ। খিদে লেগে গেছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। ক্যান্টিন থেকে গলায় কয়েক ঢোক পানি ঢালল পিট, হ্যাটের মধ্যে পানি ঢেলে সাইক্লোনের মুখে সামনে ধরল। থেমে পড়ে পানিটুকু খেল সাইক্লোন। ওর ঘাড়ের পাশে দু'বার মৃদু চাপড় দিল পিট, সঙ্গে সঙ্গে ছোটার গতি বেড়ে গেল ঘোড়াটার। কখন কী করতে হবে সে প্রশিক্ষণ দিয়েছে পিট সাইক্লোনকে। নিজের হাতে এক বছর বয়সী বুনো বে ঘোড়াটাকে ধরেছিল ও। কষ্ট হয়েছিল খুব। তারপর পোষ মানাতে পোহাতে হয়েছিল আরও অনেক ঝামেলা। একবার ওকে পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সাইক্লোন, আহত হয়েছিল ও। তারপর পোষ যখন মানল তখন থেকে সর্বক্ষণ ওর পাশে পাশে থাকতে চায়। ওর গায়ের গন্ধ না পেলে কেঁদে ওঠে। বিদ্যুতের গতিতে ছুটতে পারে বলে ওর নাম দিয়েছে পিট সাইক্লোন।

আরও আধঘণ্টা এক নাগাড়ে পথ চলার পর শহরটা দেখতে পেল পিট। রোদে রং জ্বলে গেছে কাঠের বাড়িগুলোর। ধুলো ভরা হলদেটে রাস্তাটা প্রায় নির্জন। কয়েকটা বাড়ি পেরোবার পর একটা ব্যাঙ্ক দেখতে পেল ও। এক সময় গমগম করত শহরটা, কিন্তু এখন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে। পশ্চিমের বেশিরভাগ শহরের মতোই গরুর ব্যবসার কারণে বিরান প্রান্তরে গড়ে উঠেছিল কয়োটিয নেস্ট। শনৈ শনৈ বাড়ছিল শহরটা রেইলরোড চলে

আসায়। তারপর লাভ হচ্ছে না বলে রেইলরোড বন্ধ হয়ে গেল, মরে যেতে শুরু করল শহরটা।

শেষ বিকেলের লালচে রোদ পড়ছে রাস্তার ধুলোয়, ধুলোকে মনে হচ্ছে সোনার কণা। আরও খানিকটা সামনে এগোনোর পর এখানে ওখানে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্প করতে দেখল পিট অলস শহরবাসীদের। একজনের পোশাকেও চাকচিক্য নেই। চেহারার মতোই মলিন তাদের পোশাকও। অনেকেই চোখ তুলে আগন্তুক ঘোড়সওয়ারকে দেখল। তাদের দৃষ্টিতে কৌতূহল নেই।

আরেকটু এগিয়ে বামদিকে একটা পড়ো চেহারার সেলুন। বুলেটের ফুটোভরা সাইনবোর্ডে হোটেলের কথাটাও লেখা আছে। হোটেলটা বোধহয় দোতলায়। হিচরেইলে সাইক্লোনকে বেঁধে ভেতরে ঢুকল পিট। অবাক হতে হলো ওকে। বাইরে থেকে অযত্নের ছাপ চোখে পড়লেও সেলুনের ভেতরটা সাজানো-গোছানো, টেবিল-চেয়ার সাজানোয় সুরুচির ছাপ। টেবিল প্রায় খালি নেই বললেই চলে।

পেছনের দিকের একটা টেবিলে বসা এক লোক পিটের নজর কেড়ে নিল। একা বসেছে সে। লম্বা-চওড়া মানুষ, কালো দু' চোখে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, যেন সবার মনের ভেতরটাও পড়ে নিচ্ছে। ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসির আভাস। মাথায় কুচকুচে ঘন কালো চুলের জঙ্গল। রোদে পোড়া চামড়া দেখলে বোঝা যায় বাইরে প্রচুর সময় কাটিয়েছে। বয়স তিরিশের কাছাকাছি হবে। পরিষ্কার করে কামানো গালে দাড়ির আভাসও নেই। কিন্তু পুরু গোঁফের দুই প্রান্ত থুতনি পর্যন্ত নেমে এসেছে।

ওটা সে ছাঁটে বলে মনে হয় না। রুক্ষ, বুনো চেহারার সত্যিকারের পুরুষ মনে হয় লোকটাকে দেখলে, তারপরও নিজস্ব একটা সৌন্দর্য আছে তার। পিটের নজর আটকে যাবার আরেকটা কারণ তার পায়ের কাছে বসে আছে। বিরাট একটা ভয়ঙ্কর চেহারার কালচে-সোনালী জার্মান শেফার্ড, আধহাত জিভ বের করে ভক্তির সঙ্গে লোকটাকে দেখছে নিষ্পলক। ভাব দেখে মনে হয় এক্ষুনি বলে উঠবে: কী লাগবে দোস্ত!

ড্রিঙ্ক ঠোঁটে তুলে পিটকে একবার দেখল লোকটা, তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে মনোযোগ দিল কুকুরটার দিকে।

কাউন্টারের সামনে চলে এলো পিট। বারটেন্ডার এগিয়ে আসায় বলল, 'ঘর আছে? আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত থাকব।'

'আছে,' তাকিয়ে আছে, কিন্তু ওকে যেন দেখেও দেখছে না বারটেন্ডার লোকটা। 'সব ক'টা ঘরই খালি। চাইলে রাস্তার পাশের ভাল ঘরটা দিতে পারি।' গলাটা এতো নিস্পৃহ, মনে হলো অর্থ না বুঝে মুখস্থ বলছে।

পকেটে হাত ভরে মানিব্যাগ বের করল পিট। 'তা হলে ওই ঘরটা তৈরি রেখো। একটু পরে এসে ডিনার করব। আর বাথরুমে গোসলের পানি দিয়ো। ভাড়া কতো?'

মানিব্যাগটা দেখে হাসি ফুটল বারটেন্ডারের ঠোঁটে। 'ভাড়া এখানে কমই। ষোলো ডলার দিলেই চলবে। তবে খাবারের দামটা আলাদা।'

একটু থমকে গেল পিট। অন্য কোনওখানে ষোলো ডলারে দশদিন থাকতে পারবে ও। অতিরিক্ত চাইছে লোকটা। এতো ক্লান্তি বোধ করছে সে তর্ক করতে মন চাইল না পিটের, পাঁচ

ডলারের তিনটে, এক ডলারের একটা নোট বের করে দিল ও, জিজ্ঞেস করল, 'স্টেবলটা কোথায়?'

'এ-বাড়িরই পেছনের গলিতে।' ডলারগুলো পকেটে পুরল বারটেন্ডার। একটা তেলতেলে ভাব এখন তার চেহারায়। 'তোমার কষ্ট করে যেতে হবে না, আমিই ঘোড়াটা ওখানে রেখে আসব। প্রতিদিন দু'ডলার করে পড়বে। তবে খড়ের জন্যে কিন্তু আলাদা পয়সা দিতে হবে।'

ব্যাটা আস্ত ডাকাত, মনে মনে বলল পিট। ডাকাতরাও লজ্জা পাবে এর দেখা পেলে। ভাববে, জীবনে কিছুই করতে পারিনি! মুখে পিট বলল, 'ঘোড়া আমিই রেখে আসব। অন্য কেউ কাছে গেলে কামড়ে দেয় আমার ঘোড়াটা।' কাউন্টারের ওপর থেকে হ্যাট তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ও, বেরিয়ে যাবার আগে আরেকবার তাকাল, দেখল আগের মতোই নীরবে বসে আছে সেই কুকুরওয়ালা লোকটা। হাতে ধরা গ্লাসে তরলের পরিমাণ কমেনি একটুও।

সাইক্লোনকে স্টেবলে রেখে আচ্ছামতো শরীর ডলে দিল ও, বিশ মিনিট কাজটা বিরামহীন ভাবে করে ওর সামনে খড় রাখল। বেরিয়ে এলো স্টেবল থেকে। চমকে যেতে হলো ওকে। মনে হলো কানের কাছে কামান দেগেছে কেউ। 'হুহ্!' আবার গর্জে উঠল কুকুরটা। অজান্তেই কয়েক পা পিছিয়ে গেল পিট।

আরেকটু হলেই সেই কুকুরওয়ালার সঙ্গে ধাক্কা লাগত ওর। আর সেটা বুঝেই ধমক মেরেছে প্রভুভক্ত বিশাল কুকুর। এখন কড়া চোখে ওকে দেখছে। ওটার খয়েরী চোখ দুটো আবছা আলোয় যেন জ্বলছে সবুজ আগুনের মতো। আবার বোধহয়

বিকট গলায় ধমক দিতে যাচ্ছিল, লম্বা-চওড়া লোকটা শান্ত গলায় 'চুপ, জো!' বলায় থেমে গেল। পিটের দিকে তাকাল মানুষটা, ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল, 'ওর মেজাজটা সবসময়ই একটু চড়া। চমকে দিয়েছে বলে আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'না, ঠিক আছে,' বলল পিট। ওকে পাশ কাটাল লোকটা, ঠোঁটে মৃদু হাসি, চোখে স্পষ্ট কৌতূহল।

এতো সরল হাসি অপরিচিত কারও ঠোঁটে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ল না পিটের। আঙ্কল লুকাসের কথা মনে পড়ে গেল ওর। তিনি বলতেন, মানুষ বড় বিচিত্র, যাকে যা ভাবছ সে তা না-ও হতে পারে। হতে পারে যাকে অত্যন্ত খারাপ লোক ভাবছ তার আছে এমন কোনও গুণ, যেটা বিরল। আবার যাকে ভাল ভাবছ সে হয়তো হতে পারে অন্তরে অত্যন্ত নীচ। মানুষের চেহারা দেখে তাকে কখনও বিচার কোরো না।

তিন

সেলুনের দিকে পা বাড়িয়ে একটা জটলা দেখতে পেল পিট। কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জাদু দেখানো হচ্ছে। দেখাচ্ছে কিশোর একটা ছেলে। তাকে সাহায্য করছে এক তরুণী। তরুণীর

চেহারাটা এতো মায়াময়, কমনীয় যে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেছে অনেকেই। দাঁড়াল পিটও।

মামুলি সব জাদু দেখাচ্ছে ছেলেটা। ফোলানো বেলুন সুচ দিয়ে ফুটো করছে, কিন্তু ফাটছে না বেলুন, কয়েন অদৃশ্য করে দিচ্ছে, রুমালকে কারসাজি করে ফুল বানাচ্ছে—পশ্চিমের ছোট ছোট শহরে এরকম জাদু দেখিয়ে পেট চালায় অনেকে। নতুন কিছু নয়। জাদু যেমনই হোক, ভিড় করে দেখে সবাই, কিন্তু পয়সা চাইতে হ্যাট পাতলে না দিয়ে সরে পড়ে বেশিরভাগ লোক। অনেক সময় তো বিরক্ত হয়ে জাদুকরকে দু'চার ঘা ঝেড়ে দেয় কেউ কেউ। মনোরঞ্জন করতে না পারার শাস্তি। তবে এ ছেলেটাকে বেশ দক্ষ, চতুর বলেই মনে হচ্ছে। তরুণী সঙ্গে থাকায় একে অন্তত পিট্টি খেতে হবে না। অনেকে মেয়েটির কারণেই পয়সাও দেবে। মনে মনে আশা করবে, যদি তরুণীর সুদৃষ্টি কাড়া যায় তা হলে হয়তো মিলে যাবে একটুকরো মিষ্টি হাসি, খুশি মনে সুন্দর কাটবে সন্ধ্যাটা।

চলে যাবে কি না একবার ভাবল পিট, তারপর আরও কিছুক্ষণ দেখারই সিদ্ধান্ত নিল। ভাল করে দেখার জন্য সামনে বাড়তে চেয়ে ব্যর্থ হতে হলো ওকে। কেউ নতুন কাউকে মেয়েটির ধারেকাছে যেতে দিতে নারাজ। জেদ চেপে গেল পিটের, কাঁধের গুঁতোয় পথ করে এগোতে শুরু করল ও। ঠিক তখনই নিচু গলায় বলা কথাগুলো কানে এলো ওর।

'তো এখানে জাদু দেখতাম নাকি পকেটে কাঁচা টাকা থাকলে? কখন বারে চলে যেতাম গলা ভেজাতে!'

'কপাল! শালার ফাটা কপাল!' আফসোস করল আরেকজন।

'ওই শালার পিট মিলার্ডকে শেষ করার কাজটা যদি আমি পেতাম তা হলে এখন পকেট ভর্তি থাকত।'

কান খাড়া হয়ে গেল পিটের। গলার আওয়াজগুলো ওর ডানপাশ থেকে আসছে, আস্তে করে সেদিকে তাকাল ও। কানাভাঙা হ্যাট পরা এক লোক কথাগুলো বলেছে। তার পাশেরজন দুঃখী চেহারায় মাথা দুলিয়ে সায় দিল। 'বাঁ হাতের কাজ ছিল আমাদের। সুযোগ মতো একটা গুলি। পাখি মারার মতো সহজ। অতো টাকা দিয়ে মর্গানকে পাঠাল। মর্গান তো ফিরল না এখনও, কাজ সারতে পেরেছে কি না কে জানে! আমি হলে তো এতক্ষণে ওই নাদান ছোকরার লাশ গর্তে ফেলে ফিরে আসতে পারতাম।'

ধীর পায়ে লোকগুলোর পাশ থেকে সরে গেল পিট, সামান্য দূরে ভিড়ের সঙ্গে মিশে অপেক্ষা করল। দেখা যাক বদমাশগুলো আরও কিছু বলে কি না। না, জাদু দেখায় মন দিয়েছে আবার। পকেটের লকেটের কথা মনে পড়ল পিটের। ওটায় খোদাই করা এম অক্ষরটা যে মর্গান নামের আদ্যাক্ষর সেটা বুঝতে পারছে এখন।

পনেরো মিনিট পর শেষ হয়ে গেল ছেলেটার জাদু দেখানো। হ্যাট পাতল মেয়েটি। দেখতে দেখতে এক ডলারের কয়েনে ভরে গেল হ্যাটের খোড়ল। তবে ওই লোক দুটো কিছু দিল না। চোখে লোভ নিয়ে তরুণী মেয়েটিকে খানিক দেখল তারা, তারপর রাস্তা পার হয়ে একটা সেলুনে গিয়ে ঢুকল।

পিছু নিল পিট, এখন ওর হাত দুটো ঊরুর পাশে শিথিলভাবে ঝুলছে। সেলুনে ঢুকে সোজা কাউন্টারের সামনে

গিয়ে দাঁড়াল ও, হুইস্কির অর্ডার দিয়ে লোক দুটোর খোঁজে চোখ বুলাল ভেতরে। কাছেই একটা টেবিলে বসে আছে তারা। তাদের সঙ্গে আছে আরও ছ'জন। মার্কামারা চেহারা সবগুলোর। একবার দেখলেই বোঝা যায় অত্যন্ত নীচ, খারাপ লোক।

তারাও পিটকে খেয়াল করেছে। চিনতেও দেরি হয়নি কারও। বিস্ময় নিয়ে এখন দেখছে তারা ওকে, যার এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যাবার কথা তাকে সামনে দেখেই তাদের এই নগ্ন বিস্ময়।

আবার সেলুনের ভেতর ঘুরে এলো পিটের চোখ। সন্ধ্যা নামছে বলেই সেলুনে অনেক মানুষের ভিড়। শয়তানগুলো অন্যায় সুযোগ নিলে বিপদে পড়ে যাবে এখানে। পশ্চিমে কাপুরুষতার কোনও ক্ষমা নেই। পরিস্থিতিটা নিজের পক্ষে আছে বলেই মনে হলো পিটের। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, এদের কাছ থেকে জানতে চাইবে ওকে কে খুন করাতে টাকা ঢালছে, কেন ঢালছে।

পকেট থেকে সোনার চেইনটা বের করল পিট, আঙুলের ডগায় পেঁচিয়ে ঘোরাতে শুরু করল। এবার মনোযোগ দিয়ে দেখল তামার লকেট। বারটেন্ডার হুইস্কি এনে রাখল কাউন্টারের ওপর। গ্লাসের দিকে তাকাল না পিট, চেইনটা কাউন্টারে নামিয়ে রাখল, তারপর গলা উঁচিয়ে বলল, 'এক লোকের লাশের গলা থেকে এই চেইনটা খুলে এনেছি। তার আগে অবশ্য ন্যায্য লড়াইয়ে তাকে খুন করতে হয়েছে। চেইন খুলে আনার কষ্টটা করেছি লোকটার বন্ধুবান্ধবদের দেখা পেলে ফিরিয়ে দেব বলে। সেই লোকের বন্ধু এমন কেউ উপস্থিত আছে নাকি এই সেলুনে?'

অচেনা ছয়জনের একজন টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শেয়ালের মতো চোখা, সরু মুখ তার, থুতনিটা ডাইনীদের মতো সামনে বাড়ানো। কর্কশ শোনাল তার কণ্ঠ: 'ওটা মর্গানের চেইন। ও আমার বন্ধু ছিল। চেইন ও কিছুতেই দিত না, তার মানে খুন করেছ তুমি ওকে।'

থমথমে নীরবতা নামল সেলুনে। তারপর শলার ঝাড়ুর কাঠি সদৃশ এক শুঁটকি লোক আগেরজনের পাশ থেকে বাঁদরের মতো তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। 'ঠিক! খুন করেছে মর্গানকে। সামনে থেকে কাজটা কখনও পারত না। নিশ্চয়ই পেছন থেকে গুলি করে মেরেছে!'

'দোস্তের কবরটা না দেখেই এসব বলাটা ঠিক হচ্ছে না তোমাদের,' শান্ত স্বরে বলল পিট। 'বললে কবরটা কোথায় সেটা জানাতে পারি। অবশ্য তার কোনও দরকার আছে বলে মনে হয় না, আমাকে খুন করতে সে কোথায় গিয়েছিল সেটা তোমাদের জানার কথা। লাশ ফেলতে গিয়ে নিজেই লাশ হয়ে শুয়ে আছে সে এখন।'

'কাউকে কোথাও পাঠাইনি আমরা,' চেঁচিয়ে উঠল শলার ঝাড়ুর কাঠি। 'মর্গান যদি পাহাড়ে গিয়ে থাকে তা হলে নিজের ইচ্ছেতে গিয়েছে। আমরা ওকে পাঠাব কেন?'

'স্বীকার করছ তোমরা জানতে?' ভ্রূ নাচাল পিট। 'নইলে জানলে কী করে সে পাহাড়ে গিয়েছিল? তার মানে তোমরাই ওকে পাঠিয়েছিলে, খুনের পরিকল্পনাও তোমাদেরই। বোঝা যাচ্ছে মর্গানের ওপর ভরসা ছিল তোমাদের, নইলে তাকে একা কাজ সারতে পাঠিয়ে এখানে বসে আরাম করে মদ গিলতে না।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল শলার কাঠির চেহারা।

প্রথম লোকটা মুখ খুলল, 'তুমি কিন্তু আমাদের মিথ্যেবাদী বলছ।' গম্ভীর তার গলা। 'যা বলছ বুঝে বলছ তো, ছোকরা?'

'ধরে নাও তা-ই বলছি,' সরাসরি লোকটার সরু চোখ দুটোর দিকে তাকাল পিট। 'কী করবে, যদি তা-ই বলি?'

সঙ্গীদের একবার দেখল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে নীরবে উঠে দাঁড়াল সব ক'জন। চেয়ার ছেঁচড়ে যাবার আওয়াজ হলো। একসঙ্গে এগিয়ে আসছে আটজন।

বিপদটা স্পষ্ট টের পেল পিট। ঝুঁকি নিতে গিয়ে বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে ও, একই সঙ্গে আটজনকে মিথ্যেবাদী বলে প্রত্যেকের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। চরম বোকামি হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে এখন। আটজনের সঙ্গে লড়ে জেতা কোনমতেই সম্ভব নয়। এতোদিক সামলাতে পারবে না ও কিছুতেই। অজান্তেই ঢোক গিলল। গলা খটখটে শুকনো। সেলুনের ভেতরে চট্ করে দেখল একবার। বেশিরভাগ লোকই গোলমালের আশঙ্কায় বেরিয়ে গেছে নীরবে। যারা আছে তারা লড়াইয়ের ফলাফল দেখতে আছে, কোনও পক্ষে অংশ নিতে নয়। ওই আটজন কাছে চলে আসছে। একজনের কাছেও আগ্নেয়াস্ত্র নেই। তার মানে সিক্সগান ব্যবহার করতে পারবে না ও-ও। নিরস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র বের করলে গাছের ডালে দড়ি বেঁধে ওকে স্রেফ ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

শেয়ালমুখোর কাছ থেকেই হামলা হলো প্রথমে। লাফিয়ে এগোল লোকটা পিটের দিকে। দু'হাত তুলে রেখেছে, সুযোগ পেলেই ঘুসি মারবে।

লোকটাকে কাছে আসতে দিল পিট, তারপর তার ঘুসি এড়িয়ে গেল বামপাশে কাত হয়ে, ডানহাতে শক্তিশালী নকআউট পাঞ্চ বসিয়ে দিল সরু থুতনির ওপর। কাউন্টারের ওপাশে ছিটকে পড়ে গেল লোকটা।

ততক্ষণে এসে পড়েছে আর সবাই। মাথার পাশে ঘুসি খেয়ে সামনে তাকাল পিট। কী যেন চোখের সামনে ঝিলিক দিতে দেখে ঝট করে মাথা সরিয়ে নিল। আধ ইঞ্চির জন্য ওর ডান চোখে গাঁথল না ছুরিটা, মাথার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে ঘ্যাচ করে বিঁধল কাউন্টারের গায়ে।

পিট অপ্রস্তুত, সুযোগটা নিল আরেকজন, প্রচণ্ড এক লাথি মেরে বসল ওর পেটে। ব্যথায় কাতরে উঠল পিট, কুঁজো হয়ে গেল, কিন্তু লোকটাকে আবার হাঁটু ভাঁজ করতে দেখে খপ করে গোড়ালি চেপে ধরে গায়ের জোরে টান দিল। পিছলে চিত হয়ে পড়ে গেল লাথি বিশেষজ্ঞ। মাথাটা ঠক করে ঠুকে গেল মেঝেতে। ঠক্কাশ করে আরেকটা আওয়াজও হয়েছে, বোঝা গেল খুলি ফেটে গেছে তার।

পাশ থেকে পিটের চোয়ালে ঘুসি ঝাড়ল কে যেন। টলে উঠল পিট, চোখে ক্ষণিকের জন্য শর্ষে ফুল দেখল।

আরেকজন দু'হাতে চেপে ধরল ওর শ্বাসনালী। চাপ বাড়াচ্ছে। ডানহাতের বুড়ো আঙুল লোকটার জোড়া করা বুড়ো আঙুল দুটোর মধ্যে সেঁধিয়ে দিল পিট, বামহাতের তর্জনী দিয়ে খোঁচা মেরে বসল শয়তানটার ডানচোখে। বিকট এক আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো লোকটার গলা চিরে, হুড়মুড় করে পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করল সে। ঠিক তখনই পিটের লাথি খেল

দুই উরুর মাঝখানে। কোঁত করে একটা আওয়াজ বের হলো এবার তার গলা থেকে, কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। নড়ছে না, জ্ঞান হারিয়েছে।

পিটের পেছনে চলে গেছে কয়েকজন। তাদের কারও ল্যাং খেয়ে পড়ে গেল পিটও। এবার শুরু হলো লাথির পর লাথি। দু'হাত দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করল, কাজ হলো না কোনও। বুটজুতোর ডগাগুলো যেন পেটে গেঁথে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ব্যথা! আলোর একটা উজ্জ্বল বিস্ফোরণ হলো ওর মাথার ভেতরে, যেন একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে হাজারও সূর্য, তারপর কালো অতল গহ্বরে দ্রুত তলিয়ে যেতে শুরু করল পিট। তারই মাঝে যেন শুনতে পেল কর্কশের ভয়ঙ্কর গর্জন।

মুখে ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে আস্তে আস্তে চোখ মেলল পিট। প্রথমে সব ঘোলা দেখল, তারপর পরিষ্কার হতে শুরু করল দৃষ্টি। ওর গলার ওপরে ঝুঁকে চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে বিরাট একটা জার্মান শেফার্ড, ওটার লম্বা লাল জিভ প্রায় ওর গলা ছুঁয়েছে। এবার পাশে দাঁড়ানো গোঁফওয়ালা দীর্ঘদেহী লোকটাকে দেখতে পেল, হাতে গ্লাস নিয়ে ঝুঁকছে সে।

'গিলে নাও,' গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল।

মাথায় ব্যথা, সেই সঙ্গে বমি-বমি ভাব, তা সত্ত্বেও আধবসা হয়ে হুইস্কিটুকু গিলল পিট। তরল সোনালী গরল পেটের ভেতরে গরম একটা অনুভূতির সৃষ্টি করল। আগের চেয়ে খানিকটা সুস্থ লাগল ওর।

পুরোপুরি বসতে চেষ্টা করে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল পিটের।

পেটের পেশিতে প্রচণ্ড ব্যথা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আগন্তুক, মৃদু হেসে ওটা ধরে বসল ও। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ। তুমি না এলে আজকে হয়তো মারাই পড়তাম ওদের হাতে।'

'তৈরি হয়ে নাও,' জবাবে বলল লোকটা। 'যার খুলি ফেটেছে সে মারা গেছে। ছোরা মারতে গিয়ে আমার গুলিতেও মরেছে একজন। ভয়ঙ্কর খেপে গিয়েছিল বাকিরা। পিট্টি খেয়ে অচেতন হয়ে পড়ে আছে এখন। কিন্তু জ্ঞান ফিরলেই শয়তানী বুদ্ধি আঁটবে। এরপর কী করবে ভাবছ? ঝামেলা কিন্তু শেষ হয়নি।'

কপাল টিপে ধরল পিট। 'কী করবে ওরা, গোলাগুলিতে যাবে?'

'মনে হয় না। তবে মার্শালের কাছে আমাদের নামে অভিযোগ করতে পারে। বলতে পারে আমরা ডাকাতি করার জন্যে হামলা করেছিলাম, দু'জনকে খুন করেছি। সাক্ষীর অভাব হবে না ওদের। টাকা ছড়ালে কেউ বলবে না ওরা আটজন ছিল। যারা বলতে পারতো তারাও ভয়ে মুখ খুলবে না। তার মানে বুঝছ? বিনাদোষে ফাঁসিতে লটকে দেবে ওরা আমাদের।'

'আর আমি যদি টাকা ছড়াই?' মাথা পরিষ্কার হয়ে আসছে পিটের। 'তা হলে তো সত্যি কথাই বলবে লোকে।'

মাথা নাড়ল আগন্তুক। 'বলবে না। টাকা থাকলেও এখানে তুমি নতুন। ওরা সংখ্যায় অনেক, তুমি একা–টাকা ওরা তোমার কাছ থেকে নেবে ঠিকই, কিন্তু সাক্ষ্য দেবে ওই লোকগুলোর পক্ষে।'

'তা হলে কি পালাতে বলছ?' রাগ হলেও চেপে রাখল পিট।

বুঝতে পারছে না এধরনের পরিস্থিতিতে কী করা উচিত। আগে কখনও এরকম অবস্থায় পড়েনি ও। লোকটাকে ভাল করে দেখল। নির্বিকার চেহারা, ঠোঁটে সেই মৃদু হাসির আভাস। ভাব দেখে মনে হলো বিপদ নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়, বরং উত্তেজনাটা যেন উপভোগ করছে।

'পালানো উচিত হবে না। পালানো মানেই নিজের দোষ স্বীকার করে নেয়া। ও-কাজ করলে কারও সাক্ষ্য দেবার প্রয়োজনই পড়বে না আর। পাসি বেরিয়ে পড়বে ধরে ফাঁসিতে লটকে দিতে।'

চুপ করে থাকল পিট। ভেবে বের করতে চাইছে কী করা উচিত।

লোকটাই আবার মুখ খুলল: 'এখন একটা কাজ করতে পারি আমরা, বজ্জাতগুলোর জ্ঞান ফেরার আগে নিজেরাই চলে যেতে পারি মার্শালের কাছে। তা হলে অন্তত সত্যি কী ঘটেছে সেটা আগেভাগে জানতে পারবে সে।'

মুখ বিকৃত করে উঠে দাঁড়াল পিট, চলল অচেনা আগন্তুকের সঙ্গে। মাথায় চিন্তা এলো: মার্শাল শুনবে তো ওদের কথা, না শহরে ওরা নতুন বলে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে?

অতো চিন্তা ওর না করলেও চলত। মার্শাল লোকটা কাজের। দু'চার কথায় কী ঘটেছে জেনে নিল সে, তারপর গম্ভীর চেহারায় বলল, 'আমিও এদের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। মাত্র কয়েকদিন আগে এসেছে এদের চারজন, কোত্থেকে এসেছে কাউকে বলেনি। বাকিগুলো এ-শহরেরই, অকর্মার ধাড়ি একেককটা, জুটে পড়েছে বিনে পয়সায় মদ খাবার

সুযোগ পেয়ে। নেতাগোছের চারজন এসে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছিল দেখেই বুঝতে পারি খারাপ কোনও মতলব আছে।' পালা করে পিট আর আগন্তুককে দেখল মার্শাল। 'আমি মনে করছি না বেআইনী কোনও কাজ করেছ তোমরা। যা করেছ ঠিকই করেছ। ব্যবস্থা নিচ্ছি যাতে এ-শহর ছাড়তে হয় লোকগুলোর।'

মার্শালের অফিস থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরল পিট, আগন্তুককে নীচের সেলুনে বসতে বলে ঘরে গিয়ে ঝটপট হাত-মুখ ধুয়ে নিল, তারপর নামল আবার নীচে। আগন্তুকের টেবিলে চেয়ার টেনে বসে হাসল ও। মুখটা কুঁচকে গেল চোয়ালের ব্যথায়। হাসার চেষ্টা বাদ দিয়ে বলল, 'আমার নাম পিট মিলার্ড। তোমার?'

'রে জনসন,' পিটের চোখে চোখ রাখল আগন্তুক। হাত বাড়িয়ে দিল।

হাতটা ধরে আন্তরিকতার সঙ্গে ঝাঁকাল পিট। 'যাচ্ছিলাম নিজেদের রানশে, পথে বিপদে পড়ি। সাহায্য করার জন্যে আরেকবার ধন্যবাদ।' সংক্ষেপে নিজের অতীত সম্বন্ধে জানাল ও নতুন এই উপকারী বন্ধুকে, বলল বাবা-মা মারা যাবার পর কীভাবে আঙ্কল লুকাসের কাছে আদর-যত্নে মানুষ হয়েছে।

'সত্যি ওরকম মানুষ বিরল,' বলল রে জনসন। 'তোমাকে তো রীতিমতো হিংসেই হচ্ছে আমার।' সরল স্বীকারোক্তি, তবে কথাটা যে গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়নি সেটা বুঝবে যে-কেউ। 'আমিও সেই ছোটবেলা থেকেই এতিম। একা মানুষ, কোনও বাঁধন নেই। বেকার। টাকার দরকার হলে মানুষের টয়লেট সাফ

থেকে শুরু করে অস্ত্র ভাড়া খাটানো পর্যন্ত সব কাজই করি।'

বারটেন্ডারকে ইশারায় দু'গ্লাস হুইস্কির অর্ডার দিল পিট। হুইস্কি আসার পর নতুন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এতো বড় বিপদে নিজেকে জড়ালে কেন তুমি? তোমার তো কোনও স্বার্থ ছিল না। মারাও তো পড়তে পারতে!'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মোটা একটা কালো চুরুট পিটকে সাধল রে জনসন, পিট না নেয়ায় ওটা ধরাল সে। 'স্বার্থ ছিল না তা ঠিক। জোকে নিয়ে হাঁটছিলাম বিকেলে। তেষ্টা পেয়ে গেল, ভাবলাম গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই। ঢুকলাম সেলুনে। ঢুকেই দেখি বেশ কয়েকজন মিলে মাটিতে পড়ে থাকা তোমাকে লাথি মারছে মনের খুশিতে। একজনের বিরুদ্ধে এতোজনের লড়াইটা আমার পছন্দ হলো না, চিন্তা করে দেখলাম ওদের অন্যায়টা একটু কমিয়ে আনা দরকার, তাই তোমার পক্ষে দাঁড়িয়ে গেলাম। তবে বলতেই হয়, ভাল লড়েছ তুমি।'

'উপায় ছিল না লড়ে? কোণঠাসা হয়ে গেলে কয়োটিও রুখে দাঁড়ায়।' সিগারেট ধরাল পিট।

'তোমাকে আমার কয়োটি ধরনের মানুষ মনে হয়নি, মনে হয়েছে সত্যিকারের সাহসী সৎ লোক,' আন্তরিক স্বরে বলল আগন্তুক। 'বারটেন্ডারের কাছে শুনেছি কী ঘটেছিল। তোমার বদলে আমি হলেও ওই একই কাজ করতাম।' প্রসঙ্গ পাল্টাল সে, 'তুমি মার্শালের কাছে বলেছ ওদের কাউকে আগে দেখোনি কখনও। আসলেই ওদের কাউকে চেনো না তুমি?'

'না।' ওয়েলকাম হোম ছাড়ার পর যা ঘটেছে সংক্ষেপে খুলে বলল পিট। লোকটার আন্তরিক ব্যবহারটা ভাল লেগেছে ওর।

'ওই যে বললাম, বেআইনী কিছু করার সাধ্য তোমার নেই,' হাসল জনসন। 'অনেকেই অ্যাম্বুশের শিকার হবার পরও মর্গান নামের লোকটাকে তোমার মতন করে সমান সুযোগ দিত না।'

'আমি তো মিথ্যেও বলে থাকতে পারি?'

'পারো না,' সাফ জানিয়ে দিল আগন্তুক। 'বললে আমি ধরে ফেলতাম। এতিমদের এতো ঝাঁটালাথি খেতে হয় যে সহজেই তারা বুঝতে শিখে যায় কোন্ মানুষটা কোন্ কারণে কী করছে। মিথ্যে বলতে পারো না তার আরেকটা কারণ, আমি তোমাকে চিনি।'

'চেনো?' হতবাক হয়ে গেল পিট। 'কীভাবে?'

'এই যে চোখের সামনে তোমাকে দেখছি, তোমার নাম জানি, তোমার পয়সায় দিব্যি হুইস্কি টানছি, এর বেশি তোমাকে আমার চেনার দরকারটা কী?' গ্লাস তুলে আরেক চুমুক খেল রে জনসন। 'তো তোমার রানশে গোলমাল চলছে বলেছ। সেটা নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু, নইলে তোমাকে খুন করতে চাইবে কেন?'

'সত্যিই আমি জানি না।' কাঁধ ঝাঁকাতে গিয়ে আরেকবার চেহারা বিকৃত হয়ে গেল পিটের।

'আমি হয়তো কাজে আসব তোমার,' বলল রে জনসন। 'হাতে কোনও কাজ নেই। আর হাতে কাজ না থাকলে চোখ-কান খোলা রাখি আমি। ওই লোকগুলো, যারা তোমাকে মারছিল, তাদের প্রথম দেখাতেই আমার পছন্দ হয়নি। ফলে আশপাশে ঘোরাঘুরি করেছিলাম। ওদের কথাবার্তা অল্পবিস্তর শুনেছি। মনে হয়েছে খারাপ কোনও মতলব আছে ওদের। তারপর সেলুনে সুযোগ পেয়ে ওদের কয়েকজনের সঙ্গে তাস

খেলেছি। বাইরের লোকের সামনে অস্বস্তি বোধ করছিল লোকগুলো। জুয়ায় ইচ্ছে করে হারলাম, তা-ও কেউ খুশি নয়। খেলা শেষে সেলুনের কোণে একটা টেবিলে বসে নিচু গলায় আলাপ শুরু করল। আমিও বেরিয়ে পড়লাম সেলুন থেকে। বাইরের দেয়ালে কান পেতে শুনলাম ব্যাটারা কী বলে।' গম্ভীর হয়ে গেল রে জনসনের চেহারা। 'নিজেকে আমার তখন ঝগড়াটে এক কুচুটে, কুটনী মেয়েলোক মনে হয়েছিল।'

হেসে ফেলল পিট। পরক্ষণেই জিজ্ঞেস করল, 'তো কী বলল ওরা? কুটনী বলে যখন নিজেকে তোমার মনেই হয়েছে তো একটু ঝেড়ে কাশো না।'

টাম্বলউইড শহরের চারজন প্রভাবশালী লোক তোমাকে খুন করাতে চায়। এদের ভাড়া করা হয়েছে সেজন্যেই। রানশটা টাম্বলউইডের ওদের খুব দরকার।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল পিটের। 'এতোবছর পর ওটা তাদের দরকার হয়ে পড়ল কেন?'

সিগারে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল রে জনসন। 'সোনার লোভ সামলানো কঠিন।'

কপালে উঠল পিটের ভ্রূ। 'সোনা?'

'হুম। সোনার খনি আছে তোমার রানশে।'

কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো পিটের। কিন্তু উপকারী আগন্তুকের মিথ্যে বলার কোনও কারণ নেই।

চার

ডিনারটা সেলুনে বসে একসঙ্গেই সারল পিট ও রে জনসন। এবার আয়েশ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল জনসন, পকেট থেকে বের করে একটা সিগার ধরাল। পিট একটা সিগারেট। নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান চলল, তারপর জনসন জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে ভাবছ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিট। 'রওনা হয়ে যাব। যতো শীঘ্রি টাম্বলউইডে পৌঁছতে পারব ততো দ্রুত পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা ধারণা পাব।'

'ভয়ঙ্কর বিপদ মাথায় নিয়ে যেতে হবে তোমাকে, পথে অ্যাম্বুশে পড়বেই, ধরে নিতে পারো। তার পরও ভাবছ যাবে?'

'যেতে আমাকে হবেই,' নতুন বন্ধুর দিকে তাকাল পিট, 'মনে কোরো না সোনার লোভে ছুটে যেতে চাইছি। অনেক টাকার মালিক হবার লোভ কখনোই ছিল না আমার। যেতে চাইছি বাবা-মা'র কারণে। তাঁদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই রানশে। একদল খারাপ লোক জায়গাটা দখল করে নেবে সেটা মেনে নিতে পারব না কিছুতেই।'

'বলতে পারছি না ভুল করছ তুমি,' খানিক পরে মন্তব্য করল রে জনসন। 'মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে যদি ভয় না পাও তা হলে তোমার ওখানে যাওয়াই উচিত।'

মাথা ঝাঁকাল পিট। 'একটা প্রস্তাব দেব, যদি কিছু মনে না করো,' বলল একটু ভেবে, 'ভেবো না উপকারের প্রতিদান দিতে চাইছি, বরং মনে করো আরেকটা উপকার চাইছি।'

মৃদু হাসল রে জনসন। 'আমি বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি তুমি কী বলবে। তবুও বলো।'

'এই বিপদে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু সঙ্গে থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করতাম আমি। এমন কেউ, যে প্রয়োজনে আমার হয়ে লড়তে দ্বিধা করবে না। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে, জনসন?'

রে জনসন নীরবে শুনছে। কোনও জবাব দিল না।

পিট তাড়াতাড়ি বলল, 'বিনে পয়সায় তোমাকে খাটিয়ে নেব তা ভেবো না, আমার অন্তরঢালা বন্ধুত্বের পাশাপাশি উপযুক্ত পারিশ্রমিকও পাবে।'

'হুম। পারিশ্রমিক?'

সামনে ঝুঁকল পিট। 'হ্যাঁ। বলো তুমি, কতো চাও মাসে?'

'টাকার বদলে অন্য জিনিস দিতে হবে আমাকে,' একটু থমকে গিয়ে বলল রে জনসন।

'কী সেটা? সোনা? পাবে।'

'না, সোনা নয়।'

'তা হলে?'

'তোমার বন্ধুত্ব, সেই সঙ্গে অগাধ বিশ্বাস।'

ক্ষণিকের জন্য হতবাক হয়ে গেল পিট, তারপর রে জনসনের হাতটা শক্ত করে ধরল। আবেগরুদ্ধ গলায় বলল, 'এখন থেকে নিজের ভাই মনে করব আমি তোমাকে। দরকারে তোমার জন্যে মরতেও দ্বিধা করব না। এই সামান্য প্রতিদানে তোমার চলবে?'

খুকখুক করে কাশল রে জনসন, তারপর বলল, 'আমিও ওই একই কথা দিলাম তোমাকে। আর খাঁটি মানুষের ভালবাসার বেশি কারও কাছে কখনও কিছু আশা করি না আমি।'

আলাপটা এবার অন্যদিকে মোড় নিল। রে জনসন লোকগুলোর আরও বেশকিছু কথা শুনেছে, সেসব বলতে শুরু করল ধীর গলায়।

জে এম রানশে যে পাহাড়টা আছে ওটার ঝর্না রানশের জমির ওপর দিয়ে বয়ে সীমানা পেরিয়ে উত্তরে চলে গেছে। মাস দুয়েক আগে ওই ঝর্নার পানিতে সোনার টুকরো পাওয়া যায়। সাড়া পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ফালতু লোকদের ওখানে ভিড় করতে দেয়নি টাম্বলউইডের মার্শাল। অত্যন্ত কঠোর এবং সৎ লোক বলে নাম আছে তার। সোনা যা পাওয়া গেছে সেগুলো টাম্বলউইডের ব্যাঙ্কে পিট মিলার্ডের নামে জমা রেখেছে সে। সেই সঙ্গে ঝর্না দিয়ে সোনার টুকরো যাতে গড়িয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে সেজন্য পাহাড়ের গোড়ায় বিরাট গর্ত খোঁড়ার ব্যবস্থাও করেছে।

রে জনসন থেমে যাবার পর পিট জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তুমি শুনতে পাওনি কে বা কারা আমাকে খুন করার জন্যে লোক ভাড়া করছে?'

'না। তবে কাজটা কাদের সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। যাদের হাতে রানশটা পরিচালনার ভার ছিল তাদের কানেই নিশ্চয়ই আগে গেছে সোনার খবর। সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে পথ থেকে সরানোর ব্যবস্থা করতে উঠেপড়ে লেগেছে তারা। তোমার ভাই ব্র্যাডকেও হয়তো শেষ করত এর পর। রানশটা মালিকবিহীন হয়ে গেলে সরকারী খাসজমি হিসেবে পানির দামে সরকারের কাছ থেকে কিনে নিতে পারবে তারা। সোনার খবর যাতে সরকারের উপযুক্ত মহলের কানে না যায় সে-ব্যবস্থা সহজেই করতে পারবে টাকা ঢেলে, কাজেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে লোকগুলো।'

'কিন্তু যারা আমাকে পথ থেকে সরাতে চেয়েছে তারা আমাকে চিনল কী করে?'

'জানি না,' বলল জনসন। 'হয়তো ওয়েলকাম হোমে গিয়ে চিনে নিয়েছে।' চট করে একটা চিন্তা মাথায় আসায় জিজ্ঞেস করল, 'ওয়েলকাম হোমের লোকদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন?'

'চিনি সবাইকে,' বলল পিট। 'ছোটবেলা থেকে ওখানে মানুষ হয়েছি, ফলে সবাই পছন্দ করে আমাকে।'

মাথা দোলাল জনসন। 'ওয়েলকাম হোমে তোমার ওপর আক্রমণ না হবার সেটাই বড় একটা কারণ হতে পারে। সেজন্যেই হয়তো চলার পথে ওঁৎ পেতে ছিল।' পায়ের কাছে চুপচাপ বসে থাকা বিরাট জার্মান শেফার্ডটাকে দেখল জনসন। ওটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, তারপর বলল, 'পিট, টাম্বলউইডে প্রকাশ্যে হাজির হওয়া উচিত হবে না তোমার।

গোপনে ঢুকতে হবে। রওনা হবে কখন?'

'তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো সকালে রওনা হলে রাতে পৌঁছে যাব আশা করি,' বলল পিট। 'ঠিকই বলেছ, গোপনে ওখানে যাব আমি। বাবার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন ওখানে, হয়তো তাঁদের সাহায্য পাওয়া যাবে। তবে এধরনের বিপদে তাঁদের সহায়তা আমি আশা করছি না।'

মাথা দোলাল রে জনসন। বয়স্ক ভদ্রলোকদের বিপদে জড়ানোর ইচ্ছে তারও নেই।

'ঘুমাতে যাও,' মৃদু হেসে বলল সে, 'রাতে তোমার ওপর হামলা হতে পারে, শরীরের এই অবস্থায় সারারাত জাগতে পারবে না তুমি, কাজেই আমি আর জো থাকছি তোমার পাহারায়। তোমার ঘরে লম্বা সোফা আছে তো?'

একটু অবাক হলো পিট। 'আছে। কেন?'

'ওটা আজ রাতে আমার।' উঠে দাঁড়াল রে জনসন। সঙ্গে সঙ্গে পাশে দাঁড়িয়ে গেল নেকড়ে বাঘের মতো প্রকাণ্ড কুকুরটা। তবে অনেকক্ষণ হলো চোখ গরম করে পিটকে আর দেখছে না ওটা।

ডিনারের বিল মিটিয়ে দিল পিট, তারপর জনসনকে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করতেই দরজার সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল জার্মান শেফার্ড। ভঙ্গি দেখে মনে হয় দুর্গের ফটক রক্ষা করছে।

নতুন দুই বন্ধুর মাঝে একটু কথা কাটাকাটি হলো কে বিছানায় শোবে তা নিয়ে। দু'জনই চাইছে অন্যজন বিছানায় ঘুমাক। শেষে হাল ছেড়ে দিল আহত, ক্লান্ত পিট, শুভরাত্রি

জানিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। লণ্ঠনটার আগুন কমিয়ে দিল রে জনসন, তারপর সোফায় আশ্রয় নিল, ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। জানে, সামান্যতম সন্দেহজনক আওয়াজ পেলেও তাকে ডেকে তুলবে জো।

পাশাপাশি ছুটে চলেছে পিট ও রে জনসন। পিট খুবই অবাক হয়েছে জনসনের হাড় জিরজিরে ঘোড়াটাকে অবলীলায় ওর সাইক্লোনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটতে দেখে। জনসনের ঘোড়ার পাশে লম্বা লম্বা লাফে সমান তালে ছুটছে কুকুরটা।

ছুটছে ওরা সকাল থেকে। মাঝখানে দুপুরে একবার থেমেছিল খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য, তারপর আবার রওনা হয়েছে।

বিকেল হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে, সূর্যটা এখন রক্তিম আলো ছড়িয়ে ডুবে যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে।

এলাকাটা রুক্ষ, কিন্তু একেবারে বিরান নয়। মরুপ্রান্তরে এখানে ওখানে সবুজের দেখা মেলে। ছোটখাটো সব টিলার ওপর জন্মেছে ঝোপঝাড়, কখনও কখনও পাইন বা সিডার। পাহাড়ী এলাকা, দুর্গম, নুড়ি পাথরে ভরা পথ, ঘোড়াগুলোর কষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। পুবে দেখা যায় মৃত আগ্নেয়গিরি। ওটা থেকে নেমে এসেছিল লাভার স্রোত। এখন শুকিয়ে গেছে; তবুও দেখলে ভয় লাগে। মাঝে মাঝে জঙ্গলও আছে। আকাশছোঁয়া পাইন-সিডার শেষ বিকেলে জমিতে বড় বড় গাঢ় ছায়া ফেলেছে। ছায়াগুলো আরও গাঢ় হচ্ছে ঘনায়মান সন্ধ্যায়। রাতের আঁধার নামার আগেই কোমাঞ্চি টেরর মেসার ওপাশে

যেতে চায় ওরা। ওখানে শহরে যাবার পথে শেষ পাহাড়টা পড়বে। আলোচনা করে ঠিক হয়েছে ওখানেই রাতের জন্য থামবে পিট ও রে জনসন।

'প্রায় চলে এসেছি,' খানিক পরে বলল জনসন। 'সামনের মেসা পার হলে আর মাইল চারেক।'

'ভাল লাগছে এগিয়ে যেতে,' বলল পিট। 'সত্যি বলতে, তোমার সঙ্গটা উপভোগ করছি আমি।'

অন্তর দিয়ে কথাটার মর্ম অনুভব করল রে জনসন। ওরও ভাল লাগছে সহজ সাদাসিধে পিটের সঙ্গ। অভ্যেসবশে একবার ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের দিকে তাকাল। ধুলো নেই কোনও। মনে হয় না কেউ ওদের অনুসরণ করেছে। যাদের পিট আর ও সেলুনের ভেতরে পিটিয়ে অজ্ঞান করেছিল তারা বোধহয় অন্য পথটা ধরে টাম্বলউইডে ফিরে গেছে।

'চমৎকার ঘোড়া তোমার সাইক্লোন,' নীরবতা ভাঙল জনসন।

'নিঃসন্দেহে,' হাসল পিট। 'প্রভুভক্তও। তবে ও আর আমি বন্ধুও। তোমার যেমন জো।'

নাম শুনে ছোটার ফাঁকে মুখ তুলে একবার পিটকে দেখে নিল প্রকাণ্ড জার্মান শেফার্ড। 'হুহ্!' ভারী গলায় যেন জানতে চাইল ডাকার কারণ।

পিট তখন ভাবছে রে জনসনের কথা। আচমকা পরিচয়, তারপর আরও দ্রুত ঘনিষ্ঠতা। যেচে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ওকে বাঁচিয়েছে মহৎ, দুঃসাহসী মানুষটা। চেহারা দেখলে লোকটাকে মনে হয় রুক্ষ, রস-কষহীন, অথচ চলার পথে মাঝে মাঝেই

জনসনের কথায় অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছে ও, হাসতে হাসতে পেটের পেশির ব্যথায় খিল ধরে গেছে ওর। রে জনসন দায়িত্বশীল এক সত্যিকারের দুরন্ত পুরুষ, মনে মনে স্বীকার করল পিট। কাল সারারাত জনসন ঘুমায়নি বললেই চলে। আজ সকালে ওর লাল চোখ সে-কথাই প্রকাশ করে দিয়েছে। জনসনও মানুষ, আবার যারা ওর বাবার রানশটা কেড়ে নিতে খুনি লেলিয়ে দিয়েছে তারাও মানুষ! মানুষে মানুষে কী আশ্চর্য তফাৎ! মৃত বন্ধুর এতিম সন্তানদের সম্পত্তি মেরে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে একদল অর্থলোভী পিশাচ। না, ওদের মানুষ বলা যায় না।

একসময় পৌছে গেল ওরা পাহাড়টার পাদদেশে, আবছা অন্ধকার নেমেছে তখন। পাহাড়ের মাথায় ঝোপঝাড়, পাইন, কটনউড, সিকামোরের রাজ্য। নীচে হালকা জঙ্গল।

নির্মেঘ আকাশ। এক ফালি চাঁদ যেন ঝুলে আছে এক প্রান্তে। অজস্র নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে। যেন কালো চাদরে লক্ষ হিরের কারুকাজ করেছে কেউ।

ক্লান্ত ওরা দু'জনই, ধুলোয় ধূসরিত। ঘোড়াগুলোরও বিশ্রাম দরকার। জো জিভ বের করে বসে বসে হাঁপাচ্ছে, তবে জানে, আজ রাতেও নির্ঘুম পাহারায় থাকতে হবে।

পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে একটা খরস্রোতা ঝর্না, চওড়া একটা অগভীর ক্রিকে এসে মিশেছে। ঘোড়া দুটো ক্রিকের ধারে ঘাসজমিতে ছেড়ে দিল ওরা। রে জনসন জানাল একটু পরে গোসল করবে সে, আগে একবার শহর রেকি করে আসতে চায়। সেই সঙ্গে পিটের দেয়া ঠিকানাগুলোতে ঢুঁ মেরে বুঝতে চেষ্টা

করবে বিপদ দেখা দিলে কার কী ভূমিকা হতে পারে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে এলো পিট, আন্ডারপ্যান্ট ছাড়া অন্য সব কাপড় খুলে চলে এলো ক্রিকের তীরে। তবে গাছের আড়াল ছেড়ে পানিতে নামার আগেই থমকে যেতে হলো ওকে। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল, নিজের চোখকে বিশ্বাস করবে কি না বুঝতে পারল না। চাঁদের ফ্যাকাসে আলোয় সরু কোমর, কাঁধ, মরাল গ্রীবা দেখা যাচ্ছে মেয়েটির, পানির তলায় একটা পাথরে বসেছে সে, আনমনে গায়ে সাবান মাখছে। বসে আছে পিটের দিকে পেছন ফিরে। নিশ্চিন্ত মনে বিভোর হয়ে গোসল করছে মেয়েটা। সোনালী চুল তার কোমর ছাড়িয়েছে। স্রোতে মৃদু এদিক ওদিক করছে ঘন চুলের গোছা। দৃশ্যটা এতো সুন্দর যে, শ্বাস আটকে ফেলল পিট, চোখের পলক ফেলতে ভয় হলো, যদি পরেরবার তাকিয়ে দেখে মেয়েটি নেই?

আস্তে করে নিঃশব্দে ক্রিকে নেমে পড়ল পিট, মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি গজিয়েছে ওর। বড় করে দম নিয়ে ডুব দিল, তারপর সাঁতরে এগোল মেয়েটির দিকে। ফুট দশেক এগিয়ে মাথা তুলল, ঠিক মেয়েটির পাঁচফুট সামনে। ভয়ানক চমকে গেল মেয়েটি, মুখ দিয়ে বের হলো অস্ফুট একটা ভীত আওয়াজ। পরস্পরের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে ওরা। মেয়েটির চোখে নগ্ন ভয়। মাত্র এক কি দেড় সেকেন্ড, তারপরেই ঝাঁপ দিয়ে পানিতে পড়ল মেয়েটি। এবার বুঝতে পারল, তীরে কাপড়গুলোর দিকে গেলেই ভাল করত। পিছু হটতে শুরু করল ও, সুন্দর মুখটা মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে দুশ্চিন্তায়।

থমকে গেল পিট। এরকমটা ঘটবে তা ভাবতে পারেনি ও।

চেয়েছিল মেয়েটিকে একটু চমকে দিয়ে মজা করতে, কিন্তু এতোটা ভয় পাবে তা চিন্তাও করেনি।

তীরে উঠে পড়েছে মেয়েটি, এক ঝটকায় কাপড় তুলে নিয়ে পরতে শুরু করল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ সরিয়ে নিল পিট ওদিক থেকে।

নীরবে পেরিয়ে গেল তিন মিনিট। তারপর কড়া সুরে মিষ্টি একটা কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি!'

ফিরে তাকাল পিট, দেখল ওর কপালের দিকে সিক্সগানের কালো একটা নল স্থির হয়ে আছে। মৃদু হাসল পিট। 'আমিও ওই একই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম। কে তুমি?' আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল। 'ওরকম সুন্দর পেলব হাতে সিক্সগানের মতো বিশ্রী জিনিস মোটেই মানাচ্ছে না।'

নরম হলো না মেয়েটির কণ্ঠ: 'আগে তোমাকে এদিকে কখনও দেখিনি। কোত্থেকে আসা হয়েছে?'

চোখে প্রশংসা নিয়ে মেয়েটিকে দেখছে পিট, কড়া কথা গায়ে মাখবে না স্থির করে ফেলল। এতো সুন্দরী মেয়ে যদি দুর্ব্যবহার করেই তা হলে সহ্য করতে হবে সেটা। ও বলল, 'নতুন এসেছি এদিকে, ঠিকই ধরেছ তুমি। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি, তুমি এখানে নতুন নও। নইলে রাতের আঁধারে শহর থেকে এখানে, এতো দূরে ঝর্নায় একা গোসল করতে আসার সাহস পেতে না।'

'আমার প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু পাইনি,' আরও কড়া শোনাল মেয়েটির কণ্ঠ। হাতের সিক্সগান নাড়ল পিটকে ভয় দেখানোর জন্য। পিট খেয়াল করল অস্ত্র ধরা হাতটা বেশ কাঁপছে। বেচারি

নিজেই ভয়ে অস্থির। 'কী হলো, জবাব দাও! কোত্থেকে এসেছ? কেন এসেছ?'

'এসেছি একটা কাজে, তবে তোমাকে এখানে দেখে কাজ বেড়ে গেল আরেকটা,' নরম স্বরে বলল পিট। 'কী কাজে এসেছিলাম সেটা আপাতত বলা যাবে না, কিন্তু তোমাকে দেখে কী কাজ বেড়ে গেল সেটা বলতে আমার একতিল আপত্তি নেই। ভাবছি কবে চার্চে...'

'আর একটা কথাও নয়!' কাঁপা গলায় ধমক দিল মেয়েটি। 'ঠিক এক মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে সরে পড়ো এখান থেকে, নইলে কিন্তু আমি গুলি করব।'

'বলো কী!' আঁৎকে ওঠার ভান করল পিট। পরক্ষণেই কাতর গলায় বলল, 'কিন্তু আমার যে খুব গোসল করা দরকার!'

দু'হাতে সিক্সগান ধরে আনাড়ির মতো নাড়ল মেয়েটি। 'ওসব হবে না এখানে! যাও বলছি!'

'যাচ্ছি, গুলি কোরো না, মরে যাব কিন্তু!' হাসি চাপল পিট, তারপর দূরের তীরের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল। তীরে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আবার কোথায় আমাদের দেখা হবে সেটা বলবে না?'

জবাব নেই কোনও।

ফিরে তাকাল পিট। তীরে নেই মেয়েটি, ও দূরে সরে যেতেই পালিয়েছে। তিন মিনিটের মাথায় ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল ও। ভাবল, বেশ দ্রুতই বাড়ি ফিরছে মেয়েটা!

তীরে বসল পিট। জায়গাটা থেকে নড়তে মন চাইছে না।

ভাবতে ভাল লাগছে এখনও মেয়েটি এখানেই আছে, এখন আর ভয় পাচ্ছে না ওকে। ওর পাশে বসল, হাতে হাত রাখল। চোখে চোখ। ধুর! কল্পনার রাশ টেনে ধরল পিট। এসব ভাবার কোনও মানে হয় না। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুক চিরে। একটা সিগারেট ধরিয়ে উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকল মেয়েটি যেখানে কাপড় পরেছে সেদিকে। সিগারেট টানতে মনে নেই। পুড়ছে ওটা। আঙুলে ছ্যাঁকা খেয়ে চমকে উঠল, ফেলে দিল সিগারেটের গোড়াটা পানিতে।

কখন এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে নিজেও বলতে পারবে না, তারপর একটা ঘোড়ার এগিয়ে আসার আওয়াজ শুনতে পেল ও। সেই সঙ্গে কুকুরের ডাক। আরেকটা সিগারেট ধরাল পিট, ঘোড়াটা থেমে যাবার পর গলা উঁচিয়ে বলল, 'আমি এখানে, রে। ক্রিকের ধারে চলে এসো।'

বনের ভেতর কারও এগিয়ে আসার শব্দ নেই। যেন ভূতের মতো উদয় হলো রে জনসন। ওর পাশেই নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে জো।

পিটের পাশে বসে পড়ল জনসন, একটা চুরুট ধরিয়ে বলল, 'শহরে খবর ভাল নয়। শহরের প্রথম মার্শাল নেই এখন আর, বার্ধক্যের কারণে অবসর নিয়েছে। তার পরেরজন মারা গেছে। কারও কারও ধারণা মৃত্যুটা সন্দেহজনক, তাকে বিষ দিয়ে মারা হয়েছে। তার জায়গায় নতুন আরেকজনকে মার্শাল করা হয়েছে অবশ্য। তবে লোকটার কথাবার্তা সুবিধের লাগেনি আমার কাছে। ভাল মানুষ বলেও মনে হয়নি। এমনও হতে পারে টাকা খেয়ে তোমার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগবে। সেলুনে ঢুকে কিছুক্ষণ

লোকের কথাবার্তা শুনে যা বুঝলাম তাতে মনে হলো তোমার আঙ্কল যাদের রানশ দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন তারাই ঘোঁট পাকাচ্ছে। শহরে যাওয়া উচিত হবে না তোমার। ওই চারজন ফিরে এসেছে। ওদের বিরুদ্ধে তোমাকে সাহায্য করবে না শহরের কেউ।'

তিক্ত হয়ে গেল পিটের মন। জিজ্ঞেস করল, 'আর বাবার যাঁরা বন্ধু ছিলেন, যাঁদের ঠিকানা দিয়েছিলাম, তাঁদের খবর কী?'

জো মুখ চাটতে চাইছে দেখে হাত দিয়ে ওকে ঠেকাল জনসন, শেফার্ডের মাথায় হালকা একটা চাপড় মেরে বলল, 'দু'তিনজনকে ভাল লোক বলেই মনে হয়েছে আমার। তবে অন্যরা বোধহয় তোমার পক্ষ নেবে না।'

'বুঝলে কীভাবে?'

'ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে তোমার কথা তুলেছিলাম, এদিকে কী ঘটছে সে-খবর রাখে সবাই। কয়েকজন খুলে বলল পরিস্থিতি, পরামর্শ দিল, শহরে এলে যেন তুমি আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে আসো। অন্যরা দেখিয়েছে বাড়তি আগ্রহ, জানতে চেয়েছে তুমি এখন কোথায়। আমি কিছু বলিনি, কিন্তু তারা পিট্রি খাওয়া ওই চারজনের নামে কুৎসা শুরু করল। জোর দিয়ে বলল তুমি এলে সবরকম ভাবে তোমাকে সাহায্য করবে তারা।'

'তার মানে ওরা জানে না আমি এসেছি?'

'না। জানানো ঠিক হতো না।'

'তোমাকে কেউ অনুসরণ করলে জেনে যাবে।'

'পেছনে সবসময় একটা চোখ ছিল আমার,' গম্ভীর হয়ে গেল জনসনের রুক্ষ চেহারা। 'নিজেকে বুদ্ধিমান লোক বলব না আমি,

বন্ধুরা তো বলে বোকা, তবে না ভেবে সহজে কোনও কাজ করি না আমি।'

'রাতে খাবে না কিছু?' লজ্জা পেয়ে প্রসঙ্গ পাল্টাল পিট।

উঠল রে জনসন। 'রাঁধতে হতো তোমাকেই। নিজের রান্না আমি মুখে তুলতে পারি না।'

ভ্রূ কুঁচকে বন্ধুকে দেখল পিট। 'হতো?'

'হতো।' মাথা দোলাল জনসন। 'কিন্তু হবে না। শহর থেকে খাবার কিনে এনেছি।'

ওর পাশে পা বাড়াল পিট। 'খেয়ে এসেছ নিশ্চয়ই?'

'না, একসঙ্গে খাব।'

আরেকবার মানুষটার আন্তরিকতার ছোঁয়া টের পেয়ে কৃতজ্ঞতা বাড়ল পিটের।

পাঁচ

সূর্যটা ঠিক মাথার ওপর থেকে যেন আগুন ঢালছে। ফুটন্ত কড়াই হয়ে গেছে জমি। মাঝে মাঝে তপ্ত বাতাস বয়ে যাচ্ছে দীর্ঘশ্বাসের মতো। শহরের রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। ছায়ায় বসে ঝিমাচ্ছে দুয়েকজন অলস বেকার। আবর্জনায় খাবার

খুঁজছে বিড়ালরা। মার্শালের অফিসের দরজাটা হাট করে খোলা।

শান্ত পায়ে দরজা পেরিয়ে অফিসে ঢুকল রে জনসন ও পিট, ভেতরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পেছনে সজোরে বন্ধ করল পিট দরজাটা। কাজ হলো না তাতে। ঘুম ভাঙল না মার্শালের। টেবিলের ওপর দু'পা তুলে দিয়ে আরামদায়ক গদিমোড়া চেয়ারে থলথলে চর্বিভরা পেট সহ বসে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে চকচকে টাকওয়ালা নতুন মার্শাল। টাক ঢাকার অবশ্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। ঘাড়ের কাছের গোটা তিরিশেক লম্বা চুল তেল মেখে টেনে এনে টাকের ওপর সেঁটিয়ে রেখেছে। মুখটা দেখলে মোটাসোটা শুয়োরের কথা মনে পড়ে যায়। বোতামখোলা শার্টের বাম পকেটের ওপর তারা আকৃতির মার্শালের ব্যাজ এঁটে রেখেছে। জোরে গলা খাঁকারি দিল পিট। জবাবে লোকটার নাকের গর্জন আরেকটু বাড়ল। এখন *ফর্‌র্‌র্‌ত্ ফোঁ-ফোঁ* আওয়াজ হচ্ছে। আর দেরি করার কোনও মানে হয় না, কাজেই টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল পিট, হাতের কাছে পেয়ে হুইস্কি ভরা গ্লাসটা তুলে নিল, তারপর ছুঁড়ে মারল ওটা শেরিফের মাথার পাশে, দেয়ালে। ঝনঝন করে ভাঙল গ্লাস। খানিকটা হুইস্কি ছিটকে লাগল মার্শালের মুখে।

এতক্ষণে কাজ হলো। 'হোরে! কে? কীহ্!' লাল লাল চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকাল কুমড়োপটাশ। দরজার কাছে দাঁড়ানো জনসনের ওপর থেকে ঘুরে পিটের ওপর স্থির হলো তার চাহনি। 'ক্ক-কী ব্যাপার!'

'তোমাকে দেখতে এলাম,' অনাবিল হাসল পিট।

মেঝেতে পড়ে থাকা ভাঙা গ্লাসটা দেখল মার্শাল, হুইস্কি নষ্ট হয়ে যাবার কারণেই তার মুখটা ওরকম টকটকে লাল হয়ে উঠল কি না তা বুঝতে পারল না পিট। মুখ থেকে হুইস্কির ফোঁটা মুছল সে। 'কে তুমি!' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পিটকে দেখল। 'দেয়ালে গ্লাস ভেঙেছ কেন!'

'কারণ তোমার ঘুম ভাঙাতে পারছিলাম না অনেক চেষ্টা করেও,' এখনও হাসছে পিট, 'কারণ, আমি চাইনি তোমার টাক মাথায় গ্লাসটা ভাঙি। ইচ্ছেটা অবশ্য অনেক কষ্টে দমন করতে হয়েছে।'

হাসি চাপল জনসন। পরিস্থিতি পিটের নিয়ন্ত্রণেই আছে বুঝে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে, সেলুনে গিয়ে একটু গলা ভিজিয়ে আসবে।

চোখ সরু করল মার্শাল। 'এতো বড় সাহস! আমার অফিসে এসে...'

সিধে হয়ে বসল সে চেয়ারে। পা নামিয়ে নিল টেবিলের ওপর থেকে। এখন তার ভুঁড়িটা আসলেই কতো বড় সেটা স্পষ্ট আন্দাজ করা যাচ্ছে। 'জানো তোমাকে আমি জেলে ভরতে পারি?'

হাত তুলল পিট, তাকে বোঝার ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার অফিসে না এসে কোনও উপায় ছিল না আমার। তোমার অফিসে না এলে তো আর তোমার দেখা পেতাম না।' হাঁ করেছিল লোকটা, তাকে কথা বলার সুযোগ দিল না পিট। 'আমি পিট মিলার্ড, জোসেফ মিলার্ডের ছেলে। ওয়েলকাম হোম থেকে এসেছি। আমার নাম শুনেছ বোধহয়?'

'হয়তো শুনেছি,' মুখটা কালো হয়ে গেল মার্শালের। 'আমার কাছে কী?'

'বলছি, তার আগে বলো তোমার আগের মার্শালের কী হয়েছে। শুনলাম বুকের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বিষটিষ দিয়ে তাকে মারেনি তো কেউ?'

মুখ থেকে এক সেকেন্ডের জন্য রক্ত সরে গেল মোটকু মার্শালের, তারপর খেপে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করল: 'বিষ? কীসের বিষ! ফালতু কথা বাদ দাও, বলে ফেলো কীজন্যে এসেছ। অযথা নষ্ট করার মতো সময় নেই আমার।'

আস্তে করে মাথা দোলাল পিট। ওর দৃষ্টি স্থির হলো মার্শালের বিরাট পেটের ওপর। 'তা ঠিক। অমন আরামের ঘুম বাদ দিয়ে জেগে থাকা কঠিন, তারওপর এরকম মোটা শরীর বয়ে বেড়ানো খুবই কষ্টের কাজ।'

তর্জনী তুলে নাকের সামনে নাড়ল মার্শাল। 'খবরদার বলে দিচ্ছি! জানো...'

এবার গম্ভীর হয়ে উঠল পিটের চেহারা, লোকটাকে প্রথমদর্শনেই ওর পছন্দ হয়নি, বলল, 'জানতে চেয়েছ কেন এসেছি। এসেছি আমার রানশের মালিকানা বুঝে নিতে। রানশটার নাম জে এম, জানো নিশ্চয়ই?'

কিছুক্ষণ থম মেরে তাকিয়ে থাকল লোকটা, তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কাগজ-পত্র কিছু সঙ্গে আছে, না নেই?'

'নেই। তার প্রয়োজনও নেই। অনেক বছর পর এসেছি এখানে, কাজেই কেউ আমাকে চিনবে না। তবে সবাই জানে রানশটা কাদের। তুমিও জানো, মার্শাল, ঠিক?'

গোঁয়ার্তুমির ছাপ প্রকাশ পেল মার্শালের চেহারায়। 'হয়তো জানি।'

'জে এম রানশে নাকি সোনা পাওয়া গেছে?'

বিরাট গোল মাথাটা দ্রুত নাড়ল মার্শাল। 'নাহ্! কে বলল? যার কাছেই শুনে থাকো, মিথ্যে বলেছে সে। সোনার কয়েকটা টুকরো পাওয়া গিয়েছিল, আর কিছু না। ওগুলো ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়েছে, সত্যি যদি পিট মিলার্ড হও তা হলে পেয়ে যাবে ওগুলো। ওই কয়েকটা টুকরো পাওয়া গেছে মানেই এই নয় যে সোনার খনি আছে ওই রানশে।'

হতাশ চেহারা করল পিট। 'তা হলে তুমি বলছ সোনা নেই ওখানে?'

'নাহ্।' মার্শালের এবারের জবাবটা বড় বেশি দ্রুত।

'বেশ, তা হলে আর কী করা, আমাকে রানশই করতে হবে,' যেন আপনমনে বলছে পিট, তাকাল মার্শালের দিকে। 'ঠিক আছে, তোমার অফিসে একটা নোটিস টাঙিয়ে দাও, লিখে দিয়ো এখন থেকে রানশ বুঝে নিচ্ছি আমি। যারা দেখাশোনা করত তাদের দায়িত্ব ফুরিয়েছে। ধন্যবাদ সহ তাদের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেব আমি। দেরি করে আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না, আগামী সাতদিনের মধ্যে যেন তারা আমার সঙ্গে দেখা করে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়।'

'আসল দলিল না দেখে নোটিস টাঙাতে পারব না আমি, সেটা আইনসম্মত হবে না,' কুতকুতে চোখে পিটকে দেখল মার্শাল।

জ্যাকেটের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ টেবিলের

ওপর নামিয়ে রাখল পিট। 'এটা আসল দলিলের নকল। নোটিস টাঙিয়ে দাও। দরকার হলে আসলটা আনাব।'

মাথা নাড়ল মার্শাল। 'এতে হবে না। আসলটাই লাগবে, নইলে নোটিস দিতে পারব না আমি।'

'পেয়ে যাবে আসলটা,' পকেটে দলিলের নকল রেখে দিল পিট। 'ওটা আনতে লোক পাঠাব। আরেকটা কথা, আজ থেকে রানশেই থাকব আমি।' দরজার কাছে চলে গেল ও, ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আরও একটা কথা, সবাইকে জানিয়ে দিয়ো, গোলমাল করতে এলে সুবিধে হবে না, আমি সবধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি।'

মার্শালের অফিস থেকে বেরিয়ে সাইক্লোনের দিকে পা বাড়াল পিট, ওটা সামান্য দূরে হিচরেইলে বেঁধে রেখেছে ও। সাইক্লোনের পাশে এখন দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। তাদের একজন প্রকাণ্ডদেহী, অন্যজন বেঁটেখাটো, শক্তপোক্ত লোক। দু'জনের চোখই পিটের ওপর। কড়া দৃষ্টিতে দেখছে ওকে। প্রকাণ্ডদেহী একটা সরু কাঠি দিয়ে কান চুলকাচ্ছে। তাদের পাশ কাটাল পিট, সাইক্লোনের দড়ি খুলতে শুরু করল। ঠিক তখনই ওর বুটের ওপর পড়ল জিনিসটা। সেই কান খোঁচানোর কাঠিটা। ঘাড় ফিরিয়ে দানবীয় লোকটাকে দেখল পিট।

হলদেটে বড় বড় দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে লোকটার, ঠোঁটের কোণ বাঁকা করে টিটকারির হাসি হাসছে। ত্যাড়া সুরে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যথা পেলে না কি? ভুল হয়ে গেছে, মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিলাম, বাতাসের কারণে পায়ের ওপর গিয়ে পড়েছে।' হাসিটা চওড়া হলো তার। 'আমি খুবই দুঃখিত!'

গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইছে লোকগুলো, বুঝতে দেরি হলো না পিটের। মাথা ঠাণ্ডা রাখল ও। দু'জনের সঙ্গে শরীরের এই অবস্থায় মারামারিতে পারবে না ও। হাতও ফুলে আছে, দ্রুত ড্র করা সম্ভব হবে না। অপমানটা মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়াটাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। অনেক কষ্টে প্রচণ্ড রাগটা দমিয়ে রাখল ও। 'তোমাদের সঙ্গে কোনও শত্রুতা নেই আমার,' শান্ত গলায় বলল। 'এবারের মতো কিছু বলছি না, তবে লাগতে এসো না, এলে সেটা তোমাদের স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী হবে না।'

বেঁটে সঙ্গীর দিকে চেয়ে হাসল নিষ্ঠুর চেহারার বিশালদেহী লোকটা। 'বাজিতে হেরে গেলে তুমি, মুর। বলেছিলাম না অপদার্থ মার্শালের সঙ্গে গরম দেখালেও আসলে ব্যাটা একটা কাপুরুষ?' কাছে এসে দাঁড়ানো লোকটার দিকে একবার তাকাল সে, উপেক্ষা করল।

এই খানিক আগে সেলুন থেকে বেরিয়ে হিচরেইলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা চুরুট ধরিয়েছে রে জনসন।

'প্রয়োজন ছাড়া মাথা গরম করি না আমি,' রাগ চেপে বলল পিট। 'সময় এলে দেখবে কাপুরুষ কি না।'

'ও বাবা, এ যে দেখি আবার মুখে মুখে কথা বলে,' কঠোর হয়ে গেল গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাওয়া লোকটার চেহারা। 'বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না, মেয়েলি চেহারার কোনও ফুলবাবুকে পেটাতে চাই না আমি। ভালর জন্যেই সাবধান করে দিচ্ছি, আজই টাম্বলউইড ছেড়ে সরে পড়ো, নইলে মারা পড়বে।'

'উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ, যদিও আমার নিজেরই দেবার

মতো অনেক উপদেশ আছে,' শুকনো গলায় বলল পিট।

'ওহ্হো, তাই?' দেহের পাশে হাত ঝুলিয়ে দিল বেঁটে মুরের সঙ্গী। 'তা হলে...'

ড্র করার জন্য তৈরি হয়ে গেল পিট।

'রাখো রাখো,' এতক্ষণে মুখ খুলল রে জনসন। কখন তার হাতে সিক্সগান বেরিয়ে এসেছে লক্ষ করেনি কেউ। ওটার নল লোক দু'জনের ওপর ঘুরছে। 'গোলাগুলি হোক তা চাই না। খুনোখুনি-রক্তারক্তি আমার একদম না-পছন্দ।' দীর্ঘদেহীর দিকে তাকাল জনসন। 'এখানে কী হচ্ছে সেটা বেশ খানিকক্ষণ ধরে দেখছি আমি। বড় একটা ভুল করেছ তুমি।'

'কী সেটা?' তেড়িয়া সুরে প্রশ্ন করল গানম্যান। নতুন হাজির হওয়া আপদটাকে তার পছন্দ হচ্ছে না।

হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল জনসন। 'জানো না? কান খুঁচিয়েছ, ময়লা বের করেছ, কিন্তু কাঠিটা ছুঁড়ে দেয়ার আগে শুঁকে দেখোনি। তোমার মতো নোংরা মনের নীচ লোক কাজটা করবে না এ তো হতে পারে না। আমি আশ্চর্য বোধ করছি।'

টকটকে লাল হয়ে গেল লোকটার চেহারা। চট্ করে একবার জনসনের সিক্সগানটা দেখল সে। দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার শীতল কালো চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভয় লেগে উঠল তার। দাঁতে কামড়ে ধরে রাখা ধোঁয়া ওঠা চুরুটটা যেন বিদ্রূপ করছে!

'তোলো ওটা,' বাঁ হাতে মাটি দেখাল জনসন। কাঠিটা পড়ে আছে ওখানে। 'তুলে শোঁকো। নইলে একটা একটা করে তোমার হাঁটুর বাটি ফুটো করতে বাধ্য হবো আমি।'

'দেখো...'

'তিন গুনব আমি। এক...'

'বাদ দাও, রে,' বলল পিট। 'চলো, চলে যাই।'

কাঁধ ঝাঁকাল রে জনসন। 'চাইলে না তাই দেখতে পেলে না, কিন্তু এই লোক সত্যিই কাঠিটা মাটি থেকে তুলে শুঁকত। এগুলোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। শক্তের ভক্ত নরমের যম।' দুই গানম্যানকে পালা করে দেখল সে। 'গানবেল্ট খুলে ফেলো। সাবধানে। ওগুলো নিয়ে খানিক দূরে ফেলে দেব আমরা। চাই না পিঠে গুলি করার সুযোগ পাও।'

শান্ত কণ্ঠ লোকটার, কিন্তু তাতে মিশে আছে অদ্ভুত দৃঢ়তা। স্পষ্ট বুঝল দু'জন, কথা না শুনলে ভালরকমের বিপদে পড়ে যাবে। আস্তে আস্তে গানবেল্ট খুলল দু'জন, অপমানে চেহারা কালো হয়ে গেছে। জনসনের নির্দেশে সরে দাঁড়াল। ওগুলো তুলে নিল জনসন, তার অস্ত্র সরল না লক্ষ্যবস্তু থেকে। ঘোড়ায় উঠে পিটের পাশে চলল ও, তিরিশ গজ গিয়ে গানবেল্টগুলো ফেলে দিল মাটিতে, ঘাড় ফিরিয়ে হাসি-হাসি চেহারায় বলল, 'আবার দেখা হবে, বন্ধুরা!'

টাম্বলউইড ইমপ্রুভমেন্ট ব্যাঙ্কে নিজের ব্যক্তিগত অফিসে বসে আছে বিল রাইস। তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসা ডিয়ান রোডার। দু'জনের চেহারাই গম্ভীর। খুব জরুরি আলাপে ছেদ পড়ল দরজায় টোকার শব্দে।

ওপাশ থেকে একটা গলা ভেসে এলো। 'আসব? ফক্স।'

'কাম ইন।'

অফিসে ঢুকল নীচ চেহারার এক লোক। এক চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে আছে তার। গাল ফেটে গিয়েছিল, ক্ষতটা শুকাতে শুরু করেছে। 'নেড হিকার বাইরে অপেক্ষা করছে। আসবে?'

'আসতে বলো।' লোকটা ঘুরে দাঁড়াল, চলে যাবার জন্য দরজা খুলতেই পেছন থেকে ব্যাঙ্কার বলল, 'মিস্টার মোরালেস আর অ্যান্ড্রিউ ট্রেযেডাকে খবর দেবে, বলবে আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে মিটিং আছে।'

আধ মিনিট পর দরজাটা আবার খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল হোঁৎকা মার্শাল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল বিল রাইস। 'কী ব্যাপার, নেড?'

ডিয়ান রোডারের পাশে ধপ করে বসল মার্শাল নেড হিকার। পকেট থেকে রুমাল বের করে থলথলে, লালচে মুখ থেকে ঘাম মুছল। রুমালটা পকেটে রেখে দিয়ে বলল, 'খারাপ খবর আছে।'

মার্শাল আরও কিছু বলার আগেই আস্তে করে মাথা দোলাল বিল রাইস। 'পিট মিলার্ড তোমার অফিসে গিয়েছিল সে-খবর পৌঁছে গেছে আমার কাছে। নিশ্চয়ই খুব চোটপাট দেখিয়েছে?' অযোগ্য লোকটার চোখের দিকে তাকাল সে কড়া দৃষ্টিতে। 'খবরটা দিতে আরও আগেই আসা উচিত ছিল তোমার। আসোনি কেন বুঝতে পারছি, ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, কয়েক পেগ মদ গিলে তারপর বাইরে বের হবার সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছ।'

লালচে চেহারা আরও লাল হয়ে গেল নেড হিকারের। চোখ সরিয়ে নিল সে ব্যাঙ্কারের চোখ থেকে। খুকখুক কেশে গলা

পরিষ্কার করে বলল, 'ভয় পাইনি, জানিয়ে দিয়েছি আসল দলিল না দেখে নোটিস দেব না আমি, তখন বাধ্য হয়ে চলে গেছে। কিন্তু ও আমার অফিসে আসবে কেন? ওকে না আগেই সরিয়ে ফেলার কথা?'

'কথা, কিন্তু কাজটা করা যায়নি,' বলল গম্ভীর বিল রাইস। ডিয়ান রোডারের দিকে তাকাল সে। 'নেডকে খুলে বলো কী ঘটেছে।'

নড়েচড়ে বসল ডিয়ান রোড। 'ওয়েলকাম হোমে যে সাতজনকে লোক পাঠানো হয়েছিল, ভয় পেয়ে ফিরে এসেছে তাদের চারজন। গতকাল রাতে কয়োটিয নেস্ট থেকে ফিরেছে ওরা, মার খেয়ে অবস্থা খারাপ। দু'জন মারা গেছে ওদের। মর্গানও মারা গেছে ছোকরাকে খতম করতে গিয়ে। পিট মিলার্ডকে দেখে নাকি বোঝা যায় না আসলে সে শক্তপাল্লা। তার সঙ্গে আবার জুটেছে গোঁফওয়ালা এক গানম্যান। ওই লোক না থাকলে কয়োটিয নেস্টেই মারা যেত ছোকরাকে। কাজেই, নেড, বুঝতেই পারছ, সাবধানে এগোতে হবে আমাদের।'

'ওই গোঁফওয়ালা লোকটা কালকে রাতে এসেছিল আমার অফিসে,' বলল মার্শাল। 'নিজের নাম বলল রে জনসন। আজ পিট মিলার্ডের সঙ্গেও অফিসে এসেছিল। ওই লোকই তোমাদের পাঠানো লোকগুলোকে মেরেছে-পিটেছে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ব্যাঙ্কার বিল রাইস। 'নামটা ঠিকই বলেছে। ওই নামে বিখ্যাত এক বাউন্টি হান্টার আছে, তবে এই লোক সেই বাউন্টি হান্টার বলে মনে হয় না। সে সবসময় একা কাজ করে, তা ছাড়া, শুনেছি অন্যের ব্যাপারে কখনও নাক গলায়

না। এদিকেও কখনও সে এসেছে বলেও শোনা যায়নি। আর এ-লোক সেধে সাহায্য করেছিল পিট মিলার্ডকে।' মার্শালের দিকে তাকাল ব্যাঙ্কার। 'কিছু জানতে চেয়েছিল লোকটা?'

'বলেছিল এদিকে জমি কিনতে এসেছে। এ-কথা সে-কথার পর জে এম রানশের কথা তুলেছিল। কিনতে আগ্রহী। আমি বলে দিয়েছি তোমরা চারজন ওটার মালিক।'

'করেছ কী, গাধা!' চোখ সরু করে অযোগ্য মার্শালকে দেখল ডিয়ান রোডার। 'ও পিট মিলার্ডের লোক। তার মানে মিলার্ড এখন জানে কারা রানশটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে। কারা তাকে খুন করাতে চাইছে সেটা জানতেও তার বাকি নেই!'

বোকা বোকা চেহারায় একবার একে একবার ওকে দেখল নেড হিকার, কী ভুল করে বসেছে বুঝতে পেরে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার।

মাথা ঠাণ্ডা রাখো, নিজেকে সতর্ক করল বিল রাইস। সামান্য চিন্তা করে বলল, 'যা হবার তা হয়েছে, ও নিয়ে ভেবে এখন আর কোনও ফায়দা হবে না। টাম্বলউইডে এসে পড়েছে ছোকরা, বেঁচে থাকলে জানবেই আমাদের উদ্দেশ্য। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ওকে চিরতরে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া।' কড়া চোখে মার্শালকে দেখল রাইস। 'আবার এধরনের বোকামি করতে যেয়ো না, হিকার, আমি চাই না খরচের খাতায় তোমার নামটাও তুলতে হোক।...পিট মিলার্ড কোথায় উঠেছে সে-খবর নিয়েছ?'

'বলে গেছে এখন থেকে রানশেই থাকবে সে,' ফ্যাকাসে মুখে জানাল নেড হিকার।

'আমাদের পরবর্তী কাজ কী হবে?' বিল রাইসের দিকে তাকাল ডিয়ান রোডার।

'সন্ধ্যায় সবাই আসুক, তখন জানাব,' চোখের ইশারায় মার্শালকে দেখাল রাইস। 'এই গাধাটার সামনে কিছু বলতে চাই না।'

'তা হলে উঠি আমি,' চেয়ার ছাড়ল ডিয়ান রোডার।

'সন্ধ্যায় চলে এসো।'

উঠল মার্শালও। 'আমিও আসি, মিস্টার রাইস। সন্ধ্যায় আসব?'

মাথা নাড়ল ব্যাঙ্কার। 'না, তোমার আসার দরকার নেই। দরকার হলে আমি ডাকব।'

অপমানে মুখটা বেগুনী হয়ে গেল মার্শাল নেড হিকারের, চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'তোমরা যা ভাল মনে করো।'

ডিয়ান রোডার ও মার্শাল বেরিয়ে যেতেই ঘণ্টি বাজাল বিল রাইস। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অফিসে ঢুকল বাইরে অপেক্ষমাণ রেড ফক্স, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল বসের দিকে।

নিজের সামনে একটা ফাইল টেনে আনল বিল রাইস। 'মুর আর হেক্টর কোথায়?'

'ইয়ানের সেলুনে।'

'ওখানে কী করছে?'

'বোধহয় তাস খেলছে।'

বিরক্ত হলো ব্যাঙ্কার। 'আসতে বলো ওদের। এক্ষুনি। জরুরি দরকার।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল ফক্স, আট মিনিটের

মাথায় হেক্টর-মুরকে নিয়ে ফিরে এলো। দরজা খুলে মৃদু গলায় ডাকল ফক্স: 'বস্।'

ফাইল থেকে চোখ তুলল বিল রাইস। 'ফক্স, তুমি বাইরে অপেক্ষা করো। হেক্টর, মুর, তোমরা থাকো, কথা আছে।'

ফক্স বেরিয়ে যেতেই ব্যাঙ্কারের দিকে তাকাল হেক্টর। বিল রাইসকে একটু হলেও ভয় পায় সে। আরেকবার স্বীকার করল, এরকম শীতল, বাইন মাছের মতো পিচ্ছিল লোক আগে কখনও দেখেনি। খালি হাতে মানুষ খুন করতে পারে সে নির্দ্বিধায়, তারপরও নিজের চেয়ে তার বিল রাইসকে অনেক বেশি নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছে। চোখের পলকে সামান্য মতবিরোধের কারণে ছোটবেলার বন্ধুর গলা কাটতে পারে এ-লোক।

'ডাকলে কেন, বস্?' জিজ্ঞেস করল বেঁটে মুর। চালুহাত বলে কুখ্যাতি আছে তার। অনেকে বলে তার লক্ষ্য কখনও ফস্কায় না। মাথাটাও ঠাণ্ডা। তাকে রাখাই হয়েছে টাম্বলউইডের বাসিন্দাদের ভয়ে কাবু করে রাখার জন্য। কাজটা সুচারু ভাবেই করে সে। জুয়া খেলা নিয়ে গণ্ডগোলে গত সাত মাসে এপর্যন্ত তার হাতে তিনজন লোক মরেছে।

মুরের পিস্তলবাজির দক্ষতা আর হেক্টরের দানবীয় শক্তি ও রাগ–দুটো মিলে অপ্রতিরোধ্য একটা দলে পরিণত হয়েছে মুর-হেক্টর জুটি।

দু'জনকে খানিক দেখে নিল বিল রাইস, তারপর নিচু গলায় বলল, 'তৈরি থাকবে তোমরা দলের সবাইকে নিয়ে, এবার পিট মিলার্ডকে সরাতে কোনও ভুল করা চলবে না।'

বিকেল পর্যন্ত অফিসেই থাকল রাইস, তারপর ফিরল নিজের

প্রাসাদোপম বাড়িতে। মিটিঙের জন্য তৈরি হতে হতে বেজে গেল সাড়ে ছয়টা, তারপর বসার ঘরে এলো সে। পৌঁছে গেছে ডিয়ান রোডার ও অ্যান্ড্রিউ ট্রেযেডা, বসে আছে আরামদায়ক সোফায়। বসল বিল রাইসও। মিড মোরালেস এখনও আসেনি। ভ্রূ কুঁচকে উঠল রাইসের। ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল মিড মোরালেস। সুঠামদেহী লোক সে, শকুনের ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক, পাতলা ঠোঁট দুটো পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসে আছে।

হ্যাট খুলে সবাইকে দেখল মোরালেস, নিচু, খসখসে গলায় বলল, 'একটা কাজে আটকে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেল।'

'এতোই জরুরি কাজ?' বিরক্ত হয়েছে ডিয়ান রোডার। 'শেষ করে এসেছ, না আবার দৌড়াতে হবে?'

'শেষ করে এসেছি,' হাসল মিড মোরালেস। লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় ঝিলিক দিল তার সোনা বাঁধানো দাঁত।

'তা হলে মিটিং শুরু করা যাক,' চুরুট ধরিয়ে বলল অ্যান্ড্রিউ ট্রেযেডা।

জে এম্ রানশে পৌঁছে মনটা খারাপ হয়ে গেল পিটের। চারপাশে অবহেলার ছাপ। চাঁদের আবছা আলোয় পরিত্যক্ত করাল, বার্ন, বাঙ্কহাউস ভুতুড়ে লাগছে দেখতে। সব ভাঙাচোরা, পড়ো। রানশহাউসটা পাথরে তৈরি বলে এখনও মোটামুটি ভাল ভাবেই টিকে আছে। তারপরও অযত্নের ছাপ পরিষ্কার। দরজা-জানালার কবাট নেই একটাও। কে কবে খুলে নিয়ে গেছে কে জানে!

সামনের উঠানটা ঘন জঙ্গল এখন। পিটের মনে পড়ল,

এখানে হাঁটা শিখেছিল ব্র্যাড। এক ধারে ফুলের বাগান ছিল, এখনও ফুল আছে, তবে সেসব জংলী, বিষাক্ত ফুল। যারা রানশটা দেখাশোনার দায়িত্বে ছিল তারা টাকাই নিয়েছে শুধু, একটুও খেয়াল দেয়নি সম্পত্তি রক্ষায়। গত আঠারো বছরে বড় বড় সব গাছ জন্মেছে। ওগুলো থেকে দামি গাছ অনেক ক'টা কেটে নেয়া হয়েছে গোড়া থেকে। বিক্রি করে দেয়া হয়েছে নিশ্চয়ই। টাকাগুলো গেছে তত্ত্বাবধায়ক চারজনের পকেটে।

এতো বড় রানশহাউসে মাত্র একটা ঘর এখনও বসবাসযোগ্য রয়েছে। ওটাতেই আস্তানা গাড়ল পিট। মেঝেতে ব্ল্যাঙ্কেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ও মেঝেতে, ডানহাত পড়ে আছে পিস্তলের ওপর।

বাইরে থেকে মোমের আলো দেখে সাবধানে এগিয়ে গেল রে জনসন, দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল কে আছে ঘরে, তারপর ঢুকল। দরজার কাছে বসে পড়ল জো।

চোখ তুলে জনসনকে দেখল পিট, জিজ্ঞেস করল, 'শহরের অবস্থা কী বুঝলে?'

এক হাতে ধরা কোদাল, শাবল, কুড়াল দেয়ালের পাশে ঠেস দিয়ে রাখল জনসন। 'ভাল না।'

উঠে বসল পিট। তিক্ত হাসল। 'এগুলো কীসের জন্যে? ভাবছ সব ঝামেলা শেষ, এবার রানশটাকে বসবাসযোগ্য করে তুলবে?'

'অন্য কাজে এনেছি,' বলল জনসন।

'কী কাজে?'

'ঝর্নার উৎস খুঁড়ব বলে। হাতে যখন কোনও কাজ নেই,

তো বসে না থেকে দেখব সত্যিই সোনা পাওয়া যায় কি না।'

'ঠিক আছে,' সায় দিল পিট। 'কিন্তু শহরে কী জানলে বললে না তো?'

'পঁচিশজন গানম্যান ভাড়া করেছে ওরা। সেলুনে ঢুকে আরও খবরের আশায় ছিলাম, এমন সময় কয়োটিয নেস্টে যাদের পিটিয়েছিলাম তারা এসে ঢুকল। ঝামেলা করতে চাইনি, কাজেই কেটে পড়েছি।'

'শহরে তা হলে আর একা যাওয়া হবে না তোমার,' একটু চুপ করে থেকে বলল পিট। 'ওদের মুখে তোমার চেহারার বর্ণনা শুনেছে নিশ্চয়ই বাকিরা। ভাবছি একটা কাজ করা দরকার। আঙ্কল লুকাসকে খবর দিতে হবে। জানাব এখানে কী চলছে। ব্র্যাড আর স্যামকেও লোক জোগাড় করে আসতে বলব। অন্তত বিশজন লোক দরকার হবে আমাদের, নইলে ওদের সামনে দাঁড়াতেই পারব না। কালকে সকালে শহরে যাচ্ছি, তখন চিঠিটা পোস্ট করে দেব।'

'শহরে কীসের জন্যে?'

'বাবার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'ঠিক আছে,' খানিক কী যেন ভাবল রে জনসন, তারপর বলল, 'কিন্তু এখনই চিঠি দেয়ার দরকার নেই। তোমার আঙ্কল লুকাসকে চিন্তায় ফেলা হবে তা হলে। তোমার বাবার বন্ধুরা যদি সাহায্য করে তা হলে হয়তো লোক দরকার হবে না। এমনও হতে পারে এদিকের বিপদের কথা শুনে তোমাকে রানশ ছেড়ে চলে আসতে বলবেন আঙ্কল লুকাস। তাঁর কথা অমান্য করতে পারবে না তুমি, চলে যেতে হবে ইচ্ছের বিরুদ্ধে।'

'কথাটা ভেবে দেখিনি আমি,' বলল পিট। প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'রাতে খাবে না কিছু?'

'হুম।'

গরুর জার্কি দিয়ে অনেক কষ্টে রাতের খাওয়াটা সারল ওরা দু'জন। খাওয়া শেষে জনসন জিজ্ঞেস করল, 'ক'দিনের খাবার আছে আমাদের কাছে?'

'যা ছিল তা খেলাম একটু আগে,' বলল পিট। মৃদু হাসল।

'কিনে আনতে চেয়েছিলাম, পকেট খালি বলে পারিনি,' বলল জনসন। 'তবে চিন্তার কিছু নেই, রানশে যেরকম ঝোপঝাড় দেখলাম তাতে খরগোশের অভাব হবে না।'

'খরগোশ আছে, কিন্তু গুলি নেই বললেই চলে,' বলল পিট। 'খালি হাতে খরগোশ ধরবে কী করে?'

'আরও অনেক উপায় আছে,' হাসল জনসন।

এবার বুঝতে পারল পিট জনসন কী বলতে চায়। বেরিয়ে গেল ও ঘর ছেড়ে, একটু পর ফিরল একটা লাঠি হাতে। ওটার মাথা ছুরি দিয়ে চোখা করে ফেলেছে। 'এটাই তো বোঝাচ্ছিলে?'

মাথা নাড়ল জনসন। হাসছে। 'না। আমার চিন্তাভাবনা আরও অনেক উঁচু মানের। যা বানাব ওটা দিয়ে গরুও মারা যাবে।'

'লাঠির সামনে ছুরি বাঁধার কথা ভাবছ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'লাঠি দিয়েই খরগোশ মারা যাবে।'

'তা যাবে। কিন্তু বাড়তি অস্ত্র হাতে থাকা ভাল। অপেক্ষা করো, আমি একটা আসল বর্শা বানিয়ে আনি।' বেরিয়ে গেল

জনসন ঘর ছেড়ে, ফিরল পনেরো মিনিট পর, যত্ন করে তৈরি একটা বর্শা হাতে। ওটার মাথায় ধারাল ছুরির ফলা চকচক করছে। 'ঠিক মতো ছুঁড়তে পারলে বিশ ফুট দূর থেকেও মানুষ মারা যাবে।'

কথাটা উড়িয়ে দিতে পারল না পিট।

ছয়

রাত বারোটা বেজেছে একটু আগে। নিশাচরের দল শুধু জেগে আছে। না, একটু ভুল হলো। জেগে আছে পিট মিলার্ড ও রে জনসনও। ব্যস্ত হাতে কাজ করছে ওরা দু'জন। এখন শাবল চালাচ্ছে পিট। এরই মধ্যে পাঁচ ফুট একটা গর্ত তৈরি করে ফেলেছে জনসন। বৃথা যায়নি ওর পরিশ্রম। চার টুকরো সোনা পেয়েছে। ওজনে দু' ভরির বেশি। উৎসাহের সঙ্গে জনসনের কাছ থেকে শাবল চেয়ে নিয়ে এরপর কাজে লেগেছে পিট। মাটি খোঁড়ার বিরক্তিকর কাজ থেকে রেহাই পেয়ে জনসনও খুশি। এখন একটা চুরুট ধরিয়ে টানছে মাটিতে বসে। সতর্ক, যাতে আগুনটা রাতের আঁধারে দেখা না যায়।

'এর চেয়ে বড় নেশা বোধহয় নেই,' শাবল চালাতে চালাতে

বলল পিট। 'শুনেছি লোকের স্বর্ণজ্বর হয়। আমার তো মনে হচ্ছে আমারও ওরকম কিছু হয়েছে।' একটু বিরতি দিল সে, একটা সিগারেট ধরাল।

'যার যা নেশা,' বলল জনসন। 'মাতালকে তুমি যতো সোনাই দাও, তার দরকার মদ। সম্পত্তির লোভ যাদের, তাদের আবার মদের দরকার নেই।'

'ওরা আসবে?' প্রসঙ্গ পাল্টাল পিট।

'আসবে,' দৃঢ় শোনাল জনসনের কণ্ঠ। 'রাতের আঁধারে অপ্রস্তুত মানুষকে হত্যা করা সহজ। সুযোগটা ছাড়তে চাইবে না ওরা।'

কেটে গেল আরও কয়েকটা মিনিট। পিট আবার শাবল তুলে নিতে যাবে, এমন সময় ঝোপঝাপ ভাঙার মৃদু আওয়াজটা শুনতে পেল ওরা। সিক্সগান বেরিয়ে এলো জনসন ও পিটের হাতে। নিঃশব্দে একটা চতুষ্পদ ছুটে এলো জনসনের কাছে। জনসনের পাশে দাঁড়িয়ে গা ঘষল। বিপদের বার্তা নিয়ে এসেছে প্রভুভক্ত জো।

'চলো, যাওয়া যাক,' নিচু গলায় বলল রে জনসন।

ঝোপের মধ্যে শাবল নামিয়ে রাখল পিট, এবার দু'জন নামতে শুরু করল পাহাড় বেয়ে। নীচে নেমে হ্রদের তীরে চলে এলো ওরা। আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে কী করবে, কাজেই বাক্যব্যয় না করে পোশাক খুলে ফেলল। জো'র পিঠে কাপড়গুলো বেঁধে দিল জনসন, ইশারা করতেই রানশহাউস লক্ষ্য করে ছুটে চলে গেল কুকুরটা।

হ্রদ সাঁতরে পার হতে মিনিট দশেক লাগল ওদের। শীতে

কাঁপতে কাঁপতে রানশহাউসের পেছন দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। পোশাক পরে নিয়ে অস্ত্র হাতে তৈরি হয়ে গেল। এবার আসুক লোকগুলো।

বুদ্ধিটা জনসনের। হ্রদ সাঁতরে না এসে যদি সামনে দিয়ে ঢুকত তা হলে লোকগুলোর হাতে ধরা পড়ে যেত ওরা, মরতে হতো অ্যাম্বুশে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল। আসছে লোকগুলো। জো'র মাথায় আলতো চাপড় মারল জনসন, পিটের দিকে তাকাল। 'চলো, আতিথেয়তা করি গিয়ে।'

সামনের দরজা দিয়ে বের হলো ওরা, বারান্দার পাথরের তৈরি পিলারের আড়াল থেকে উঁকি দিল।

ওদের দেখেছে অগ্রসরমান দলটা, ঘোড়া থামাল। মোট সাতজন। তাদের পুরোভাগে আছে স্বয়ং মার্শাল নেড হিকার। বোকা বোকা চেহারা করে তাকিয়ে আছে লোকটা।

'এতো রাতে গরীবের বাড়িতে হাতির পা, মার্শাল?' টিটকারির সুরে জিজ্ঞেস করল পিট। ওর হাতের সিক্সগান দুটো চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। জনসনের হাতে একটা উইনচেস্টার রাইফেল। তবে প্রয়োজনে রাইফেল ফেলে মুহূর্তের নোটিসে সিক্সগান দুটোও বের করে ফেলতে পারবে সে। 'কবে তোমাকে আসতে দাওয়াত দিয়েছি ঠিক মনে পড়ছে না তো আমার!'

'আইনের শাসন বজায় রাখা আমার দায়িত্ব,' সামলে নিয়ে বলল নেড হিকার। 'এখানে সব ঠিক আছে কি না দেখতে এসেছি।' সঙ্গের লোকগুলোকে দেখাল সে। 'এরা আমার লোক।'

'এতো রাতে লোকজন নিয়ে এসেছ, কারণটা কী? ভেবেছিলে ঘুমের মধ্যে কাজ সেরে সরে পড়তে পারবে?'

'বাজে কথা বলবে না, পিট মিলার্ড!' ধমকে ওঠার চেষ্টা করল মার্শাল। 'আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করতে এসেছি।'

'দায়িত্বটা কী? আমাদের খুন করা?' অস্ত্র নাড়ল পিট। 'যাদের পা চাটছ তাদের কথা শুনে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ মারতে চলে এসেছ, তাই না?'

'মুখ সামলে কথা বলবে!' ফাঁকা গর্জন ছাড়ল নেড হিকার। 'তোমার সঙ্গের লোকটা কে তা জানো? ওর মাথার ওপর দু'হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কুখ্যাত এক আউট-ল ও। জানো, ওকে কাজে নেয়ায় তোমাকেও গ্রেফতার করতে পারি আমি?'

'করো পারলে,' কড়া শোনাল পিটের গলা। 'তোমার প্রভুদের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি তুমি নেবে বলে মনে হয় না। আবার যদি এখানে পা রাখো, হিকার, তবে জেনে রেখো, আগে গুলি করে তারপর জিজ্ঞেস করব কেন এসেছ।'

খানিক চুপ করে থাকল মার্শাল, তারপর ভয় কাটিয়ে বলল, 'আবার আসব আমি, পিট মিলার্ড। ভয় দেখিয়ে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখতে পারবে না তুমি আমাকে।' সঙ্গীদের হাতের ইশারা করল সে। 'চলো, এদিকে সব ঠিকই আছে, যাওয়া যাক।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল লোকগুলো, দ্রুত বেরিয়ে গেল রানশের গেট দিয়ে।

সকাল পর্যন্ত পালা করে পাহারা দিল রে জনসন ও পিট। সকালে নতুন বানানো বর্শা দিয়ে খরগোশ শিকার করে নাস্তা সারল, তারপর রওনা হলো শহরের দিকে।

শহরের বড় রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে চারপাশে দেখছে ওরা। দু'জনই আসন্ন গোলমালের জন্য প্রস্তুত। অনেকেই কৌতূহল নিয়ে তাকাচ্ছে ওদের দু'জনের দিকে। তারা জানে, এদের হত্যা করার জন্য লোক ভাড়া করেছে প্রভাবশালী একটা চক্র। ভাবছে, শহরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের বিরুদ্ধে কী করতে পারবে এরা!

বাঁক নিল দু'জন, থামল হার্ডওয়্যার স্টোরের সামনে। হিচর‍্যাকে ঘোড়া বেঁধে ভেতরে ঢুকল ওরা। ওরা ছাড়া আর কোনও খদ্দের নেই। মালিক বসে আছে কাউন্টারের পেছনে। বয়স সত্তরের কম হবে না। চোখে পুরু কাঁচের চশমা।

বুট জুতোর আওয়াজ পেয়ে ফিরে তাকাল মালিক। ভ্রূ কুঁচকে উঠতে দেখে বোঝা গেল চশমা পরেও ভাল দেখতে পায় না সে।

সামনে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল পিট, বলল, 'আঙ্কল জুলিয়াস, আমি পিট। পিট মিলার্ড। তোমার বন্ধু জোসেফ মিলার্ডের বড় ছেলে।'

কী শুনেছে তা যেন ঠিক বুঝতে পারেনি জুলিয়াস আরডাইস, তারপর কাউন্টারের ওপার থেকে ঝুঁকে পিটকে জড়িয়ে ধরল সে। 'চিনতে পেরেছি! এখন চিনতে পেরেছি। ঠিক মায়ের মতো হয়েছ তুমি, পিট। ভাল আছো তো? ব্র্যাড? ব্র্যাড কেমন আছে?'

'আমরা সবাই ভাল,' বলল পিট। 'তুমি কেমন আছো, আঙ্কল? আন্টি?'

'মারা গেছে ও,' মুহূর্তের জন্য ছায়া ঘনাল বৃদ্ধের চেহারায়। 'অনেকদিন হলো আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি একাই বেঁচে আছি। বয়স হয়েছে, নানারকম রোগবালাই ধরেছে।'

'দুঃখিত,' বলল পিট। 'জানতাম না আন্টি নেই।'

'সবাইকেই যেতে হয়,' দীর্ঘশ্বাস চাপল বৃদ্ধ। 'আমারও তো সময় হয়ে এলো।' পিটের দীর্ঘদেহী সঙ্গীর দিকে তাকাল সে। 'তুমিই তো পরশু রাতে এসেছিলে?'

'হ্যাঁ।' ক্ষণিক আলাপ, তারপরও বৃদ্ধ ওকে মনে রেখেছে দেখে অবাক হলো জনসন।

দোকানের ভেতর দিয়ে উঠে যাওয়া সিঁড়ি দেখাল জুলিয়াস আরডাইস। 'ওপরে গিয়ে বসো। আমি দোকান বন্ধ করে আসছি। একসঙ্গে আজকে লাঞ্চ করব আমরা।'

কথাগুলো এতোই আন্তরিকতার সঙ্গে বলা হয়েছে যে আপত্তি করতে পারল না পিট। বৃদ্ধ মানুষটাকে কষ্ট দেয়া হবে তা হলে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ও আর রে জনসন। পেছনে আসছে জো।

বসার ঘরটা একেবারেই অগোছাল। মেঝেতে বইপত্র পড়ে আছে অ্যাশট্রের ছাইয়ের মাঝে। টেবিলক্লথ মুচড়ে ফেলে রাখা হয়েছে এক ধারে। কয়েকটা ফুলদানী উল্টে গেছে। ওগুলোর তাজা ফুলগুলো ছিঁড়েছে কে যেন। দোকানের ভেতরটা এতো সাজানো অথচ বাসগৃহ এতো অগোছাল কেন তা বুঝতে পারল না পিট। রিচির কী হলো? রিচি নামের একটা ছেলে ছিল না

আঙ্কল আরডাইসের? সে কোথায়? বৃদ্ধ বাপের কাছ থেকে আলাদা থাকে? বসল ও কাউচে। জনসনও বসেছে। জনসনের প্যান্টের পায়া মুখে পুরে টানাটানি করছে জো। বুঝিয়ে দিচ্ছে ওর খিদে লেগেছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়ায় আপাতত শান্ত হলো।

একটু পর চলে এলো জুলিয়াস আরডাইস। দরজা পেরিয়েই থমকে দাঁড়াল সে। ঘরের ভেতর ঘুরছে তার দৃষ্টি। বলল, 'শয়তান দুটোর কাণ্ড দেখেছ? কী যে করি এদের নিয়ে!'

কাদের কথা বলা হচ্ছে বুঝতে না পেরে অবাক চোখে তাকাল পিট ও জনসন। বৃদ্ধ কি ভাবছেন ওরাই ঘর তছনছ করেছে?

'আমার নাতি দুটো,' ওদের বিস্ময় দেখে হাসল জুলিয়াস আরডাইস। 'ওদের জ্বালায় আর পারি না। ঘরের কী অবস্থা করেছে দেখেছ!' পিটের পাশে বসল সে। 'রিচির কথা মনে আছে তোমার, পিট?'

'নিশ্চয়ই। কোথায় ও?'

'আছে। আমার সঙ্গেই থাকে। বিয়ে করেছে। দুটো যমজ বাচ্চাও হয়েছে। বেড়াতে গেছে, নইলে তোমাদের দেখা হয়ে যেত।' জনসনের দিকে তাকাল হার্ডওয়্যার স্টোরের মালিক। 'পিটের বন্ধু তুমি?'

উত্তরটা পিটই দিল। 'হ্যাঁ, আঙ্কল, ও আমার বন্ধু। ও না থাকলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতাম আমি।' কয়োটিয নেস্টে কী ঘটেছিল সংক্ষেপে জানাল পিট বৃদ্ধকে।

'তা হলে গত পরশু রাতে মিথ্যে বলেছিলে কেন?' পিট

থামতেই জনসনকে প্রশ্ন করল বৃদ্ধ।

কী জবাব দেবে ভেবে পেল না জনসন। মুখটা লালচে হয়ে উঠল তার। উদ্ধার করল ওকে পিট। 'আমিই ওকে মিথ্যে বলতে বলেছিলাম, আঙ্কল। আপনি তো জানেন এখানে কী চলছে।'

'তা জানি।' গম্ভীর হয়ে গেল বৃদ্ধ জুলিয়াস আরডাইসের চেহারা। 'বিরাট ঝুঁকি নিয়েছ তুমি এখানে এসে। বুড়ো হয়ে গেছি, নইলে এই বিপদে ঠিকই আমি অস্ত্র হাতে তোমার পাশে দাঁড়াতাম।'

দরজায় ধাক্কার আওয়াজ হলো। চট্ করে পিট আর জনসনের হাত চলে গেল অস্ত্রের পাশে। 'ফিরেছে তা হলে ওরা,' বলল বৃদ্ধ। 'রিচি ফিরে এসেছে বউ-বাচ্চা নিয়ে। বসো তোমরা, এক্ষুনি খাবার দেবে আমাদের রিচির বউ।' দরজা খুলে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করতে করতে ঢুকল পিচ্চি দুটো ছেলে। জোকে দেখে খুশিতে লাফালাফি জুড়ে দিল। দেখা গেল জো'রও ওদের খুব পছন্দ হয়েছে। বিনা আপত্তিতে নিজের পিঠে চড়তে দিল ও ছেলে দুটোকে।

খানিক পর খাবার দেয়া হলো। খেতে খেতে চলল অতীতের গল্প। রিচি কথা কম বলে, তবে মানুষটা বাবার মতোই নিখাদ। পরিস্থিতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দিল সে অল্প কথায়।

বিকেলে জনসন ও পিট যখন বিদায় নিল তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে সূর্য। শহরের রাস্তার দু'ধারে অনেক আগে লাগানো হয়েছিল সিডার ও ইউক্যালিপ্টাস গাছ, বড় হয়ে গেছে এখন। মৃদু বাতাসে লেবুর গন্ধ ছড়াচ্ছে ইউক্যালিপ্টাসগুলো। একটা চুরুট ধরাল জনসন। জেনারেল স্টোরের সামনে থামল পিট।

জনসন কৌতূহলী চোখে তাকানোয় বলল, 'এক জোড়া মোজা কিনতে হবে। তোমার লাগবে কিছু?'

মাথা নাড়ল জনসন। 'না।' পারতপক্ষে কোনও দোকানে ঢোকে না সে। ছেলেদের কেনাকাটা যদিও বা সহ্য হয়, কিন্তু মেয়েদের দীর্ঘমেয়াদী শপিং দেখলে গায়ে জ্বর আসে ওর।

জনসন স্যাডল থেকে নামবে না বুঝে সাইক্লোনকে হিচর্যাকের সামনে দাঁড় করিয়ে দোকানে ঢুকল পিট। ক্লার্ককে দেখে বলল, 'উলের মোজা দরকার। গরম হওয়া চাই।'

'রং?' জানতে চাইল ক্লার্ক।

কাঁধ ঝাঁকাল পিট। 'একটা হলেই হয়।'

দোকানের পেছনের ঘরে চলে গেল ক্লার্ক ফরমায়েস মতো জিনিস আনতে। কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল পিট। ঠিক তখনই পেছনে কার যেন উপস্থিতি টের পেল। অস্বস্তি বোধ করে ফিরে তাকাল ও। সে-রাতে ঝর্নার ধারে যে-মেয়েটিকে দেখেছিল, সেই মেয়েটি হাজির হয়েছে দোকানে। তবে এখন তাকে দেখতে আরও সুন্দরী লাগছে। ওর দিকে মনোযোগ না দিয়ে কাউন্টারের ওপাশের শো-কেসে কী যেন খুঁজছে মেয়েটি। আনমনা ভাবটা দেখে বুকের ভেতর কী যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল পিটের। মানবী এতো সুন্দর হয়? মোমের আলোয় কোমর ছাড়িয়ে যাওয়া দীর্ঘ চুলগুলো সোনার মতো চিকচিক করছে। কোমল চেহারায় অদ্ভুত লালিমা। পরনে সাধারণ একটা নীল ফ্রক, কিন্তু ওটাই অসাধারণ লাগছে এখন। কতো হবে মেয়েটির বয়স? বাইশ? তেইশ? বড়জোর।

আগন্তুক ওর দিকে তাকিয়ে আছে টের পেয়েই ফিরে তাকাল

মেয়েটি, সঙ্গে সঙ্গে রক্তিম হয়ে উঠল গাল দুটো। চিনেছে পিটকে। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর দ্রুত পায়ে রওনা দিল দরজার দিকে। দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দেরি না করে পাশ কাটাল পিট মেয়েটির, পথরোধ করে দাঁড়াল। 'একটু দাঁড়াও। পালাচ্ছ কেন? কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কীসের কথা?' ভ্রূ কুঁচকে পিটকে দেখল তরুণী। 'চিনি না আমি তোমাকে। অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলব না। পথ ছাড়ো!'

'শোনোই না! আসলে সে-রাতে··· হয়েছিল কী··· তুমি··· আমি···' থতমত খেয়ে গেছে আসলে পিট, মনের কথা মুখে আসছে না দেখে নিজের ওপরই রেগে যাচ্ছে। 'দেখো মেয়ে, আমি তোমাকে··· ভুল বুঝো না···'

কাঁধের ওপর একটা থাবা অনুভব করল পিট। বোধহয় জনসন ঢুকেছে দোকানে। ওদিকে মনোযোগ দিল না ও। রোখ চেপে গেছে, মেয়েটিকে ও বুঝিয়ে দেবে আসলে ওর কোনও দোষ নেই। আসলে আচমকা মেয়েটিকে দেখে ওর হৃদয়···পিঠে জোর এক ধাক্কা খেয়ে মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাতে বাধ্য হলো পিট।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল এ সেই কান খোঁচানো প্রকাণ্ডদেহী লোকটা। শেরিফের অফিস থেকে বের হতেই ঝামেলা করতে চেয়েছিল যে। সঙ্গে বেঁটেখাটো গানম্যানও আছে।

'আবার তা হলে দেখা হলো!' বড় বড় হলদেটে দাঁত বের করে নিষ্ঠুর হাসল বিশালদেহী লোকটা। 'কাজটা মোটেই ভাল করোনি। মেয়েদের সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলতে গেছ। আমরা

না থাকলে হয়তো জড়িয়েও ধরতে। আমি তো বলব···'

'হেক্টর!' দ্রুত ডাকল তার বেঁটে সঙ্গী। নিচু গলায় বলল, 'এখানে কিছু করা যাবে না। মিস রাইস ভয় পাবে।'

'অ্যাঁ? তাই তো!' চট্ করে একবার তরুণীকে দেখে নিয়ে পিটের আপদমস্তকে চোখ বোলাল দানব। খপ্ করে পিটের কলার ধরে জোর কয়েকটা ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'সাহস থাকলে রাস্তার উল্টোপাশের সেলুনে এসো, তখন দেখব কীরকম বাপের ব্যাটা তুমি।' মেয়েটির দিকে তাকাল সে, দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা। 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি, মিস রাইস।'

'কোনও দরকার নেই,' তাকে পাশ কাটিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল তরুণী।

তার পিছু নিয়ে বের হলো হেক্টর এবং মুর। দরজার কাছে জনসনকে পাশ কাটাল তারা। ভাব করল যেন দেখেও দেখেনি।

'সেলুনে যাওয়া উচিত হবে না তোমার,' পিটের চেহারায় ক্রোধ দেখে বলল জনসন। 'সুযোগের অপেক্ষায় আছে লোকগুলো। ওখানে ন্যায্য লড়াই হবে না। ওদের পঁচিশজনের বিরুদ্ধে মাত্র দু'জন আমরা। যদি এখন ঢুকি তা হলে কোনও সুযোগই পাব না। যেতে তো তোমাকে হবেই, নইলে সবাই কাপুরুষ বলবে। যাবে তুমি, কিন্তু যাবে নিজের পছন্দ করা সময়ে।'

ঠিকই বলেছে জনসন। আপাতত অপমানটা সহ্য করে যাওয়াই ভাল। কাঁধ ঝাঁকাল পিট, ক্লার্ক চলে এসেছে মোজা নিয়ে, তার কাছ থেকে ওগুলো নিয়ে দাম মিটিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। রওনা হয়ে গেল ওরা, খানিকটা যাওয়ার পর জনসন

জিজ্ঞেস করল, 'চেনো নাকি মেয়েটিকে? পরিচিত?'

'না। সেরাতে তুমি যখন শহরে রেকি করতে এলে তখন গোসল করতে গিয়ে ঝর্নায় দেখি ওকে, গোসল করছিল।'

'আচ্ছা?' হাসি-হাসি হয়ে গেল জনসনের চেহারা। পিটের বুঝতে দেরি হলো না পরিস্থিতিটা কেমন ছিল তা কল্পনায় দেখছে ওর বন্ধু। জনসনের হাসিমুখ দেখে নিজেও না হেসে পারল না পিট। খুলে বলল কী ঘটেছিল।

'ঠিক সময় মতো সেলুনে যাব আমরা,' আগের প্রসঙ্গ টেনে বলল জনসন। 'যখন ওরা ফাঁদ পেতে অপেক্ষায় থাকবে না।'

সন্ধ্যা নামার বেশ পরে সেলুনটার বাইরে এসে ঘোড়া থেকে নামল ওরা দু'জন। হাঁটাচলার ঢিলেঢালা ভাব দেখে মনে হবে কাজ শেষে ফুর্তি করতে এসেছে। ইতিমধ্যে রসদ কেনা হয়ে গেছে ওদের। এবার আসল কাজে সেলুনে ঢুকল।

বাড়ি-ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। দোকানপাট এখনও খোলা। লণ্ঠনের হলদে আলোতে কেনাবেচা হচ্ছে।

সেলুনের ভেতরে হেক্টর বা মুর নেই। বোধহয় অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে চলে গেছে। তবে আসবে তারা। ইতিমধ্যেই কয়েকজন চলে গেছে খবর দিতে।

কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জনসন। পিট সামনেই একটা টেবিলে বসা। দু'জনই ওরা ব্যাটউইং দরজার দিকে তাকিয়ে আছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, খুলে গেল ব্যাটউইং ডোর, ভেতরে ঢুকল হেক্টর। তার পেছনেই আছে মুর। সঙ্গে আরও দু'জন। দেখলেই বোঝা যায় নীচ, বদমাশ লোক।

পিটের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল হেক্টর, ঠোঁটে গা জ্বালানো টিটকারির হাসি। অন্যরা ছড়িয়ে অবস্থান নিল।

রাগ এখনও পড়েনি পিটের, পছন্দের মেয়েটির সামনে ওকে হেয় করা হয়েছে এটা ভুলতে পারছে না। চেয়ার ছেড়ে মারমুখি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। জনসনের সাবধানী গলা শুনতে পেল: 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, পিট।'

সতর্কবাণীটা বৃথা গেল না, চেহারা থেকে রাগের ছাপ অদৃশ্য হলো পিটের, পাল্টা টিটকারির হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। সরাসরি হেক্টরের চোখে চেয়ে আছে ও। 'কীভাবে লড়তে চাও, অস্ত্র দিয়ে, না খালি হাতে? তোমার ইচ্ছে অনুযায়ীই হোক লড়াইটা।'

বলে কী! ক্ষণিকের জন্য হতবাক হয়ে গেল হেক্টর। নিজের হাতের দিকে একবার তাকাল। এই হালকা-পাতলা মেয়েলি চেহারার ছোকরা তার সঙ্গে খালি হাতে লড়তে চায়? কারণটা কী?

'খালি হাতে,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল সে। 'খালি হাতে পিটিয়ে মারতেই আমার বেশি ভাল লাগে। লড়াই হবে কিন্তু ফ্রি স্টাইলে।'

জবাব দিল না পিট, কোনও আপত্তি করল না। গানবেল্ট ও হোলস্টার খুলে জনসনের দিকে ছুঁড়ে দিল। ওগুলো লুফে নিল জনসন।

এদিকে কথাটা শেষ করেই আক্রমণে গেছে হেক্টর, পিটকে কোনও রকমের প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই। তার প্রথম ঘুসিটা পড়ল পিটের চোয়ালে। ছিটকে পড়ে গেল পিট টেবিলের ওপর। পাথরের মেঝেতে পড়ে ঝনঝন করে ভাঙল গ্লাস-বোতল।

চোখের সামনে অন্ধকার দেখছে ও। রক্তহিম করা একটা হুঙ্কার শুনতে পেল, জো রেগে গেছে পরিচিত মানুষকে আক্রান্ত হতে দেখে।

বেল্ট টেনে ধরে জোকে থামাল জনসন। লড়াইটা পিট ও হেক্টরের, এতে আর কারও অংশ নেয়ার উপায় নেই।

হেক্টরের একটা সবুট পা পেট বরাবর নেমে আসতে দেখল পিট। গড়িয়ে সরে যাবার সময় পেল না, তবে পেটের পেশি শক্ত করে ফেলল ও। পাঁজরের নীচে পড়ল লাথিটা। মুখ দিয়ে ব্যথার অস্ফুট আওয়াজ বের হলো পিটের। হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল ও, তারপর দু'হাতে পেট চেপে ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। পা দুটো ওর সহায় হলো না। হুড়মুড় করে আবার পড়ে গেল মেঝেতে।

আরেকটা লাথি আসছে ওর মাথা লক্ষ্য করে। ঝট্ করে মাথা সরিয়ে নিল পিট। একটুর জন্য লাথিটা লাগল না। মুখের পাশে বাতাসের স্পর্শ পেল পিট। এদিকে লাথি জায়গামতো না লাগায় ভারসাম্য হারিয়েছে হেক্টর। সামনে ঝুঁকে এলো। একটা পা এখনও শূন্যে। খপ করে ওটা ধরল পিট, গায়ের জোরে টান দিল এক পাশে। কাত হয়ে পাশের টেবিলের ওপর পড়ে গেল হেক্টর। ওখান থেকে মেঝেতে। টেবিলটা পড়ল তার মাথার ওপর। কপালে ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল লোকটা। মাথা ঝাড়া দিল ভেজা কুকুরের মতো। ঠিক তখনই পিটের ঘুসি খেল সে থুতনিতে। উঠে বসছিল, ধড়াস করে পড়ে গেল আবার।

হতভম্ব হয়ে গেল সেলুনের সবাই। এর আগে হেক্টরকে কখনও মার খেতে দেখেনি তারা। তা-ও দানবের মতো লোকটা

মার খাচ্ছে অর্ধেক আকারের এক যুবকের কাছে!

ছড়িয়ে থাকা তিনজনের হাত চলে গেল সিক্সগানের কাছে। 'হুহ্!' গম্ভীর গর্জন শুনতে পেল তারা। সেদিকে তাকিয়ে দেখল চোখ গরম করে লড়াই দেখছে বিরাট কুকুরটা। ওদিকে দু'হাতে দুটো সিক্সগান নিয়ে তাদের দিকেই নিষ্পলক চেয়ে আছে পিটের সঙ্গী। অস্ত্রের কাছ থেকে আস্তে করে হাত সরিয়ে নিল তারা।

মেঝে থেকে উঠে পড়েছে পিট, তৈরি হয়ে গেছে। উঠল হেক্টরও। উঠেই ঝাঁপ দিল পিটের ওপর। কিন্তু আগের জায়গায় নেই পিট, লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে একটা টেবিলের ওপর। এখন আর হেক্টরের নিজেকে সামলানোর কোনও উপায় নেই। বুক ডন দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নামাল সে শূন্যেই। কিন্তু দেহের ভর রাখতে পারল না হাত দুটো, ধুপ করে পড়ল সে মেঝেতে। থ্যাচ করে একটা আওয়াজ হলো। পাথুরে মেঝেতে লেগে ভেঙে গেছে হেক্টরের নাক।

হেক্টর বুট দিয়ে লাথিয়ে ওকে খুন করতে চেয়েছিল সেটা ভোলেনি পিট, সুযোগ পেলে লোকটা যে ওকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করত এতেও কোনও সন্দেহ নেই, কাজেই একই পদ্ধতি অনুকরণ করল পিট। লাফ দিল ও টেবিলের ওপর থেকে। পড়ল হেক্টরের বিরাট মাথার ওপর। একবার 'বাপরে!' বলে উঠল দানবটা, পরক্ষণেই জ্ঞান হারাল।

বদ্ধ ঘরে গুলির আওয়াজটা প্রচণ্ড জোরাল শোনাল। চমকে ফিরে তাকাল পিট। সেলুনের কোনায় দাঁড়ানো এক লোক তার কাঁধ চেপে ধরেছে অন্য হাতে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে তার। ফোঁপাচ্ছে লোকটা ব্যথায়। ফ্রি স্টাইল লড়াইতে

পিট জিতে যাচ্ছে বুঝে অস্ত্র বের করতে গিয়েছিল, জনসনের গুলিতে আহত হয়েছে।

পাশে দাঁড়িয়ে জনসনের কাছ থেকে গানবেল্ট ও হোলস্টার নিয়ে পরে ফেলল পিট, এবার দু'জনই সাবধানে দরজার দিকে পা বাড়াল। অস্ত্রের মুখে রেখেছে মুর ও তার সঙ্গীকে। ব্যাটউইং পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো দু'জন। বাইরে ছোটখাটো কয়েকটা জটলা সৃষ্টি হয়েছে। কী ঘটেছে তা জানতে এসেছে এখানে। প্রায় প্রতিদিনই মারামারি হয় শহরে, তারপরও কৌতূহল। জনসন ও পিট অস্ত্র হাতে সেলুন থেকে বের হয়ে আসায় সামান্য সরে ওদের পথ করে দিল তারা।

দেরি না করে ঘোড়ায় চাপল পিট ও জনসন, রওনা হয়ে গেল। শহর ছাড়িয়ে আসার পর গতি বাড়াল আরও। মার্শাল লোকটা ঝামেলা করতে পারে। হেক্টরদের সঙ্গীরাও হতে পারে বিপদের কারণ। শহরে সময় নষ্ট করা উচিত হতো না।

পথে দু'জনের মধ্যে খুব একটা কথা হলো না। তবে রানশহাউসের কাছাকাছি গিয়ে ঘোড়া থামাল জনসন। পিটও সাইক্লোনকে থামিয়ে ফেলেছে। জনসনের দিকে তাকাল ও। 'কী বুঝছ?'

'রানশহাউসেই আস্তানা গেড়েছে,' জবাবে বলল জনসন।

পাথরের তৈরি বাড়িটার উঠানে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে আগুন জ্বালা হয়েছে। সেই লালচে আভায় বেশ কয়েকজনের মাথা দেখতে পাচ্ছে ওরা।

'ক্যানিয়ন হয়ে উল্টোদিক দিয়ে ঢুকতে হবে,' নিচু গলায় বলল পিট। আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল জনসন।

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে হাঁটার গতিতে এগোল ওরা, তারপর যখন বুঝল খুরের আওয়াজ লোকগুলোর কানে যাবে না তখন গতি বাড়াল।

ক্রীকটা পেরোতে হলো ক্যানিয়নে ঢোকার জন্য। এঁকেবেঁকে রানশের দিকে গেছে ক্যানিয়ন। কোথাও কোথাও অতিরিক্ত সরু, ফলে একজন একজন করে পার হতে হলো ওসব জায়গা। কিছুক্ষণ পর শেষ হয়ে গেল ক্যানিয়ন, সামনে ইউক্যালিপ্টাস ও সিডারের ঘন জঙ্গল। বাতাসে লেবু-লেবু সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে ইউক্যালিপ্টাস।

ঘোড়া থেকে নামল ওরা দু'জন, গাছের সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে সাবধানে এগোল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। খানিক এগোতেই আগুনটা চোখে পড়ল। ওদের দিকে পেছন ফিরে বসে আছে লোকগুলো। থমকে দাঁড়াল জনসন। পিট গলা চড়াল: 'তোমরা যারাই হও, মাথার ওপর হাত তোলো, নইলে খুন হয়ে যাবে। মাথার ওপর হাত তুলে এদিকে ফেরো।'

আর সবার আগে লালচে চুলওয়ালা এক লোক ঘুরে দাঁড়াল। মাথার ওপর হাত তুলে রেখেছে সে।

অবাক হলো পিট। 'রিচি! তুমি!' অস্ত্র হোলস্টারে পুরে ডাকল ও, 'জনসন, চলে এসো।' আরেকবার অবাক হলো ও। পেছন থেকে এলো না জনসন, বেরিয়ে এলো উল্টোদিকের ঝোপ ঠেলে। পাশে নিঃশব্দ ছায়ার মতো জো।

'সর্বনাশ!' নিচু গলায় বলল রিচি, 'ভাল ফাঁদেই আটকা পড়েছিলাম! তোমাদের বদলে আর কেউ হলে তো...' কথাটা শেষ করল না সে।

আগুনের ধারে এসে দাঁড়াল পিট, বলল, 'তুমি এখানে, রিচি? ব্যাপারটা কী?'

'তোমরা চলে যাবার পর আঙ্কল রস আর ট্রেইসি এসেছিল আমাদের ওখানে,' বলল রিচি। 'বাবার মুখে সব শুনে দু'জন আলোচনা করল। পরে তিনজনই একমত হলো, গতরাতের মতো আবার হয়তো ফিরে যাবে না লোকগুলো। আবার আসতে পারে। এবার এলে আগের চেয়ে অনেক সতর্ক থাকবে তারা। তোমরা মাত্র দু'জন, তাই সুবিধে পাবে অনেক বেশি। আমাকে বলল যাতে লোক জোগাড় করে এখানে চলে আসি। এসেছি খানিকক্ষণ হলো। তারপর তো বেকায়দা অবস্থায় ধরা পড়লাম।' একটু থেমে বলল রিচি, 'আমরা এসেছি একটা শর্টকাট পথে। পথটা তোমাদেরও চিনে রাখা দরকার। পরে চিনিয়ে দেব।'

'কী বলে ধন্যবাদ দেব তোমাদের আমি জানি না,' আন্তরিক স্বরে বলল পিট। 'আজ রাতে আবারও আসতে পারে লোকগুলো। আসার সম্ভাবনাই বেশি। শহরে ওদের বেশ কয়েকজনকে খেপিয়ে দিয়ে এসেছি আমরা দু'জন।'

'কী ঘটেছিল?' কৌতূহল প্রকাশ করল রিচি।

সংক্ষেপে সেলুনে কী ঘটেছে খুলে বলল পিট।

'দারুণ!' আন্তরিক হাসল রিচি। 'নিজেকে লোকটা কী ভাবত তা ও-ই জানে। এবার মাটিতে পা পড়বে।' হাতের ইশারা করল সে। 'এসো, সবার পরিচয় করিয়ে দিই।'

পরিচয়ের পালা চুকলে সবাইকে একটা করে সিগারেট বানিয়ে দিল পিট। জনসনও বাদ গেল না। বারান্দার পিলারে

হেলান দিয়ে পিট ভাবল, এখন আর অসহায় নয় ও। এখানে যারা আছে প্রত্যেকেই তারা ওর শুভাকাঙ্ক্ষী, জান দিয়ে লড়বে ওর জন্য। বিরুদ্ধে যারা আছে তাদের লোক ভাড়া করা। মরার ভয় আছে দেখলে কেটে পড়বে তারা। হ্যাঁ, এখন ভাল একটা অবস্থানে আছে ও। কৃতজ্ঞ বোধ করল উপকারী মানুষগুলোর প্রতি।

কাঁধের ওপর কারও হাতের স্পর্শে ফিরে তাকাল পিট। রিচি এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। নরম গলায় বলল, 'চিন্তা কোরো না, যাদের এনেছি তারা প্রত্যেকে খাঁটি লোক। একবার যখন তোমার পক্ষ নিয়েছে তো জান দিয়ে লড়বে। জীবন থাকতে পিছু হটবে না।'

'জানি। আমি সত্যি কৃতজ্ঞ,' গলাটা ধরে এলো পিটের।

'কৃতজ্ঞ হবার কোনও কারণ ঘটেনি তোমার, পিট,' মৃদু হাসল রিচি। 'আমরা কৃতজ্ঞ। অনেক দিনের এমন একটা ঋণ শোধের চেষ্টা করছি আমরা, যে-ঋণ আসলে কখনও শোধ হবার নয়।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল পিট।

রিচি বলল, 'তুমি তখন জন্মাওনি। আঙ্কল মিলার্ড সবে এসেছে এখানে। তখন শহরের একমাত্র ব্যাঙ্কটা লুঠ করল একদল ডাকাত। সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসল অনেকগুলো পরিবার। সেই দুঃসময়ে বিনা দ্বিধায়, বিনা স্বার্থে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল জোসেফ মিলার্ড নামের এক উদার, মহৎ মানুষ। টাকা দিয়ে, লোক দিয়ে দুস্থ পরিবারগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল মানুষটা। সেদিন ওই সাহায্য না পেলে টাম্বলউইড

নামের কোনও শহরের অস্তিত্বও থাকত না। আর আজ যে চারজন তোমার সম্পত্তি কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র করছে, তারাও ছিল ওই দুস্থ পরিবারগুলোর মধ্যে।'

রিচির কথাগুলো শুনছে পিট, কিন্তু ওর মন পড়ে আছে আরেকখানে। ওই মিষ্টি চেহারার স্বর্ণকেশী কে? নামটা তো এখনও জানা হলো না! আবার কবে দেখা হবে ওর সঙ্গে? মাথা থেকে জোর করে মেয়েটির চিন্তা দূর করল ও।

রাতের খাওয়াটা আগুনের ধারে বসে একসঙ্গে সেরে নিল ওরা। ঠিক করেছে রাতে পাহারা দেবে। এখন থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবার আগে পর্যন্ত সতর্কতায় কোনও রকমের কোনও ঢিল দেয়া যাবে না।

আস্তে আস্তে মাঝরাত পার হলো। রিচির সঙ্গে আসা চারজনের এপাশ ওপাশ করার খসখস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে পিট। টের পাচ্ছে জেগে আছে জনসন ও রিচিও। ওরা জানে, এই এতো রাতেও টাম্বলউইডে ওদেরই মতো করে জেগে আছে আরও বেশ কয়েকজন। আক্রমণ শানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।

ধীরে ধীরে কেটে গেল আরও আধঘণ্টা, তারপর নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল জো। জনসনের পাশে চলে গেল বিশ্বস্ত জন্তুটা, নাক দিয়ে গুঁতো মারল মনিবের হাতে। আস্তে করে উঠে বসল জনসন। নিচু গলায় বলল, 'গেটের কাছে এসে পড়েছে ওরা।'

রিচির সঙ্গে আসা চারজন বেরিয়ে চলে গেল বাইরে। দু'জন অবস্থান নিল বাঙ্কহাউসের কাছে, অন্য দু'জন উল্টোদিকের ঝোপের মধ্যে। রে জনসন উইনচেস্টার হাতে চলে গেল ছাদের ওপর। ওখান থেকে প্রয়োজনে কাভার দেবে ওই চারজনকে।

ঘরের দুই জানালার পাশে দাঁড়াল পিট ও রিচি। সবাই ওরা প্রস্তুত।

খুরের শব্দ এগিয়ে আসছে। এবার দেখা গেল অশ্বারোহীদের। সংখ্যায় তারা তেরো-চোদ্দোজন। উঠানে এসে ঘোড়া থামাল তারা, ঘোড়া থেকে নেমে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। আগের মতোই তাদের নেতৃত্বে আছে মার্শাল। স্যাডল থেকে নামেনি সে। আরও কয়েক পা সামনে বাড়াল ঘোড়াটাকে, তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল, 'পিট! পিট!'

সাড়া নেই কোনও।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, পিট?' উত্তেজনায় কাঁপছে মার্শালের গলা। 'পিট! রে জনসনকে নিয়ে বেরিয়ে এসো!'

'তোমাকে না আমি এই রানশের ছায়া মাড়াতে নিষেধ করেছি,' বিরক্ত স্বরে বলল পিট। জানালার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে লোকগুলোর ছড়িয়ে পড়া। 'ভাগো, হিকার!'

'আমি তোমাদের গ্রেফতার করতে এসেছি,' বলার ভঙ্গিতে মনে হলো সুসংবাদ দিচ্ছে নেড হিকার।

'গ্রেফতার করতে এসেছ? কেন?'

'তুমি মাতাল হয়ে মিস্টার হেক্টরকে আহত করেছ, সেজন্যে। আরেকটা কারণ, রে জনসন গুলি করে হ্যালির কাঁধের হাড় ভেঙে দিয়েছে। গ্রেফতার করতে এ দুটো অভিযোগই যথেষ্ট। জেনে রাখো, রে জনসনের মাথার ওপর জীবিত বা মৃত দু' হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে টাম্বলউইডের নাগরিক কমিটি। আউট-ল ঘোষণা করা হয়েছে তাকে। একজন আউট-লকে আশ্রয় দিয়েছ তুমি, এটাও একটা বড় অপরাধ।'

'মার্শালের চাকরি ছেড়ে বাউন্টি হান্টারের কাজ শুরু করেছ কবে থেকে?' টিটকারির সুরে জিজ্ঞেস করল পিট। 'আর নাগরিক কমিটি কবে থেকে কাউকে আউট-ল ঘোষণার অধিকার পেল?'

'বাজে কথা রাখো!' নাকী সুরে ধমকে উঠল নেড হিকার। 'স্বেচ্ছায় যদি না বের হও তা হলে জোর করে তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে লোক নিয়ে এসেছি আমি।'

'ওই ভাড়াটে গুণ্ডাগুলো তো গোলাগুলি শুরু হলে পালাবে!'

'গ্রেফতার এড়ানোর চেষ্টা করছ তুমি। এটাও আরেকটা অপরাধ। অনেকে দেখেছে তুমি অন্যায় ভাবে মেরেছ মিস্টার হেক্টরকে। ভালয় ভালয় বেরিয়ে এসো, নইলে আমি বাধ্য হবো জোর খাটাতে।'

'অন্যায় ভাবে মেরেছি? সাক্ষী পাবে কোথায়?' ইচ্ছে করেই সময় ব্যয় করছে পিট, চাইছে ওর লোকরা তৈরি হতে আরও সময় পাক।

'সাক্ষীর অভাব নেই,' বলল নেড হিকার। 'বারটেন্ডার সাক্ষ্য দেবে। আরও অনেকেই দেবে।'

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল পিট। 'দুঃখিত, কিন্তু মিথ্যে অভিযোগে গ্রেফতার হতে রাজি নই আমি। আসলে কী ঘটেছিল সেটা জানতে তোমারও বাকি নেই নিশ্চয়ই? কাজেই, মার্শাল, দশ গুনব আমি। এরমধ্যে ফিরতি পথ ধরবে তুমি, নইলে আমার প্রথম গুলিটা তোমাকে লক্ষ্য করেই ছুটে যাবে।'

'মিথ্যে হুমকি দিয়ো না, ছোকরা,' ভয় পেলেও গলা আরও চড়াল মার্শাল। 'এবার আমি তৈরি হয়ে এসেছি। ঘরের মধ্যে

থাকো আর যেখানেই থাকো, আমাদের এতোজনের সঙ্গে পারবে না তুমি। মরতে না চাইলে আউট-লটাকে নিয়ে ভদ্রলোকের মতো বেরিয়ে এসো।'

'যাতে আমাদের পথের ধারের কোনও গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে দিতে পারো?'

ক্ষণিকের নীরবতা, তারপর মার্শালের গলা শোনা গেল আবার: 'সেটা বেআইনী কাজ হবে। বেআইনী কাজ করতে এখানে আসিনি আমরা। বেরিয়ে আসবে কি না বলো।'

'না, বেরিয়ে আসব না,' বলল পিট। এবার নির্জলা মিথ্যে ঝাড়ল। 'আর, মার্শাল, জেনে রাখো, আমরাও তৈরি। বাড়াবাড়ি করতে গেলে গুলি খেয়ে মরবে। আমার সঙ্গেও বারো-তেরোজন আছে। শটগান আছে ওদের কাছে। অন্তত দুটো শটগানের নল তোমার বুকের দিকে চেয়ে আছে এখন।'

পিটের কথা শেষ হতেই ছাদের ওপর থেকে হুঙ্কার ছাড়ল জনসনের উইনচেস্টার। পায়ের কাছে গুলি বেঁধায় হেষাধ্বনি করে দ্রুত কয়েক পা পিছাল মার্শালের ঘোড়াটা। পড়ে যেতে গিয়েও কোনওমতে তাল সামলাল নেড হিকার। কিন্তু ঘোড়াটা পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে যেতেই পাকা তালের মতো স্যাডল থেকে খসে পড়ল হোঁৎকা লোকটা।

শুরু হয়ে গেল গোলাগুলি। রানশহাউসের পাথরে তৈরি দেয়ালে লেগে দিক বদলাচ্ছে বুলেট। বাঙ্কহাউসের আড়ালে থাকা রিচির লোকরা পাল্টা জবাব দিল। ঝোপের ভেতর থেকেও নবাগতদের দিকে ছুটে যাচ্ছে গুলি। পিট ও রিচি জানালার পাশ থেকে গুলি করছে। ছাদ থেকে প্রায় একটানা গর্জন ছাড়ছে

উইনচেস্টার। কাউকে লক্ষ্য করে গুলি করছে না ওরা। আপাতত কাউকে আহত করার ইচ্ছে নেই ওদের। গুলি করছে ভয় দেখানোর জন্য।

তাতে কাজও হচ্ছে। পিটের দল এতো দ্রুত গুলি করছে যে বোঝার উপায় নেই সংখ্যায় তারা মাত্র সাতজন। এদিকে মার্শালকে বোঁচকার মতো মাটিতে পড়তে দেখে ঘাবড়ে গেছে ভাড়াটে লোকগুলো। এলোপাতাড়ি গুলি করছে তারা, শত্রুপক্ষ কোথায় আছে তা না জেনেই।

গোলাগুলি ছাপিয়ে উঠল রে জনসনের কণ্ঠ: 'হিকার, তোমার লোকদের থামতে বলো, নইলে এর পরের গুলিতে তোমার ভুঁড়ি ফুটো করব আমি!'

দু'হাতে পেট ঢাকতে চেষ্টা করল মার্শাল, যেন এতে করেই তার মস্ত পেটটা বাঁচবে। রে জনসনের গম্ভীর গলা কানে গেছে সবার, গুলি থামাল তারা। সবাই আন্দাজ করতে পারছে আগে থেকে লুকিয়ে বসে থাকা লোকগুলো ইচ্ছে করলেই খুন করতে পারত তাদের, সুযোগ পেয়েও খুন করেনি।

'হিকার,' আবার শোনা গেল রে জনসনের কণ্ঠ: 'তোমার লোকদের অস্ত্র ফেলে ঘোড়ায় উঠতে বলো। সোজা ফিরতি পথ ধরবে ওরা, নইলে কিন্তু তোমার টাক-মাথায় গুলি করব আমি।...আর জেনে রেখো, আমি আউট-ল নই, বাউন্টি হান্টার। নামটা আগেও শুনেছ আশা করি?'

'ফিরে চলো,' প্রায় ককিয়ে উঠল মার্শাল নেড হিকার। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে, ভয় পাচ্ছে মত বদলে গুলি করে বসবে কেউ। বাউন্টি হান্টার রে জনসনই যে এই রে জনসন তা শুনে

বুকের ভেতর কাঁপ উঠে গেছে তার।

জান বাঁচানোর সুযোগ পেয়ে দেরি করল না মার্শালের সঙ্গে আসা লোকগুলো, ঘোড়ার পিঠে চেপে বেরিয়ে যেতে শুরু করল রানশের গেট দিয়ে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিজের ঘোড়াটার কাছে গেল মার্শাল, উঠতে যাবে স্যাডলে, এমন সময় জনসনের কথা শুনে গলা শুকিয়ে গেল তার।

'না, হিকার, তুমি থাকছ। তোমার জন্যে স্পেশাল খাতিরের ব্যবস্থা রেখেছি।'

ঠিক বারো মিনিটের মাথায় রানশ থেকে বের হলো মার্শাল নেড হিকারের ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে নেড হিকারও রয়েছে, তবে তাকে উল্টো করে বসিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দেয়া হয়েছে। ঘোড়াটা নিয়ন্ত্রণের কোনও উপায় তার নেই। ওই অপমানকর ভঙ্গিতেই শহরে ফিরতে হবে তাকে।

সাত

'ধুশ্‌শালা!' কথাটা শুনেই ঝোপের মধ্যে থমকে দাঁড়াল জনসন। ঘুমে জড়িয়ে আসছে ওর চোখ। সতর্ক হতে চেষ্টা করল। মার্শালকে ঘোড়ার পিঠে উল্টো করে ফেরত পাঠিয়ে ঘুমায়নি ও,

জোকে রানশহাউসের প্রহরায় রেখে নিজেও পাহারায় ছিল। আন্দাজ করেছে, ফিরে এসে হামলা করতে পারে লোকগুলো। এখনও হামলা হয়নি, কিন্তু রানশের ধারেকাছেই হয়তো আছে তারা। এখন বুঝতে পারছে ওর ধারণাই ঠিক, লোকগুলো খুব কাছেই কোথাও আছে। এদিক ওদিক তাকাল জনসন। ছোট-বড় কয়েকটা টিলা আছে সামনে ও ডানে-বামে, অন্ধকারে আরও গাঢ় সব অবয়ব। পেছনে কোথাও ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে আছে 'ধুশশালা' বলা লোকটা।

নীরবে পেরিয়ে গেল দীর্ঘ কয়েকটা মিনিট। অধৈর্য বোধ করতে শুরু করল রে জনসন। সামনে বাড়বে কি না বুঝতে পারছে না। পা বাড়াল। ঠিক তখনই চড় মারার চড়াৎ আওয়াজটা হলো। ঝোপের আড়ালে এগোল জনসন।

'শালার মশারা তো খেয়ে ফেলল!' বিরক্ত স্বরে বলল লোকটা। 'কেচাম, এখানে থাকা যাবে না!'

'চুপ করো, গাধা!' ডানদিকের ঝোপের ভেতর থেকে ভেসে এলো দ্বিতীয় লোকটার গলা।

'মশা আমার আধসের রক্ত খেয়ে ফেলেছে!' কথাটা বলেই থমকে গেল লোকটা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'পানি পড়ার আওয়াজটা পাচ্ছ, কেচাম?'

'হিসি করছি,' জবাব দিল কেচাম নামের লোকটা। 'চুপ করো তো, স্টেফান!'

'হাঁটতে হাঁটতে হিসি করছ?' প্রশ্ন করল অবাক কণ্ঠটা।

'আরে শালা হাঁটব কেন! হাঁটতে হাঁটতে হিসি করে নাকি কেউ?'

'তা হলে পায়ের আওয়াজ পেলাম যে?'

মূর্তির মতো জমে গেল জনসন। হাত উরুর পাশে নামিয়ে এনে মনে পড়ল ওর, হ্রদে গোসল করবে বলে গানবেল্ট-হোলস্টার রানশহাউসে রেখে এসেছে ও। তার মানে হাতের এই খরগোশ-মারা বর্শাটাই এখন আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র। ওকে খুঁজতে শুরু করবে না কি লোকগুলো?

'কানে উল্টোপাল্টা শুনছ দেখছি! ভয় পেয়েছ না কি খুব?'

'ভুল শুনিনি আমি। মচ্‌মচ্‌ করে পাতা ভেঙেছে, ঠিকই শুনেছি।'

নিঃশব্দে পিছু হটতে শুরু করল জনসন। কয়েক পা পিছিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর এগোল ঝোপের ভেতর দিয়ে। একটু দূরেই একটা ফাঁকা জায়গা। ওখানে পৌঁছতেই সামনের ঝোপটার আড়াল থেকে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এলো এক লোক। চাঁদের আলোয় জনসনকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। অস্ত্রটা তুলতে শুরু করল লোকটা। বামদিকে ডাইভ দিল জনসন, আগেই হাতের বর্শাটা ছুঁড়ে মেরেছে গায়ের জোরে। ঘ্যাচ করে বিঁধল ওটা লোকটার কণ্ঠার হাড়ে। ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ছুরির ফলা। সিক্সগান ফেলে দু'হাতে গলা চেপে ধরল লোকটা, কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ঘড়ঘড় একটা আওয়াজ বের হলো তার গলা দিয়ে, তারপর থেমে গেল আওয়াজটা।

'কী হলো, স্টেফান?' চড়া সুরে জিজ্ঞেস করল তার সঙ্গী।

মাটিতে পড়েই শরীর গড়িয়ে দিয়েছে জনসন, তাড়াতাড়ি উঠে এসে মৃত লোকটার পাশ থেকে সিক্সগানটা কুড়িয়ে নিল। দু'জনের গলা শুনেছে ও এপর্যন্ত। দু'জনই আছে, না আরও

বেশি? তাকাল এদিক ওদিক। খাটো গাছগুলোকে মানুষের মতো লাগছে দেখতে। সাবধানে একটা টিলা ঘুরে দূরে সরে যেতে শুরু করল ও, মাথা নিচু করে হাঁটছে, সতর্ক, যাতে পায়ের নীচে শুকনো পাতা পড়ে আওয়াজ না হয়। আন্দাজ করতে পারছে কেচাম লোকটা কোথায় থাকতে পারে। ঘুরপথে তার পেছনে যেতে চাইছে জনসন।

এক ঝলক দমকা হাওয়া বয়ে গেল। খসখস আওয়াজ তুলে ঘষা খেতে শুরু করল গাছের পাতাগুলো। হাঁটার গতি বাড়াল জনসন।

স্টিফেন নামের লোকটা যে-ঝোপের সামনে পড়ে আছে সেখানে ঘুরপথে ফিরে আসতে মিনিট দশেক লেগে গেল ওর। সাবধানে ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিল। একই কাজ করেছে সেই কিচামও। দু'জন সরাসরি দু'জনের দিকেই চেয়ে আছে এখন। দু'জনেরই হাতে অস্ত্র। হাত তুলতে শুরু করল দু'জন। একইসঙ্গে আওয়াজ হলো দুটো গুলির। সামনের লোকটাকে হোঁচট খেতে দেখল জনসন, সেই সঙ্গে ওর মনে হলো কাঁধে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। ধুপ করে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল কিচাম। টলতে শুরু করল জনসন। হাত দিয়ে ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখল। শার্ট ফুটো করে মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে বুলেট। রক্ত পড়বে অনেক, কিন্তু মারাত্মক নয় আঘাতটা।

প্রতিপক্ষকে চিৎ করল জনসন। নাক ফুটো করে মগজে গিয়ে গেঁথেছে ওর বুলেট, খুলিতে বাধা পেয়ে আটকে গেছে ওখানেই। তাজা রক্ত আঁশটে গন্ধ ছড়াচ্ছে। চাঁদের আলোয় দেখতে কালচে লাগছে লাল রক্ত। লোকটার সিক্সগান নিয়ে

কোমরে গুঁজল ও, চারপাশে তাকাল। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। এদিকে আর কেউ গোপনে চোখ রাখছে বলে মনে হলো না। ঝোপের ভেতরে অপেক্ষা করল ও বেশ কিছুক্ষণ, তারপর মৃত স্টেফানের গলা থেকে রক্তাক্ত বর্শাটা খুলে নিয়ে রানশহাউসের দিকে ফিরতি পথ ধরল।

বুনো প্রাণীর তৈরি একটা সরু ট্রেইল ধরে ফিরে চলেছে ও। মিনিট দশেক হাঁটার পর পিট ও রিচির সঙ্গে দেখা হলো। গোলাগুলির আওয়াজ পেয়ে কী ঘটেছে জানতে আসছিল ওরা। ওদের দু'পাশ থেকে উদয় হলো আরও দু'জন। অন্য দু'জনকে রানশহাউস পাহারায় রেখে এসেছে ওরা।

'তুমি গুলি করেছ?' জনসনের দশ ফুটের মধ্যে এসে জিজ্ঞেস করল পিট। চাঁদের আলোয় জনসনের কাঁধে চটচটে তরল দেখতে পেয়ে চমকে গেল। 'রে, তুমি গুলি খেয়েছ!' ওর ইশারায় জনসনকে দু'পাশ থেকে ধরল দু'জন, হাঁটতে সাহায্য করবে।

'আঘাতটা গভীর নয়,' নিচু গলায় বলল জনসন, সাহায্যকারী দু'জনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সামান্য টলতে টলতে রানশহাউসের দিকে চলল। 'একটু বসতে হবে আমাকে, তারপর খুলে বলব কী ঘটেছে।'

রানশহাউসে ফিরে পানি দিয়ে ক্ষতটা ভাল মতো ধুয়ে নিয়ে জনসনের ক্ষততে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল পিট। নিশ্চিন্ত হলো ক্ষতটা গভীর নয় দেখে। অন্যরা কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে জনসনের কথা শোনার জন্য।

সংক্ষেপে কী ঘটেছে খুলে বলল জনসন।

'একা যাওয়া উচিত হয়নি তোমার,' সব শুনে বলল পিট। 'আজকে মারাও যেতে পারতে।'

মৃদু হাসল জনসন। 'মারা আমরা যে-কেউ যখন তখন যেতে পারি, ও নিয়ে চিন্তা করে চুপচাপ বসে থাকব নাকি?'

'তার মানে ফিরে যায়নি ওরা, আশপাশেই আছে, সুযোগ পেলে আক্রমণ করবে,' বলল রিচি। 'মার্শালও ওই অপমান ভুলবে না। শহরে গেলেই কোনও না কোনও ছুতোয় জেলে ঢোকাবে আমাদের।'

'শুধু আমাকে ঢোকাবে,' বলল পিট। গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে।

'শুধু তোমাকে কেন?' জিজ্ঞেস করল রিচি। সবাই কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে পিটের দিকে।

'কারণ এখন থেকে তোমরা আমার সঙ্গে থাকছ না।'

'মানে?' ভ্রূ উঁচু করল জনসন।

'মানে সোজা। সকালে এখান থেকে চলে যাবে তোমরা। কেউ জানতে চাইলে জানিয়ে দেবে আমার সঙ্গে তোমাদের আর কোনও সম্পর্ক নেই।'

'আমাকেও যেতে বলছ?' জিজ্ঞেস করল জনসন।

আস্তে করে মাথা দোলাল পিট। 'হ্যাঁ, তোমাকেও।'

রিচি জিজ্ঞেস করল, 'নিজে একা সব ঝামেলা সামলাতে চাইছ তুমি, ব্যাপারটা কি তাই?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'উন্মাদের মতো কথা বলছ,' বলল রিচির সঙ্গে আসা বায়রন স্কট।

'যা বলছি ঠিকই বলছি,' আগের কথা থেকে সরল না পিট।

'পাগলের মতো কাজ হবে একা থাকা,' বলল রিচি।

'আমার মাথা ঠিকই আছে,' দৃঢ় শোনাল পিটের কণ্ঠ।

'মাথার খুলিটা ঠিকই আছে, তবে মগজে গোলমাল দেখা দিয়েছে,' বলল জনসন। 'কী ভেবে এই পরিকল্পনা করলে তুমি?'

'আমার জন্যে তোমরা মৃত্যুর ঝুঁকি নাও সেটা চাই না আমি,' বলল গম্ভীর পিট। 'জনসন গুলি খেয়েছে। মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে ভাগ্যটা ভাল ছিল বলে। এর পরেরবার কাঁধে না লেগে গুলি ওর হৃৎপিণ্ডেও লাগতে পারে। নিজের গোলমালে তোমাদের কাউকে জড়াতে পারি না আমি। সেটা উচিত হবে না। আমি জানি আমারই মতো শান্তিপ্রিয় মানুষ তোমরাও। আজ বন্ধুর জন্যে বিপদের মুখোমুখি হয়েছ। না, সেটা আমি হতে দিতে পারি না।' মাথা নাড়ল পিট। 'রিচি, তুমি; স্কট, ডেল, অ্যালান ও উইলিকে নিয়ে কাল সকালেই ফিরে যাচ্ছ। মার্শাল তোমাদের দেখেনি, কাজেই কোনও সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। জনসনের বিপদ হতে পারে। ওকে টাম্বলউইড ছেড়ে চলে যেতে হবে।' জনসনের দিকে তাকাল পিট। 'কাল সকালে রওনা হচ্ছ তুমি।'

'আজই যাচ্ছি, তবে শহর ছেড়ে নয়, বিছানায়,' উঠে দাঁড়াল জনসন। 'পাগলের প্রলাপ শুনে ঘুম পেয়ে গেছে আমার। আমাকে এখান থেকে সরাতে হলে পিটিয়ে অজ্ঞান করে তারপর সরাতে হবে তোমাকে। থাকছি আমি।'

পিটের কাঁধে হাত রাখল রিচি। 'আমরাও থাকছি, পিট। আমাদের তাড়াতে হলে মিলার্ড আঙ্কলের বন্ধুদের রাজি করাতে হবে তোমার। সেটা তুমি পারবে বলে মনে হয় না।'

পিট স্পষ্ট বুঝল, খাঁটি কয়েকজন বন্ধু পেয়েছে ও, যারা বিপদের সময় ওকে একা ফেলে যাবে না কিছুতেই। এখন জোরাজুরি করতে গেলে ওদের আন্তরিকতার অবমাননা করা হয়। চুপ করে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকল ও। রাত বাড়ছে।

রিচি দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল লাশগুলো কবর দিতে।

আট

'সময় হয়েছে, এবার রওনা হতে হয়, পিট,' তাগাদা দিল রিচি। 'আমাদের জন্যে ওরা অপেক্ষা করে আছে।'

'চলো, যাওয়া যাক।'

জনসন, রিচি ও পিট বেরিয়ে এলো রানশহাউস থেকে, ঘোড়া নিয়ে রওনা হলো টাম্বলউইডের দিকে। রানশ পাহারায় থাকল স্কট, ডেল, অ্যালান, উইলি।

সিকি মাইল পেরোনোর পর একটা পাহাড়ের গোড়ায় দু'জন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল ওরা। ভাব দেখে মনে হলো অপেক্ষা করছে লোকগুলো।

'কখন এসেছ?' ঘোড়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করল রিচি।

'সন্ধ্যায়,' জবাব দিল একজন। গলাটা অত্যন্ত ভারী তার।

লোকটার আকার দেখে বিস্মিত হলো পিট। জনসনও লম্বা মানুষ, হেক্টর ছিল সত্যিকারের প্রকাণ্ডদেহী, কিন্তু এই লোক বোধহয় এক হাতে হেক্টরের মতো দুটোকে পিটিয়ে মারতে পারবে। পিটের দিকে তাকাল রিচি। 'শর্টকাট পথে শহরে যাব আমরা।'

'এ কে?' নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল পিট।

'ওকে আমরা লিটল জন বলে ডাকি,' মৃদু হাসল রিচি। 'আমার বন্ধু। আসল নাম মিলহ্যাম ট্রেইসি। বুঝতে পারছি ওর শরীরটা দেখে চমকে গেছ তুমি, তবে আসলে খুব নরম মনের ভাল মানুষ ও। রাগ প্রায় নেই বললেই চলে। তবে রাগলে সর্বনাশ। টাম্বলউইডের কামার ও। সারাদিন লোহা নিয়ে কারবার। আমরাও ওর মতোই গতরে খেটে খাওয়া মানুষ। বিল রাইস বা তার সঙ্গীদের মতো টাকাওয়ালা লোক টাম্বলউইডে আর নেই কেউ।'

বিল রাইসের নামটা শুনে একটু থমকে গেল পিট, খানিক ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'রিচি, ব্যাঙ্কারের নাম তো বিল রাইস? হেক্টর সেদিন দোকানের ভেতরে একটা মেয়েকে মিস রাইস বলে ডেকেছিল। মেয়েটি কি...কয়জন ছেলেমেয়ে বিল রাইসের?'

'একটাই মেয়ে,' জবাব দিল রিচি। 'মা মরা জেদী মেয়ে। চেহারাটা দেখলে চোখের ওপর রাগ হয়।'

'কেন?'

'মনে হয় চোখের পলক না পড়লেই ভাল হতো।'

'আচ্ছা! তা হলে অনেকেই নিশ্চয়ই ওকে বিয়ে করতে চায়?'

বুকের ভেতরে ঢিবঢিব করছে পিটের।

'তা তো চায়ই,' কাঁধ ঝাঁকাল রিচি। 'তবে কাউকে মেয়েটা পাত্তা দেয় না। অনেকের কথা কী বলব, এই আমিই তো বিয়ের আগে ওর পেছনে হাঁটতে হাঁটতে পা ক্ষয় করে দু'ইঞ্চি খাটো হয়ে গিয়েছি!'

'আহা বেচারা,' হেসে ফেলল জনসন। 'তারপরও পাত্তা পেলে না?'

'নাহ্!' উদাস হয়ে গেল রিচি। 'তবে ভাল বউ পেয়েছি আমি। রান্নার হাতটা চমৎকার।' পিটের দিকে তাকাল সে। 'তুমি হঠাৎ বিল রাইসের মেয়ের ব্যাপারে এতো খোঁজ নিচ্ছ যে? মতলবটা কী তোমার?'

'আপাতত কোনও মতলব নেই,' একটু দ্রুত বলল পিট।

পরস্পরের দিকে চট্ করে তাকাল রিচি ও জনসন। দু'জনই বুঝেছে প্রেমে পড়েছে পিট। আটকা পড়েছে শত্রুর মেয়ের মোহমায়ায়।

বেশ অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে ঘোড়া দাবড়ে শহরের প্রান্তে পৌঁছে গেল ওরা, ছোট কিন্তু সুন্দর একটা দোতলা কাঠের বাড়ির সামনে থামল। সামনে চমৎকার ফুলের বাগান। বাগানটা যে-ই করে থাকুক, তার সুরুচির পরিচয় মেলে।

ভোর হতে দেরি আছে এখনও অনেক। শহরের রাস্তা জনশূন্য।

'আস্তাবলটা বাড়ির পেছনে,' বলল রিচি।

মিলহ্যাম ট্রেইসির ঘোড়াটা বাড়ির সামনের কাঠের বেড়ার সঙ্গে বাঁধা থাকল, অন্যান্যরা নিজেদের ঘোড়া রেখে এলো

আস্তাবলে। ফিরে এসে দেখল বারান্দায় বসে সিগারেট ফুঁকছে মিলহ্যাম, আসলে পাহারা দিচ্ছে। তাকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল ওরা, রিচির সঙ্গে চলে এলো দোতলায়। বসার ঘরটা সাজানো গোছানো। বেশ কয়েকজন অপেক্ষা করছে ওখানে। তাদের মধ্যে শুধু রিচির বাবা জুলিয়াস আরডাইসকে চেনে পিট।

পিটকে বুকে জড়িয়ে ধরল বৃদ্ধ আরডাইস। পাশে দাঁড়ানো অন্য দু'জন বৃদ্ধের দিকে তাকাল। 'এরা তোমার বাবার বন্ধু, পিট। ও জেমস রস, ও অ্যাল ট্রেইসি।'

পিটের দিকে তাকিয়ে সস্নেহ, আন্তরিক হাসি হাসল দু'জনই।

বসার ঘরের একটা দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল এক প্রৌঢ়া। বাড়িতে বানানো একটা পোশাক তার পরনে। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ।

'এসো, মেরিয়ান,' ডাকল অ্যাল ট্রেইসি, হাসছে। 'দেখো তো এই ছেলেটাকে চিনতে পারো কি না।' পিটকে দেখাল।

থমকে দাঁড়িয়ে পিটকে দেখল মহিলা, তারপর দ্রুত পায়ে চলে এলো কাছে। দু'হাতে পিটের মুখ ধরে গভীর মনোযোগে তাকাল। বড় বড় হয়ে উঠল তার নীল চোখ। 'পিট না? তুমি পিট না?'

'জী।'

জড়িয়ে ধরল ওকে মেরিয়ান। ছেড়ে দিয়ে বলল, 'চিনতে পেরেছ আমাকে, পিট? আমি তোমার মেরিয়ান আন্টি। আমিই তোমাকে প্রথমে কোলে নিয়েছিলাম, এই এতোটুকু ছিলে তুমি

জন্মের সময়। ঠিক মায়ের চেহারা পেয়েছ তুমি।' একটু থমকে গেল বৃদ্ধা। 'ও ছিল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।' ব্যস্ত হয়ে উঠল মেরিয়ান। 'একটু অপেক্ষা করো, আমি রান্না সেরে আসছি। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

বৃদ্ধা চলে যাবার পর জেমস রস মুখ খুলল: 'পিট, বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই, কতো বড় গোলমালে জড়িয়ে পড়েছ তুমি?'

আস্তে করে মাথা দোলাল পিট, গম্ভীর হয়ে গেল ওর চেহারা। পরিবর্তনটা দেখে পরস্পরের দিকে তাকাল রিচি ও জনসন। রিচি বলল, 'আঙ্কল, তোমাদের কয়েকটা কথা বলতে চায় পিট। ওর কথা শুনে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমাদের।'

'সিদ্ধান্ত নিতে হবে?' রিচির দিকে তাকাল জেমস রস। 'কী ব্যাপারে? কী বলবে, পিট?'

অস্বস্তিতে পড়ে গেল পিট। ওর কথায় প্রবল আপত্তি জানিয়েছে জনসন, রিচি ও অন্যান্যরা। এই মানুষগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে ওকে সাহায্য করতে চায়, বিপদে ওর পাশে দাঁড়াতে চায়, এখন তাদের সাহায্য নিতে অস্বীকার করলে কেমন ভাবে নেবে তারা ব্যাপারটাকে? তিন বৃদ্ধ চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে। কষ্ট পাবে না তারা? কিন্তু সেজন্য তো জেনেশুনে নিজের বিপদে এদের জড়িয়ে নিতে পারে না ও। পরিস্থিতি খুনোখুনিতে গড়িয়েছে ইতিমধ্যেই। এরপরে সরাসরি সংঘর্ষে গড়াবে ব্যাপারটা। একদল শান্তিপ্রিয় মানুষকে এসবের সঙ্গে জড়ানো উচিত হবে না ওর।

খুকখুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল পিট, তারপর বলল, 'তোমরা আমার বাবার বন্ধু। সেজন্যেই আমার বিপদকে নিজেদের বিপদ বলে মনে করছ। আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি চাই না আমার ঝামেলায় তোমরাও জড়িয়ে পড়ো। দুটো ছেলে আছে রিচির, ওর যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে এতিম হয়ে যাবে ছেলে দুটো। ওর স্ত্রী বিধবা হবে। সন্তান হারাবে তোমরা। অন্যরা মারা গেলেও একই কথা। আমি ভেবে দেখেছি, এই গোলমালের মধ্যে তোমাদের জড়ানো মোটেই উচিত হবে না। জে এম বাবার রানশ, ওটা রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। আমি আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব পালন করব।'

পরস্পরের দিকে তাকাল তিন বৃদ্ধ। তারা বোধহয় ভাবতেও পারেনি এরকম কিছু বলবে পিট। মুখ খুলল জেমস রস: 'বুঝতে পারছি আমাদের সাহায্য নিতে বাধছে তোমার। মানছি বড় হয়ে গেছ তুমি। কিন্তু আমাদের চোখে সেই ছোটই থাকবে তুমি। হয়তো জানো না, তোমার বাবার সাহায্য না পেলে পথের ফকির হয়ে যেতাম আমরা। নিজের কথাই বলি, আমি তো তোমার বাবার ঋণ কোনওদিনও শোধ করতে পারব না।' আউট-ল হেয় আক্রমণ করার পর কীভাবে আগুন ধরে যাওয়া বাড়ি থেকে তার একমাত্র ছেলে রনকে বের করে এনেছিল জোসেফ মিলার্ড তা বলল জেমস রস। আবেগরুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠ। 'ওর জন্যেই ছেলেটা পুড়ে মরেনি। হ্যাঁ, বাঁচেনি ও, কিন্তু ওর মুখ দেখতে পেরেছিলাম তোমার বাবা মরণের ঝুঁকি নিয়েছিল বলে, নইলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত ও। আজ তোমাকে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে যদি চুপ করে বসে থাকি তা হলে নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাব আমি। ট্রেইসি, আরডাইস ও আমি আলোচনা করেছি,

দরকারে তোমার জন্যে নিজেদের জীবন দিতেও দ্বিধা করব না আমরা।'

'কিন্তু...'

পিটকে থামিয়ে দিল জুলিয়াস আরডাইস, 'কোনও কিন্তু নেই। তুমি চাও বা না চাও আমরা তোমার সঙ্গে থাকবোই।'

'বেশ,' সামান্য দ্বিধা করে বলল পিট, 'তবে একটা শর্তে আমি তোমাদের সাহায্য নিতে পারি, আঙ্কল। তোমরা নিজেরা কোনও লড়াইতে অংশ নেবে না। যদি পারো লোক দিয়ে সাহায্য করবে। রাজি তো তোমরা?'

পরস্পরের দিকে তাকাল তিন বৃদ্ধ। তারপর মাথা দোলাল অ্যাল ট্রেইসি। 'ঠিক আছে, তোমার কথা রাখব আমরা।'

'আরেকটা কথা,' বলল পিট, 'সোনা যা পাওয়া যাবে তা সমান ভাগ হবে আমাকে যারা সাহায্য করছে তাদের মধ্যে। আমি যদি মারা যাই তা হলে আমার ভাগটা পাবে আমার ছোটভাই ব্র্যাড। এ-ব্যাপারে কারও কোনও আপত্তি কিন্তু শুনব না আমি।'

'বাবার মতোই উদার মনের মানুষ হয়েছ তুমি,' বলল জুলিয়াস আরডাইস। 'তবে ওই সোনা উত্তরাধিকার সূত্রে শুধু তোমাদের দুই ভাইয়ের। ওতে আমাদের কারও কোনও অধিকার নেই।'

'আছে,' আপত্তির সুরে বলল পিট। 'তোমরা আমাদের জন্যে মারাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছ, বিনিময়ে ওটুকু তোমাদের প্রাপ্য।'

'কতো সোনা পাবে বলে আশা করছ ওখানে?' জিজ্ঞেস করল অ্যাল ট্রেইসি। 'জানতে চাইছি কারণ তার ওপরই নির্ভর

করবে তোমার বিরুদ্ধপক্ষ কতোটা মরিয়া হয়ে উঠবে।'

'জানি না,' স্বীকার করল পিট। 'এ-ব্যাপারে আমার কোনও ধারণাই নেই।'

'আমার আছে,' বলল জনসন। 'ধারণা করছি ওটা মাঝারি আকারের সোনার খনি। অন্তত এক টন সোনা পাওয়া যাবে ঠিক মতো মাইনিং করলে।'

'এসব কথা আপাতত থাক,' বলল জেমস্ রস। 'আমরা তিনজন মিলে মোট পনেরোজন লোক জোগাড় করেছি। সবাই ওরা খাঁটি মানুষ, ওদের ওপর নির্ভর করতে পারবে তুমি। ট্রেইসির ছেলে অ্যালান আর আরডাইসের ছেলে রিচিও থাকছে। মোট হলো সতেরো। তোমরা দু'জন। তার মানে উনিশজনের একটা দল পাচ্ছ তুমি।'

'ওদের আছে পঁচিশজন, তবে লোক আরও ভাড়া করতে পারবে,' বলল জনসন। 'আমরা উনিশজন সেটা টের পেলেই গানম্যান ভাড়া করতে শুরু করবে ওরা। একটা কাজ অবশ্য করতে পারি আমরা, পিটের আঙ্কল লুকাসের কাছে খবর পাঠাতে পারি। এখানে তো আর লোক নেই, ওয়েলকাম হোম থেকে লোক পাঠাতে পারবে সে।'

'তা হলে আজই চিঠি দেব আমি,' বলল পিট।

'তাতে কোনও কাজ হবে না, ওই চিঠি ওয়েলকাম হোমে কখনোই পৌঁছবে না,' বলল রিচি। 'বিল রাইসের অনুমতি ছাড়া এখানে গাছের পাতাও নড়ে না। তুমি চিঠি পোস্ট করলে তোমার বোকামি দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসবে ওরা।'

থমকে গেল পিট। 'তা হলে?'

'আরেকটা কাজ করা যায়,' বলল রিচি। দুই যমজের দিকে তাকাল সে। 'ফিনলে, স্টর্কি, তোমরা আজই ওয়েলকাম হোমের দিকে রওনা হয়ে যাবে পিটের চিঠি নিয়ে। চারদিন লাগবে তোমাদের পৌঁছতে। ধরলাম আরও দু'দিন যাবে লোক জোগাড় করতে। ফিরতে আরও চারদিন। মোট দশদিন। এর চেয়ে বেশি দেরি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ রেখো।'

ঘরে ঢুকল মিসেস ট্রেইসি, বলল, 'নাস্তা তৈরি। ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগেই এসো তোমরা।'

খাবার ঘরে চলে এলো ওরা। নাস্তার ফাঁকে পিটের সঙ্গে আলাপ জুড়ল মেরিয়ান। খাবার শেষে বৃদ্ধা মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা বাইরে। পিটের চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল ফিনলে ও স্টর্কি। পিট, জনসন ও রিচি ফিরে চলল রানশের পথে।

কিন্তু শহর থেকে বেরিয়েই রাশ টেনে সাইক্লোনকে থামিয়ে ফেলল পিট। অন্যরাও থামল, কৌতূহল নিয়ে তাকাল পিটের দিকে।

লালচে হয়ে গেল পিটের চেহারা। রিচির দিকে তাকাল সে। 'মিস্টার রাইসের বাড়িটা কোনদিকে তা জানো?'

ভ্রূ উঁচু হলো রিচির। 'কেন?'

'ওখানে যেতে চাই। কাজ আছে।'

'বলো কী, বিল রাইসের বাড়িতে যাবে?' চোখ বড় বড় হয়ে গেল রিচির।

'হ্যাঁ।'

'কারণটা কী?'

'বললাম না কাজ আছে!' আরও লাল হয়ে গেল পিটের চেহারা। হাসছে জনসন। ওর হাসি দেখে ব্যাপারটা বুঝে ফেলল রিচি।

জনসন বলল, 'বেচারাকে আর লজ্জা দিয়ো না, রিচি। যা জানতে চায় বলে ফেলো।' এবার উদাস গলায় বলল, 'কেউ যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে চায় তা হলে তাকে ঠেকাবে কী করে!'

'ব্যাঙ্কটা তো দেখেছ?' বলল রিচি। 'ওটার উল্টোদিকের পথটা ধরে গেলে বামপাশে বিরাট একটা বাড়ি আছে। ওটাই বিল রাইসের বাড়ি।' পিটের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু তোমার যাওয়া উচিত হবে না। যদি ধরা পড়ো তা হলে বিরাট বিপদে পড়ে যাবে। এমন কোনও অভিযোগ আনা হবে তোমার বিরুদ্ধে, যাতে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে।'

'জানি।' কাঁধ ঝাঁকাল পিট।

'তারপরও যাবে?'

'হ্যাঁ।' পিট বুঝতে পারছে কাজটা উচিত হবে না। বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে ও খামোকা। কিন্তু মন মানতে চাইছে না। একবার ওই মেয়েকে না দেখলেই যেন নয়।

'একসময় আমিও মনপ্রাণ দিয়ে চাইতাম ওকে,' যেন পিটের মন পড়ে বলল রিচি। 'ডায়ানা রাইস ছিল আমার স্বপ্নের রানি।'

'এখন চাও না?' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল পিট।

মাথা নাড়ল রিচি গম্ভীর চেহারায়। 'পাগল নাকি! বউ জানতে পারলে জানে মেরে ফেলবে।'

হেসে ফেলল সবাই ওর আতঙ্কিত চেহারা দেখে।

'আলো ফুটতে কিন্তু আর বেশি দেরি নেই, ঝটপট কাজ

সেরে চলে এসো,' তাগাদা দিল জনসন। 'আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।'

'দেরি করব না,' সাইক্লোনকে ঘুরিয়ে নিল পিট, ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল শহরের দিকে।

শহরে ব্যাঙ্ক বিল্ডিংটাই সবচেয়ে বড়, সেজন্য আগেই চোখে পড়েছে পিটের। ওখানে পৌঁছে যেতে কোনও অসুবিধে হলো না ওর। ওখান থেকে চলে এলো রিচির বলা পথে। পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড বাড়িটা খুঁজে পেতেও কোনও সমস্যা হলো না। একবার চক্কর মারল ও বাড়িটা ঘিরে। সামনে কয়েকটা ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু পেছনদিকটা অন্ধকার। তার মানে বাড়ির সবাই ঘুমায়নি। কপাল মন্দ, কিন্তু কী আর করা, এতোদূর এসে ফিরে যেতে বাধবে ওর।

সাইক্লোনকে গ্রাউন্ডহিচ করে ছ'ফুট উঁচু দেয়াল টপকে ঢুকে পড়ল ও বাড়ির পেছনের আঙিনায়। শক্ত জমিনে লাফ দিয়ে পড়ায় ধুপ করে একটা আওয়াজ হলো। রাতের নীরবতায় ওই আওয়াজটাই জোরাল শোনাল।

এদিকটাতে স্টেবল ও বার্ন। ওগুলোর পাশে পাথরের একটা ঘর আছে। ওখানে গার্ড থাকে নাকি? ওর ধারণা সত্যি করেই পাথরে তৈরি ঘরটার দরজা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে খুলে গেল। বেরিয়ে এলো এক লোক। তার হাতে শটগান। এদিক ওদিক তাকাল।

দেয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে পিট, আশঙ্কা করছে যে-কোনও সময় ধরা পড়ে যাবে লোকটার চোখে। এতো কাছ থেকে শটগানের গুলি ফস্কাবে না। স্রেফ দু' টুকরো হয়ে যাবে

ও। কিন্তু না, সন্তুষ্ট হয়ে আবার ঢুকে গেল লোকটা ঘরে, দরজা বন্ধ করে দিল। ছিটকিনি আটকানোর আওয়াজটা পেল পিট। বিনা কারণে ছিটকিনি এতো জোরে লাগায় না কেউ। সতর্ক হয়ে উঠল পিট। জায়গা ছেড়ে এক পাও নড়ল না। আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে দরজাটা আবার! এখন ঘরের ভেতরে বাতি জ্বলছে না। দরজায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক তাকাল লোকটা, তারপর নিশ্চিত হলো কেউ নেই এদিকে। দরজা বন্ধ করে দিল সে। আবার বাতি জ্বলে উঠল ঘরের ভেতর, দরজার তলা দিয়ে তার সরু, হলদে রেখা দেখা গেল।

আগের চেয়ে আরও অনেক হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছে পিট, আবার দেয়ালের ওপর উঠল ও, দেয়ালের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল পাথরে তৈরি ঘরটার কাছে, তারপর আস্তে করে ঘরের ছাদে উঠল। ওখান থেকে ফুট দুয়েক উঁচুতে দোতলার বারান্দার রেইলিং। নিঃশব্দে রেইলিং টপকে বারান্দায় নামল ও। বেশ কয়েকটা দরজা আছে একটু পর পর। ডানে-বামে দু'দিকেই আছে অনেকগুলো ঘর। কোনদিকে যাবে একবার ভাবল পিট, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেছে নিল ডানদিকটা।

প্রতিটা দরজার সামনে থামছে পিট, ঠেলা দিয়ে দেখছে খোলা কি না। জানালাগুলোয় উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতরে দেখার চেষ্টা করছে। সম্ভব হচ্ছে না। জানালাগুলোয় ভারী পর্দা ঝুলছে। তবে কয়েকটা ঘরের জানালায় পর্দা নেই। ভেতরে এতো ঘুটঘুটে অন্ধকার যে কিছু দেখা গেল না। ডানদিকের ঘরগুলো দেখা শেষ, এবার বামদিকে চলে এলো পিট। তৃতীয় ঘরটায় আলো জ্বলছে। খোলা জানালার পর্দাও

সরানো। সাবধানে উঁকি দিল পিট। ধক্ করে উঠল ওর বুকের ভেতরটা।

ঘরের এক পাশে বিরাট খাটে শুয়ে আছে সেই মেয়েটি। বুকের ওপর একটা বই খোলা। পড়ছে না ওটা। বোধহয় পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেছে।

জানালা টপকে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল পিট, এগিয়ে গেল খাটের দিকে। ঝুঁকল ও মেয়েটির অপরূপ মুখটা আরও কাছ থেকে ভাল ভাবে দেখতে। ওর ছায়া পড়ল মেয়েটির মুখে। আর ঠিক তখনই খুলে গেল সাগরের মতো গভীর চোখ দুটো!

চুপচাপ ওকে দেখছে মেয়েটি, আজ চোখে কোনও ভয় নেই। তার কারণটাও এবার বোঝা গেল। ডানহাতটা পিটের বুকে তাক করল সে। সুন্দর ওই হাতে একটা কুৎসিত কোল্ট রিভলভার। তবে হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে।

'মাথার ওপর হাত তোলো,' নিচু গলায় আদেশ দিল মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালিত হলো। 'এবার পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়াও।'

মনে মনে হাসতে হাসতে পিছিয়ে যাচ্ছিল পিট, কিন্তু মেয়েটির পরবর্তী কথায় বুঝতে পারল বোকা নয় এই মেয়ে। 'দাঁড়াও। আগে তোমার গানবেল্ট খুলে আমাকে দাও।'

বাধ্য ছেলের মতো গানবেল্ট খুলে বিছানায় নামিয়ে রাখল পিট। নিষ্পলক দেখছে ও বিল রাইসের মেয়েকে। ঝলমল করছে মেয়েটির চেহারা, বোধহয় একজন গানম্যানের ওপর টেক্কা দিতে পেরেই তার এই আন্তরিক খুশি।

'অনেকদূর হেঁটে এসে পা ব্যথা হয়ে গেছে, আমি বরং

বসি।' অনুমতির তোয়াক্কা না করেই একটা সোফায় বসে পড়ল পিট।

রাগের ছাপ পড়ল তরুণীর চোখে। কী যেন বলতে গিয়েও বলল না। আশ্চর্য হয়েছে, সন্দেহ নেই। একটা রিভলভার তাক করে রাখার পরও ভয় পাচ্ছে না লোকটা, এটা ঠিক মানতে পারছে না।

চুপ করে অনড় বসে আছে পিট, ভাব দেখে মনে হতে পারে মেয়েটি ওর পোর্ট্রেট আঁকছে, তাই নড়াচড়া করতে পারছে না।

'কৌতূহল হচ্ছে না কী করে তোমার অনধিকার অনুপ্রবেশ টের পেলাম?' নীরবতা ভাঙল তরুণী।

'তাই তো!' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল পিট। 'টের পেলে কী করে?'

বিছানায় বসে রিভলভার নাড়ল ডায়ানা। 'দারোয়ান জোরে দরজা বন্ধ করায় ঘুম ভেঙে যায়। ভাবলাম নিশ্চয়ই সন্দেহজনক কিছু দেখেছে বা শুনেছে সে। ঘরের বাতি নিভিয়ে বেরিয়ে গেলাম বারান্দায়। একটু পর দেখতে পেলাম দেয়ালের ওপর দিয়ে হেঁটে দারোয়ানের ঘরের ছাদে উঠেছ তুমি। বুঝতে পারলাম দোতলায় ওঠার মতলব। অপেক্ষা করলাম। তারপর যখন দেখলাম সত্যিই বারান্দার দিকে আসছ তখন ঘরে ফিরে এসে ঘুমের ভান করেছি।'

মৃদু হাসল পিট। 'ঘুমের ভান করার আগে মনে করে যে জানালাটা খুলে রেখেছ সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ। নইলে হয়তো ঢুকতেই পারতাম না তোমার ঘরে।'

'কী বললে!' রেগে উঠল তরুণী। 'আমি মোটেই তোমার

জন্যে জানালা খুলে রাখিনি। ওটা খোলাই ছিল।'

আয়েশ করে সোফায় হেলান দিল পিট। 'কিন্তু তুমিই তো খুলে রেখেছিলে?'

'তাতে কী! হ্যাঁ, আমিই খুলে রেখেছিলাম। খুলে রেখেছিলাম যাতে চোরটাকে ধরতে পারি।'

একটা সিগারেট ধরাল পিট। 'এই চোরটার দেখা পাবার জন্যে বুঝি অধীর আগ্রহে বসে অপেক্ষা করছিলে?'

'খবরদার আমার ঘরে সিগারেট খাবে না,' ধমকে উঠল মেয়েটা। 'কেউ ধোঁয়ার গন্ধ পেলে মনে করবে আমি সিগারেট টেনেছি। আর হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে? অধীর আগ্রহে তোমার জন্যে বসে অপেক্ষা করছিলাম? তোমার মতো কোনও লোকের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে বয়েই গেছে আমার!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখ বাঁকাল তরুণী।

সিগারেটে আরেকটা টান দিয়ে নিভিয়ে ফেলল পিট, বলল, 'ভুল বলেছিলাম। বসে বসে আমার অপেক্ষা করোনি তুমি, শুয়ে শুয়ে অপেক্ষায় ছিলে।'

লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে গেল তরুণী ডায়ানার। 'বাজে কথা বলবে না খবরদার!' কিন্তু গলায় তেমন একটা জোর নেই ওর।

পিট মৃদু স্বরে জানতে চাইল, 'জিজ্ঞেস করবে না কেন এসেছি আমি?'

'কেন?' আয়ত, অতল চোখ দুটো স্থির হলো পিটের চোখে।

'খুব ইচ্ছে করছিল তোমাকে দেখতে। এসেছি কারণ...' থেমে গেল পিট। ঘামতে শুরু করেছে। বার কয়েক ঢোক গিলল।

'কারণ?' তরুণীর গলায় কি ব্যগ্র একটা ভাব?

'কারণ তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি আমি,' হড়বড় করে বলল পিট। আগে কখনও কাউকে ওর এতো ভাল লাগেনি। এমন অমোঘ আকর্ষণ বোধ করেনি ও কোনও মেয়ের জন্য। কিন্তু ওর কথা ডায়ানা কি বিশ্বাস করবে? 'আমি তোমাকে স্ত্রী হিসেবে চাই।'

'বাহ্, ভাল ফন্দিই করেছ!' টিটকারির সুরে বলল ডায়ানা। এখন রিভলভার ধরা হাতটা স্থির হয়েছে।

অবাক হলো পিট। 'মানে?'

'আমার বাবার রানশ কেড়ে নিতে চাও, আবার আমাকেও বিয়ের প্রস্তাব দাও। সাহস আছে তোমার, মানতেই হবে।'

থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল পিট, 'আমার পরিচয় জানো তা হলে তুমি?'

'তোমার আচরণ আমাকে কৌতূহলী করেছিল,' সরল স্বীকারোক্তি দিল মেয়েটি। 'কিন্তু যখন জানলাম তুমি কে তখন থেকে তোমার প্রতি ঘৃণা অনুভব করেছি আমি। তুমিই তো সেই পিট মিলার্ড, যে লোকজন জুটিয়ে অন্যায় ভাবে বাবার রানশ দখল করতে চাইছ। অস্বীকার করব না প্রথম দেখায় তোমাকে ভাল লেগেছিল আমার, কিন্তু তোমার কীর্তি জানার পর সেই ভাল লাগার লেশমাত্র নেই। বাবার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছ বলে তোমাকে আমি অপছন্দ করছি তা নয়, আমি লোভী, নীচ লোকদের পছন্দ করি না। কেউ করে না।'

অবাক ভাবটা কাটিয়ে উঠে পিট বলল, 'মিথ্যে বলেছে কেউ তোমার কাছে আমার নামে। আমি...'

'অসম্ভব,' কড়া সুরে পিটের কথা নাকচ করে দিল ডায়ানা রাইস। 'আমি তোমার মতলব জানি। আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে বাবাকে দুর্বল করতে চাও তুমি, তাই না? তুমি কতোখানি নীচ লোক ভাবতেও আমার বিস্ময় হয়। কুকুরের মতো গুলি করে মারা দরকার তোমার মতো লোকদের। তবে তোমাকে একটা সুযোগ দেব আমি। গানবেল্ট তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাও এ-বাড়ি থেকে। আর কখনও আসবে না। পরেরবার নিজের হাতে গুলি করে মারব তোমাকে আমি।' একটু থামল ডায়ানা, মুখটা লাল হয়ে গেছে। 'নতুন এসেছ এখানে তাই জানো না আমার বাবার ক্ষমতা কতোখানি। লোভ করলে মরতে হবে তোমাকে। একটা পরামর্শ দিচ্ছি, নিজের ভাল চাইলে অন্যের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা বাদ দিয়ে পালাও সময় থাকতে।'

পিট বুঝতে পারছে এখন এই মেয়েকে কিছু বোঝানো যাবে না। বিল রাইসের মেয়ে ও, স্থির বিশ্বাস করে বসে আছে ওর বাবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। যে ষড়যন্ত্র করছে সে নোংরা চাল চালছে বিল রাইসের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে! সময় হলে হয়তো নিজেই বুঝবে কে ঠিক পথে আছে আর কে বেঠিক পথে। উঠে দাঁড়াল পিট, বিছানা থেকে গানবেল্ট তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল।

'জানালা দিয়ে যাও,' চাবুকের মতো শোনাল ডায়ানার গলাটা। 'দরজা খুললে বাবা জেগে যেতে পারে।'

জানালার কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল পিট। কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর নরম গলায় বলল, 'ভুল বোঝানো হয়েছে তোমাকে,

ডায়ানা। মিথ্যেকে সত্যি বলে জেনেছ তুমি। তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। খাঁটি অন্তর নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম আমি, এখন যে চলে যাচ্ছি, কোনও রাগ বা ক্ষোভ নিয়ে যাচ্ছি না। সে-রাতে যে-ঝর্নায় আমাদের দেখা হয়েছিল, সেখানে আগামী পরশু সন্ধ্যায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করব আমি। আশা করি তুমি আসবে, এরমধ্যেই ভুল ধারণা ভাঙবে তোমার।'

তরুণীর জবাবের জন্য অপেক্ষা করল পিট। কোনও জবাব না পেয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। নিরাপদেই বের হতে পারল বাড়িটা থেকে। ভোরের সামান্য আগে দলের সঙ্গে মিলিত হলো ও। ওর গম্ভীর, চিন্তিত, হতাশ চেহারা দেখে কী ঘটেছে জিজ্ঞেস করল না জনসন বা রিচি। তিনজন নীরবে এগিয়ে চলল জে এম রানশের পথে।

রানশহাউসের কাছাকাছি পৌঁছেই টের পেল ওরা প্রবল কোনও ঝড়ে যেন তছনছ হয়ে গেছে সব। ঝোপগুলো এখন দোমড়ানো। করালের খুঁটিগুলো উপড়ে পড়ে আছে। ওগুলোর পাশে চারটে ঘোড়ার লাশ। গুলি করে মারা হয়েছে জন্তুগুলোকে। চারপাশ নিস্তব্ধ। জায়গাটা পরিত্যক্ত মনে হলো ওদের কাছে। সতর্ক হয়ে উঠল ওরা, ভয় পাচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু একটা হয়েছে এখানে। ঘোড়া থেকে নেমে অস্ত্র হাতে রানশহাউসের দিকে এগোল তিনজন, অক্ষত ঘরটার জানালা দিয়ে ডেলকে সাবধানে উঁকি দিতে দেখল।

'কী হয়েছে, ডেল?' উদ্বেগ প্রকাশ পেল পিটের কণ্ঠে।

'হামলা করেছিল ওরা,' নিচু গলায় বলল ডেল। 'সংখ্যায়

অনেক বেশি ছিল। পনেরো-বিশজনের কম হবে না। স্কট-উইলি, দু'জনই মারা গেছে গুলি খেয়ে। উরুতে গুলি খেয়েছে অ্যালান। আমি তখন বাইরে ছিলাম, ফলে আমাকে নাগালে পায়নি। কিছুই করার ছিল না একা আমার। স্কট আর উইলির লাশ দুটো ঘরে এনে রেখেছি। এসো তোমরা।'

ভেতরে ঢুকল পিট, জনসন ও রিচি। তিনজনের চেহারাই মারাত্মক গম্ভীর। পাশাপাশি পড়ে আছে তিনটে দেহ। স্কট ও উইলির মাথায় গুলি করা হয়েছে, ধূসর মগজ বেরিয়ে এসেছে ফাটা খুলির ফাটল দিয়ে। অ্যালান নিথর পড়ে আছে; এখনও জ্ঞান ফেরেনি তার।

কাঁধে একটা হাত পড়তে মৃতদেহগুলোর দিক থেকে চোখ ফেরাল পিট। জনসন হাত রেখেছে ওর কাঁধে। মৃদু কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, 'পিট, শোধ নেব আমরা ওদের হত্যাকাণ্ডের। দায়ী একজনও আমাদের হাত থেকে রক্ষা পাবে না।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল পিট, মুখে কিছু বলল না। ডেলের দিকে তাকাল রিচি। 'ওদের কবর দিতে হবে। আমার সঙ্গে এসো।'

নয়

পিট মিলার্ড। কেমন মানুষ আসলে সে? চেহারা দেখলে সত্যিকারের ভদ্রলোক মনে হয়। যা বলে গেল তা অন্তর থেকে বলেছে বলেই মনে হয়েছে ডায়ানার। কিন্তু ওই যুবক তো বাবার সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নিতে চায়! অথচ যুবককে মন থেকে সরাতে পারছে না কেন সে? মানুষটাকে ফিরিয়ে দিয়ে ঠিক কাজই করেছে তো? বারবার নিজেকে বোঝাচ্ছে ডায়ানা, যা করেছে তা ঠিকই করেছে, কিন্তু মন কেন যেন মানছে না। বিবেকের দংশন হচ্ছে কেন? দু'চোখ থেকে ঘুম যেন পালিয়েছে। চোখ বুজলেই পিট মিলার্ডের লাজুক, অপ্রস্তুত চেহারাটা ভেসে উঠছে মনের পর্দায়।

সবসময় ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠে ডায়ানা, বেরিয়ে পড়ে পাহাড়ী, নির্জন এলাকায় ঘুরতে। ভোরের কোমল আলো, হালকা কুয়াশা, সিডার-পাইন-বার্চের ঘন জঙ্গলের বুনো ঘ্রাণ—এসব ওর মনে বরাবরই প্রশান্তির আমেজ এনে দেয়। আরও ভালবাসে ও নির্জন ওই পাহাড়ী ঝর্নায় স্নান করতে। কখনও ভাবেনি ওখানে কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। অথচ ওখানেই পিট

মিলার্ডের সঙ্গে ওর দেখা হলো। মানুষটা সুযোগ পেয়েও ওর কোনও ক্ষতি করেনি। করতে পারত। বাধা দেয়ার ক্ষমতা ওর ছিল না। বাচ্চাদের মতো নিষ্পাপ দুষ্টুমি করতে গিয়ে বোকা হয়ে গিয়েছিল পিট মিলার্ড। যে-লোক অন্যের সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে, তাকে কি ওরকম সরলতা মানায়? কিছুতেই যেন হিসেব মেলাতে পারছে না ডায়ানা। কী বলে গেল যুবক? ওর ব্যাপারে মিথ্যে ধারণা দেয়া হয়েছে?

বাকি রাত এপাশ ওপাশ করে কাটল ডায়ানার, তারপর ভোরের আলো ফোটার বেশ কিছুক্ষণ পর উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। আজ বেড়াতে বের হতে ইচ্ছে করল না। হাত-মুখ ধুয়ে নীচে, নাস্তার টেবিলে চলে এলো ডায়ানা। দেরি হয়ে গেছে ওর। বিল রাইস নাস্তা সেরে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। মেয়েকে দেখে ঠোঁট থেকে মগ নামিয়ে হাসল। 'কী, আজ যে ভোরের পাখির জেগে উঠতে দেরি হয়ে গেল মনে হচ্ছে?'

'বই পড়তে পড়তে ঘুমাতে দেরি হয়ে গিয়েছিল,' বাবার চোখে চোখ রাখতে পারল না ডায়ানা। খানিক ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'শুনলাম পিট মিলার্ড নামের এক লোক নাকি আমাদের একটা রানশ দখলের চেষ্টা করছে। সত্যি?'

সন্দেহের দোলায় দুলে উঠল অভিজ্ঞ ব্যাঙ্কারের মন। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে মেয়ের দিকে তাকাল সে। 'আচমকা এ-প্রসঙ্গ তুললে যে, ডায়ানা? কী শুনেছ তুমি এ-ব্যাপারে?'

'তেমন কিছু না।' চায়ে চুমুক দিল ডায়ানা, নাস্তা খেতে ইচ্ছে করছে না। 'জিজ্ঞেস করলাম কারণ এতো সাহস তো কারও হবার কথা নয়।'

'হতো না, যদি সে এই এলাকার লোক হতো,' স্বস্তি বোধ করল বিল রাইস, তবে গলা থেকে রাগ লুকাতে পারল না। 'ওয়েলকাম হোম নামের এক শহর থেকে নতুন এসেছে। অসম্ভব লোভী আর ছোটলোক। গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করছে এখানে এসেই। তবে চিন্তা কোরো না, ওর ব্যাপারে কঠোর আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

বাবা রেগে যাচ্ছে কেন বুঝতে পারল না ডায়ানা। ছোটবেলা থেকে তাকে দেখে এসেছে, শান্ত স্বভাবের মানুষ। আজ হঠাৎ কী এমন হলো যে পিট মিলার্ডের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে রাগ প্রকাশ পাচ্ছে তার?

'কী বলছে লোকটা?' জিজ্ঞেস করল ডায়ানা।

'যা খুশি তাই, আর কী বলবে! বলছে রানশটা নাকি ওর।'

'কোন্ রানশটা, বাবা?'

'জে এম।'

'অযথা ওটা নিজের বলে দাবী করছে সে? আশ্চর্য তো!'

'বদমাশ একটা জোচ্চোর ছোকরা ছাড়া আর কিছুই নয় ও,' বলল বিল রাইস। 'মনে করেছে যা খুশি তাই করে পার পাবে।'

একটু দ্রুত হয়ে গেল তার উত্তর। ডায়ানার মনে সন্দেহের ঢেউ জাগল। ও জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'ওই পিট মিলার্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।'

চমকে গেল বিল রাইস। 'কখন? কোথায়?'

বাবার চেহারার পরিবর্তনটা লক্ষ করল ডায়ানা। ইতস্তত করে বলল, 'হেক্টর আমাকে লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল।

তারপর স্যাম আঙ্কলের দোকানে তাকে দেখি, কেনাকাটা করছিল। নিজে থেকেই পরিচয় দিল। বলেছে আগামীকাল সন্ধ্যায় হিল স্প্রিঙে আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'ওখানে আসবে বলেছে? একা? আচ্ছা!' আগ্রহের আতিশয্যে সামনে ঝুঁকে এলো বিল রাইস। খুশি চাপতে পারছে না। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকে দেখল ডায়ানা। সেটা খেয়াল করে দ্রুত চেহারাটা নির্বিকার করে তুলল ব্যাঙ্কার। এবার তার চেহারায় ফুটে উঠল উদ্বিগ্ন বাবার রাগী ভাব। 'ওর এতো বড় সাহস, আমার মেয়ের সঙ্গে নির্জনে দেখা করতে চায়! আচ্ছামতো শায়েস্তা করতে হবে ওকে। বেয়াড়াপনার একটা সীমা থাকা উচিত।' চেয়ার ছাড়ল বিল রাইস, হ্যাট তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে বসে থাকল ডায়ানা। ভাবছে ওর বাবা কী করতে পারে। বাবা যে এতো রেগে যাবে সেটা কল্পনাও করতে পারেনি ও। কী করবে এখন বাবা? সম্ভবত আচ্ছামতো ধমকে দেবে যুবককে। ভাল। ধমক ওর খাওয়াই উচিত। সাহসের একটা সীমা থাকা উচিত। গভীর রাতে অপরিচিত একটা মেয়ের ঘরে এসে ঢোকে! কিন্তু বাবা জানতে চাইল কেন পিট মিলার্ড একা আসবে কি না? কেমন যেন খটকা লাগছে ডায়ানার। বাবার চেহারায় যেসব প্রতিক্রিয়ার খেলা ও দেখেছে তাতে এখন মনে হচ্ছে কথাটা ও না বললেই ভাল হতো।

ওদিকে সোজা ব্যাঙ্কে চলে এলো বিল রাইস। রেড ফক্সকে ডেকে বলল, 'ডিয়ান রোডার, অ্যান্ড্রিউ ট্রেযেডা আর মোরালেসকে খবর দাও এক্ষুনি। বলবে জরুরি আলাপ আছে।

দেরি না করে যাতে আমার অফিসে চলে আসে।'

নিঃশব্দে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেল রেড ফক্স।

বিকেল হয়ে এলো। বাতাসে শীতল আমেজ। শীত পড়তে শুরু করেছে। পাখিরা গরম অঞ্চলের দিকে সরে যাচ্ছে। একটা সিডারের কাণ্ডে হেলান দিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে পিট। মন ভাল নেই ওর। পরশু রাত থেকেই শঙ্কায় ভুগছে, ডায়ানা আসবে তো?

অন্যদের সঙ্গে করাল, বাঙ্কহাউস মেরামতির কাজে হাত দিয়েছে ও, কিন্তু মনটা পড়ে ছিল ডায়ানার কাছে। কোনও কিছুতে মন বসছে না ওর। শেষে আর থাকতে না পেরে জনসনকে খুলে বলেছে সে-রাতে কী ঘটেছিল। তবে এটা বলেনি কোথায় ডায়ানার সঙ্গে ওর দেখা করার কথা। বারবার ওকে বারণ করেছে জনসন, ও যাতে ডায়ানার সঙ্গে দেখা করতে না যায়। নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, কাজটা ভীষণ বোকামি হবে। কিন্তু ওর কথা এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে পিটের। যাবেই ও দেখা করতে। দুনিয়ার কোনও শক্তি নেই ওকে ফেরায়। কিন্তু...ডায়ানা আসবে তো? ডায়ানা তো ওকে সে-রাতে প্রত্যাখ্যান করেছে। কথা দেয়নি যে ও আসবে। তবুও পিটের মন বলছে, আসবে, ডায়ানা ঠিকই আসবে। না এসে ও পারে না।

পিটের আবেগ জনসনকে একফোঁটাও ছোঁয়নি। ওর ধারণা পিটের জন্য ফাঁদ পাতা হবে ওখানে। যুক্তি আছে ওর

চিন্তাধারায়। তারপরও পিট যাবেই শুনে ও বলেছে, 'তা হলে আমিও যাচ্ছি।'

আপত্তি করেছিল পিট, জনসন শুনবে না। যাচ্ছে সে-ও। পিট ঠিক করেছে সময় এলে জনসনকে না জানিয়ে সরে পড়বে ও। জনসনের উপস্থিতিতে ডায়ানা ভয় পেতে পারে, লজ্জা পেয়ে কথা না-ও বলতে পারে। আর সত্যিই যদি ওখানে ফাঁদ পাতা হয় তা হলে ওর কারণে জনসন বিপদে পড়ুক তা চায়নি পিট।

সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই বিশেষ। রওনা হবার সময় হয়ে এলো। জনসনকে টের পেতে দেয়া যাবে না ও যাচ্ছে। বাঙ্কহাউসে তাস পেটাচ্ছে সবাই। তাদের হাসি-ঠাট্টার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও। জনসন একটানা ম্যাচের কাঠি জিতে নিচ্ছে বলে সবাই ওকে সন্দেহ করছে, অভিযোগের সুরে বলছে জনসন ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে চুরি করছে তাসে।

রানশহাউসে ঢুকল পিট, কাপড় পাল্টাল, নিজের সেরা পোশাক পরল। গানবেল্ট পরে নিল। একবার পরীক্ষা করে দেখল সিক্সগান দুটোতে গুলি ভরা আছে, তারপর রানশহাউসের পেছনে, আস্তাবলে চলে এলো। ওকে দেখে খুশিতে নাক ঝাড়ল সাইক্লোন।

নাকে হালকা ভাবে হাত বুলিয়ে ঘোড়াটাকে শান্ত করল পিট। সাইক্লোন বেশি খুশি হয়ে উঠে হ্রেষাধ্বনি করলেই সর্বনাশ। সতর্ক জনসন টের পেয়ে যাবে।

সাইক্লোনকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে সবগুলো ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিল পিট। পেছনে চাপড় দিয়ে ওগুলোকে বের করে দিল আস্তাবল থেকে। ঝোপঝাড়ে ঘুরুক। ওকে কেউ অনুসরণ

করতে চাইলে এখন আর সেটা সম্ভব হবে না। ঘোড়া ধরে ওর পিছু নেবার আগেই ও চলে যাবে আওতার অনেক বাইরে।

কাজটা করে নিশ্চিন্তে সাইক্লোনের পিঠে চাপল পিট, দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল ফটকের দিকে। জনসন খুরের আওয়াজ পেলে পাক, ওর পিছু নিতে হচ্ছে না তাকে।

আওয়াজটা ঠিকই পেল রে জনসন। ঘাড় ফিরিয়ে বাঙ্কহাউসের জানালা দিয়ে তাকাল সে, পিটকে চলে যেতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে আস্তাবলে চলে এলো জনসন। ওকে উদ্বিগ্ন দেখে অন্যরাও চলে এসেছে সঙ্গে। আস্তাবলে ঢুকে থম মেরে গেল সবাই। একটা ঘোড়াও নেই। ঝোপের মধ্যে ওগুলোর নড়াচড়ার আওয়াজ কানে এলো ওদের। ওগুলোকে ধরে এনে স্যাডল পরিয়ে রওনা হতে হতে অনেক সময় লেগে যাবে। জনসন সবাইকে খুলে বলল ঘটনা কী ঘটেছে। রাগে থমথম করছে ওর চেহারা। রাগটা পিটের ওপর নয়, নিজের ওপর। এরকম কিছু ঘটতে পারে সেটা আন্দাজ করতে পারা উচিত ছিল ওর।

এদিকে সাইক্লোনকে নিজের ইচ্ছেয় ছুটতে দিয়েছে পিট। ঝড়ের গতিতে মহা আনন্দে ছুটে চলেছে সাইক্লোন। কিন্তু পাহাড়টার কাছে এসে ওর গতি কমাল পিট। এতোক্ষণ ডায়ানার চিন্তায় মশগুল ছিল ও, এবার সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল। মনের মধ্যে খেলা করছে অনেকগুলো অনুভূতি। ডায়ানা এসেছে তো? কোনও ফাঁদ পাতা হয়েছে ওর জন্য? অস্ত্রহাতে অপেক্ষা করছে কোনও আততায়ী?

সাইক্লোনের পিঠ থেকে নামল পিট বনের প্রান্তে।

ঘোড়াটাকে বাঁধল না, ছেড়েই রাখল, তারপর পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলল ঝর্নাটার দিকে। দূর থেকে জলধারার কুলকুল ধ্বনি শুনতে পেল।

চলে এলো ও ঝর্নার পাড়ে। নেই কেউ। বুকটা খাঁ-খাঁ করে উঠল পিটের। তা হলে আসেনি ডায়ানা? নাকি এসেছে, আড়ালে অপেক্ষা করছে কোথাও?

'ডায়ানা?' জোরে ডাকল পিট। প্রতিধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠ। জবাব দিল না কেউ। 'ডায়ানা?' আরও গলা চড়াল ও। এবার জবাব পাওয়া গেল।

না, ডায়ানা জবাব দেয়নি, জবাব দিয়েছে একটা উইনচেস্টার রাইফেল! কড়াৎ করে গর্জে উঠেছে অস্ত্রটা। পিটের মাথার পাশে উইলো গাছে বিঁধল শক্তিশালী বুলেট। পরের বুলেট লাগল পিটের পাশের একটা পাথরখণ্ডে। দেরি না করে ঝাঁপ দিয়ে ঝর্নায় পড়ল পিট, আগেই দু'হাতে বেরিয়ে এসেছে সিক্সগান দুটো। পানির ওপরে মাথাটা সামান্য জাগিয়ে রাখল ও, অস্ত্র ধরা হাত দুটো তুলে রেখেছে। চারপাশে তাকাচ্ছে ও, প্রতিপক্ষকে খুঁজছে। কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই। দেখা গেল না কাউকে। কোথায় লুকিয়ে আছে লোকটা? জবাবটা শীঘ্রি পেয়ে গেল ও।

'পিট মিলার্ড!' পাহাড়ের ওপর থেকে ভেসে এলো কণ্ঠটা। চিনতে পারল ও। মার্শাল নেড হিকার। 'আমরা জানি তুমি কোন্ গর্তে সেঁধিয়েছ। অস্ত্র ফেলে মাথার ওপর দু'হাত তুলে উঠে এসো। পালাতে চেষ্টা কোরো না, গুলি খেয়ে মরবে। আমরা পুরো পাহাড় ঘিরে রেখেছি।'

রাগে, জেদে ভরে গেল পিটের মন। ক্ষোভটা কার ওপর বুঝতে পারল না। এটাই তো হওয়া স্বাভাবিক। ফাঁদ পেতে ওকে মারার ব্যবস্থা করেছে। ডায়ানা আসেনি, খুনির দল পাঠিয়েছে ওকে শেষ করতে। খুনই যদি ও করতে চায় তা হলে সে-রাতে নিজের ঘরেই তো করতে পারত! সে-রাতে ওকে ছেড়ে দিয়ে এখন এখানে ফাঁদ পাতার কারণ কী! নিজের হাতে মারার উপযুক্ত মনে করেনি ওকে ডায়ানা? রাগে কাঁপছে পিট। ঝর্না থেকে উঠল না, চিৎকার করে বলল, 'হিকার, কী চাও তুমি!'

'আমরা তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছি, পিট মিলার্ড,' জবাব দিল মার্শাল। 'অনেকগুলো অভিযোগ আছে তোমার নামে। এবার ঝর্না থেকে উঠে এসো!'

নির্দেশ না মেনে আর কোনও উপায় নেই। ও যদি না ওঠে তা হলে লোকগুলো গাছের আড়ালে এগিয়ে এসে পাখি-মারার মতো সহজে ওকে খুন করতে পারবে। আফসোস হলো পিটের, এখন জনসন সঙ্গে থাকলে দু'জন মিলে উদ্ধার পাবার একটা না একটা পথ বের করে নিতে পারত ওরা। ঝর্না থেকে উঠল পিট, আবছা আঁধারে দেখল বেশ কয়েকজন রাইফেল বাগিয়ে এগিয়ে আসছে। অস্ত্রগুলোর নল মাঝে মাঝে চাঁদের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে।

'অস্ত্র ফেলে দাও,' নির্দেশ দিল মার্শাল। সাফল্যের হাসি চাপতে পারছে না সে। 'চালাকি করতে যেয়ো না, খুন হয়ে যাবে।'

সিক্সগান দুটো হাত থেকে ছেড়ে দিল পিট, ধীর পায়ে এগোল মার্শালের দিকে। ওর উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে থমকে

দাঁড়িয়ে পড়েছে নেড হিকার, ভ্রূ কুঁচকে উঠল তার। রাইফেল হাতে লোকগুলোও যেন একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে। ঠিক মার্শালের সামনে থামল পিট, দু'হাতে মোটকু লোকটার কলার চেপে ধরে ঝাঁকি দিল, ঠিক যেমন করে ধরা-পড়া ইঁদুরের ঘাড় ঝাঁকায় শিকারী বিড়াল। চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করল ও, 'ডায়ানা কোথায়?'

'ডা-ডায়ানা?' ভয় পেয়ে তোতলাল মার্শাল। 'আ-আমি…'

'তুমিই ডায়ানা? তা হলে বলতে হয় হঠাৎ করে অনেক মোটা হয়ে গেছ তুমি!' জোর এক ঝাঁকি দিয়ে তাকে ছেড়ে দিল পিট। হোঁচট খেয়ে এক পা পিছাল মার্শাল, তারপর ব্যস্ত ভঙ্গিতে কলার ঠিক করল। তাকাল এদিক ওদিক। কারও মুখে হাসির আভাস নেই। কিন্তু অন্যদিকে ফিরলেই আরেকদিক থেকে ফিকফিক হাসির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে।

'বাঁধো একে!' খেঁকিয়ে উঠল নেড হিকার। অপমানটা বড় বেশি গায়ে লেগেছে তার। লাগত না, যদি এতোগুলো লোক সামনে না থাকত। সন্দেহ নেই শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়বে, কীভাবে নিরস্ত্র পিট মিলার্ডের ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছিল সে।

আগে সবাই মিলে আচ্ছামতো পেটাল পিটকে, তারপর হাত পেছনে নিয়ে শক্ত করে বাঁধা হলো, তোলা হলো একটা ঘোড়ায়। দু'পাশে দু'জন আর পেছনে একজন অস্ত্র হাতে পাহারায় থাকল। এপর্যন্ত কোনও বাধাই দেয়নি পিট, মনটা ভেঙে গেছে ওর। বারবার একটা চিন্তাই ওর মাথায় আসছে: ডায়ানাকে দেখলে নিষ্পাপ মনে হয়, অথচ ওর মন তা হলে এরকম!

মার্শালের অফিসের সামনে এসে থামল দলটা। কী ঘটছে দেখতে জড়ো হয়েছে অনেকে। গোলমাল হতে পারে মনে করে কয়েকজন ঝটপট ফিরে গেল নিজেদের বাড়িতে। পিটের পাহারায় ছ'জনকে রাখল নেড হিকার, অন্যদের আপাতত ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলল।

নিজেকে বিপদমুক্ত মনে হচ্ছে এখন মার্শাল নেড হিকারের। মনোবল ফিরে পেয়েছে শহরে ঢুকে। এখন আর পিটের সঙ্গীসাথীরা হামলা করতে সাহস পাবে না। কাজেই পিটের পাশে থামল সে, পুরু লালচে ঠোঁটে সাফল্যের হাসি নিয়ে বলল, 'নামো! মনে করেছ নাকি তোমাকে আদর করে নামাব আমরা?'

পিট মিলার্ডের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে হাসিটা আরও চওড়া হচ্ছে তার। প্রচণ্ড মার খেয়ে চোখ-মুখ ফুলে গেছে পিটের। কপালে একটা আলু গজিয়েছে। সারাশরীরে অসহ্য ব্যথা। তবুও কারও সাহায্য চাইল না ও, হাত বাঁধা অবস্থায় নামতে চেষ্টা করল ঘোড়াটার পিঠ থেকে। হাঁটু ওর শরীরের ভর রাখতে পারল না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল পিট রাস্তার ধুলোয়। কপাল ঠুকে গেল একটা পাথরে। অবশ হয়ে গেল শরীর। ওঠার শক্তি হারিয়েছে পিট। মেরুদণ্ডে সবুট লাথি খেয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মৃদু গোঙানি বেরিয়ে এলো ওর মুখ দিয়ে।

মজা পেয়ে খলখল করে হেসে উঠল নেড হিকার। হাসির তালে তালে মস্ত ভুঁড়ি নাচছে তার। 'ওঠ!'

দাঁতে দাঁত চেপে হাঁটুতে ভর দিয়ে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল পিট. টলছে, মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে আবার। সরাসরি

মার্শালের চোখে তাকাল ও, জ্বলছে ওর চোখ দুটো। নিচু স্বরে বলল, 'ভুল করলে তুমি।'

'ওরকম করে তাকালে চোখ গেলে দেব,' দম্ভের সঙ্গে বলল নেড হিকার। 'পথেই ঝুলিয়ে দিতাম, কিন্তু বেঁচে গেছ প্রাণে মারতে নিষেধ আছে বলে। তাই বলে পঙ্গু করতে বারণ করেনি কেউ।'

হিকারের ইশারায় ঠেলাধাক্কা দিয়ে মার্শালের অফিসে ঢোকানো হলো পিটকে, সেখান থেকে গরাদের পেছনে। দরজায় তালা মেরে দেয়া হলো। হাতের বাঁধন খোলা হয়নি ওর। তিক্ত মনে ভাবল পিট, নিরস্ত্র একাকী একজন লোককে কয়েদে পুরে ছয়জন পাহারা দিচ্ছে, তারপরও এদের সাহস হচ্ছে না ওর হাতের বাঁধন খুলে দেবার!

চুপ করে বসে থাকল ও। একটা কথা চিন্তা করে খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছে, সাইক্লোন লোকজন দেখে সরে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই জে এম রানশে ফিরবে। সাইক্লোনকে একা ফিরতে দেখলেই জনসনরা বুঝে যাবে বিপদে পড়েছে ও। ওকে নিশ্চয়ই খুঁজতে শুরু করবে। হয়তো সাহায্য পাওয়া যাবে ওদের কাছ থেকে।

দশ

গভীর, নিস্তব্ধ রাত। আজ রাতে ঝিঁঝিও ডাকছে না। থমথম করছে প্রকৃতি। ঘরের ভেতর চোখ বুলাল রে জনসন। শুয়ে আছে সবাই, কিন্তু একজনও ঘুমায়নি, এপাশ ওপাশ করছে। সবার মনে একই প্রশ্ন: পিট এখনও ফিরল না কেন? কোনও বিপদে পড়েছে?

এমনিতে ভদ্র মেয়েদের শ্রদ্ধা করে জনসন, পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। তবে সব মেয়েই ভদ্র নয়। সবার মনই কোমল নয়। এমনও মেয়ে ও দেখেছে, যারা স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের সন্তানকেও বলি দিতে দ্বিধা করেনি। ডায়ানা রাইসকে খারাপ মেয়ে বলে মনে হয়নি জনসনের। মনে হয়নি কুটিল, নীচ, নিষ্ঠুর কিংবা লোভী। তারপরও কথা থেকে যায়। চেহারা দেখে আসলে কি কাউকে চেনা যায়? চিনতে হলে জানতে হয় অন্তরটা। মানুষকে অন্তর দেখেই বিচার করে জনসন। পিটের মুখে শুনেছে সে-রাতে নিজের ঘরে সিক্সগানের মুখে পিটকে বের করে দিয়েছিল ডায়ানা রাইস। প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেই মেয়েই আজ ওর সঙ্গে এতো রাত পর্যন্ত সময় কাটাচ্ছে তা কী করে হয়!

কোনও ভদ্রমেয়ে এতো রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবে না স্বল্পপরিচয় কোনও পুরুষের সঙ্গে। ধরেই নেয়া যায় ডায়ানা রাইস পিটের সঙ্গে দেখা করতে যায়নি। সেক্ষেত্রে অনেক আগেই পিটের ফিরে আসার কথা। অথচ আসেনি সে।

'রিচি?' নিচু গলায় ডাকল জনসন। সাড়া পেয়ে বলল, 'আগেই তোমাদেরকে আমার জানানো উচিত ছিল পিট একা যেতে চায় বিল রাইসের মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে।'

'জানলে কী করতে পারতাম আমরা?' সান্ত্বনার সুরে বলল রিচি। 'ওকে বাধা দিয়ে ঠেকাতে পারতাম? বোকার মতো মেয়েটাকে ভালবেসে ফেলেছে পিট। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে দেখা করতে গেছে। জানে ফাঁদ পাতা হতে পারে ওর জন্যে, তারপরও।'

মাথা নাড়ল জনসন। একমত হতে পারছে না। 'তবুও, আমরা সতর্ক থাকলে একা যেতে পারত না ও। বিপদ হলে একসঙ্গে মোকাবিলা করতে পারতাম সবাই।'

পায়ের আওয়াজ পেল ওরা, এগিয়ে আসছে। ঘরে ঢুকল ডেল। উত্তেজিত স্বরে ফিসফিস করল, 'কে যেন আসছে!'

কথাটা শুনেই উঠে পড়ল সবাই। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র বেরিয়ে এসেছে। জানালার পাশে অবস্থান নিল জনসন। ঝোপ ভাঙার আওয়াজ হচ্ছে। তারপর দেখা গেল ওটার মাথা। আঁধারে কালো অবয়ব আরও কালো দেখাচ্ছে। এবার ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো পুরো শরীর। প্রকাণ্ড দেহটার পাশে চলে গেল অপেক্ষাকৃত ছোট আরেকটা ছায়া, হুহ্! করে একবার ডেকে থেমে গেল। সাইক্লোনকে যেন স্বাগত জানাল জো।

পরস্পরের দিকে তাকাল ঘরের সবাই। জানালা টপকে বারান্দা হয়ে উঠানে নামল জনসন। সবাই ওরা বুঝে গেছে, মস্ত কোনও বিপদে পড়েছে পিট।

পিঠের ওপর রাইফেলের কুঁদোর জোর এক গুঁতো পড়তেই সজাগ হয়ে উঠল পিট। নীরবে ব্যথাটা সহ্য করল। তিক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও, হিকার?' বিদ্যুদ্বেগে মাথা কাজ করছে ওর। তা হলে কি ফাঁসিকাঠ তৈরি হয়ে গেছে? এখনই ওকে নিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হবে? হয়ে গেছে তা হলে সিদ্ধান্ত?

ঘোঁৎ করে নাক দিয়ে আওয়াজ করল মার্শাল নেড হিকার। 'ওঠো। আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।'

হাজত থেকে বের করে আনা হলো ওকে। ছয়টা রাইফেলের সামনে তোলা হলো ঘোড়ার পিঠে। পা বেঁধে দেয়া হলো ঘোড়ার পেটের তলা দিয়ে। নীরবে এগিয়ে চলল দলটা।

ব্যাঙ্কের কাছাকাছি আসার পর গন্তব্য কোথায় সেটা আন্দাজ করতে পারল পিট। বাঁক নিল পাসি, অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত পথে এগিয়ে চলল। পাথরের তৈরি বিরাট বাড়িটার সামনে পৌঁছে যেতে বেশিক্ষণ লাগল না। ওখানে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে আরও দশ-বারোজন। মার্শালকে দেখে খুলে দেয়া হলো বাড়ির গেট। ভেতরে ঢুকল সবাই। বাঁধন খুলে এক টানে ঘোড়ার পিঠ থেকে পিটকে নামিয়ে আনল শক্তিশালী এক লোক। অস্ত্রের মুখে ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। আগে আগে চলেছে হোঁদল মার্শাল। বাড়ির ভেতরে ঢুকল ওরা।

দরজা পেরোলেই প্রকাণ্ড একটা ঘর। সেখানে বেশ

কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছে। তাদের মধ্যে হেক্টর ও মুরও আছে। হেক্টরের মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা, দেখতে মমির মতো লাগছে। পিটকে দেখে আগুন ঝরল তার চোখ থেকে।

পিটের পরিচয় দিতেই বোধহয় হাঁ করেছিল মার্শাল নেড হিকার, কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল বিল রাইস। এগিয়ে এলো সে পিটের কাছে, তারপর টিটকারির সুরে বলল, 'ও, তা হলে তুমিই সেই ছোকরা যে নিজেকে রক বেনন বা জন ওয়েসলি হার্ডিনের মতো শক্ত লোক বলে মনে করো?'

'অতোটা শক্ত নই, তবে তোমার মতো নর্দমার কেঁচোও নই,' মুখে মুখে জবাব দিল পিট।

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল বিল রাইসের। তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি নিয়েছিল সে, এরকম পাল্টা আক্রমণ আশা করেনি।

'কাজের কথায় আসা যাক,' অস্বস্তিকর পরিবেশ দূর করতে তাড়াহুড়ো করে বলল কিট মোরালেস।

তার দিকে তাকাল পিট। পোশাক-আশাক ভদ্র হলেও লোকটার চেহারায় ফুটে আছে শঠতা, নীচতা, লোভ। চোখ দুটো দেখলে মরা মাছের কথা মনে পড়ে যায়।

এবার ডিয়ান রোডার মুখ খুলল: 'অনেক রাত হয়েছে, আলাপটা সেরে ফেলা যাক। আমি ডিয়ান রোডার।' হাতের ইশারায় গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্যদের দেখাল সে। 'ইনি বিল রাইস, ইনি কিট মোরালেস, ইনি অ্যান্ড্রিউ ট্রেযেডা।'

প্রত্যেকের চেহারা মনে গেঁথে নিল পিট।

এবার আরেক দিকে বসা লোকগুলোর দিকে হাত তুলল ডিয়ান রোডার। 'ও...'

'ওদের পরিচয় জানার কোনও দরকার নেই আমার,' শান্ত গলায় তাকে থামিয়ে দিল পিট। 'পালের গোদাগুলোর পরিচয় জানাই আমার জন্যে যথেষ্ট।'

দু' পা সামনে বেড়ে বিল রাইসের দিকে তাকাল হেক্টর। তার হাতে একটা ছোরা বেরিয়ে এসেছে। লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় চিকচিক করছে ওটার ধারাল ফলা।

'বাদ দাও, হেক্টর,' উদার গলায় বলল বিল রাইস।

জ্বলন্ত চোখে পিটের দিকে তাকিয়ে থাকল দানব হেক্টর।

ডিয়ান রোডার মুখ খুলল আবার: 'তুমি আসার পর থেকেই আলাপ করতে চাইছি আমরা তোমার সঙ্গে। কিন্তু অযথা পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছ তুমি। উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত এভাবেই তোমাকে ধরে আনতে হলো। অন্তর থেকে বলছি, সেজন্যে আমরা সত্যিই দুঃখিত।'

'আন্তরিক আলাপ করার আগে মারধর করার রীতি আছে সেটা এই প্রথম জানলাম,' রাগ চেপে বলল পিট।

কথাটা এড়িয়ে গেল ডিয়ান রোডার। 'নিশ্চয়ই জানো, তোমার বাবা খুন হবার পর থেকে আমরা চারজন রানশটার উন্নয়নে কঠোর পরিশ্রম করেছি?'

'ওখানে গিয়েই তা স্পষ্ট বুঝেছি,' টিটকারির সুরে বলল পিট। 'জঙ্গল তৈরির পরিকল্পনাটা প্রশংসনীয়।'

'কিন্তু ব্যবসা এখন খারাপ,' একটু থমকে গিয়ে বলল রোডার। 'লাভজনক নেই আর রানশটা। এতোগুলো বছর ওটার খোঁজ নাওনি তোমরা, একবারও আসোনি কী অবস্থা দেখতে, কাজেই ধরে নিচ্ছি ওটার ব্যাপারে তোমাদের খুব একটা আগ্রহ

নেই। আর সেজন্যেই, অনেকটা তোমার বাবার স্মৃতি রক্ষার জন্যেই আমরা ঠিক করেছি রানশটা কিনে নিয়ে নতুন করে ঢেলে সাজাব। মনে কোরো না দাম কম দেব আমরা। যা ন্যায্য তা-ই পাবে।'

পিট স্পষ্ট বুঝল সোনার খনির কথা অবলীলায় চেপে গেছে শঠ প্রৌঢ়। ভাবটা এমন: জোসেফ মিলার্ডের প্রতি আমাদের বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ অত্যন্ত লোভনীয় একটা প্রস্তাব দিচ্ছি তোমাকে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল পিট। 'বেশ, রোডার। তোমাদের প্রস্তাব শুনলাম। ভেবে দেখার জন্যে সময় দরকার আমার।'

তেড়ে এসে ঘুসি মারল হেক্টর। 'শালা! বস্‌দের নাম উচ্চারণের আগে মিস্টার বলবি!'

চট্ করে মাথা সরিয়ে ঘুসিটা এড়িয়ে গেল পিট, ওর বাম হাত লোহার মুগুরের মতো আঘাত করল হেক্টরের ডান কানে। ধড়াস করে মেঝেতে পড়ল হেক্টর, হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল, আবার তার হাতে ছোরা বের হয়ে এসেছে।

'হেক্টর!' কর্তৃত্বের সঙ্গে ডাকল বিল রাইস। থমকে গেল দানব। ঘৃণা নিয়ে পিটের দিকে তাকিয়ে আছে। তবে এগোল না আর এক পা-ও।

পিটের দিকে ফিরল মোরালেস। 'চিন্তাভাবনার জন্যে দু'দিন সময় দিচ্ছি আমরা তোমাকে। সিদ্ধান্তটা এরইমধ্যে নিতে হবে তোমাকে। দেরি করলে কিন্তু প্রস্তাব ফিরিয়ে নিতে পারি আমরা।'

'জবাব দু'দিনের মধ্যেই পাবে,' ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করল

পিট। 'আশা করি এবার আমি যেতে পারব?'

'ছিছি, কী বলো, শরীরের এই অবস্থায় তোমাকে একা ছেড়ে দেব?' বিদ্রূপের সুরে বলল বিল রাইস। 'এই দু'দিন তুমি আমাদের অতিথি। বিশ্রাম নাও, খাওয়া-দাওয়া করো, ভাল করে ভেবে দেখো কী সিদ্ধান্ত নেবে।'

তার মানে আমি বন্দি, ভাবল পিট। মুখে বলল, 'ঠিক আছে, সত্যিই আমার বিশ্রাম দরকার।'

মাথা কাত করে হেক্টরকে ইশারা করল বিল রাইস। সঙ্গে সঙ্গে তার সাহায্যে এগিয়ে এলো আরও কয়েকজন। পিঠে সিক্সগানের নলের খোঁচা খেল পিট। ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ওকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঘর থেকে বের করে আনা হলো বাড়িটার পেছনে, তারপর একটা গুদামঘরের ভেতর ঢুকিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো পুরু দরজা। একমাত্র লণ্ঠনের আলোয় চারপাশ দেখল পিট। আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই। মেঝেটা পাথরের। ছাদ ও দেয়ালও পাথরের। এবার সঙ্গে ঢোকা লোকগুলোর দু'জন দু'দিক থেকে শক্ত করে চেপে ধরল ওকে, অন্য তিনজন ঘুসির পর ঘুসি মারতে শুরু করল। একটানা বিশ মিনিট ঘুসি-লাথি মারা হলো ওকে। কোনও প্রতিরোধই করতে পারল না অসহায় পিট। রক্তাক্ত শরীরে জ্ঞান হারানোর সময় শুনতে পেল, ধুপ করে বন্ধ হয়ে গেল ঘরের দরজা। শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার হয়ে গেল ওর জগৎ।

পরদিন বিকেল। জে. এম রানশহাউস। আয়নার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে রে জনসন। না, চেহারাটা সুন্দর বলবে না কেউ।

চমৎকার কোনও ঘোড়ার সঙ্গে বেশ মিল আছে যদিও। রীতিমতো বড় মুখওয়ালা একটা স্ট্যালিয়ন বলা যেতে পারে। গোঁফটা আরও বিদঘুটে করে তুলেছে চেহারা। জ্ঞানী দোস্ত ব্যাগলের উপদেশ আরেকবার মনে পড়ল ওর: যার গোঁফ নেই সে পুরুষই নয়। কিন্তু গোঁফ কিছুতেই রাখা যাবে না এই পরিস্থিতিতে। উঁহু, রাখার কোনও উপায়ই নেই। ব্যাগলেকে আপাতত অগ্রাহ্য করতেই হচ্ছে! সিদ্ধান্তে এসে গোঁফ কামাতে শুরু করল জনসন। যদি বেঁচে থাকে আর ব্যাগলের সঙ্গে দেখা হয়, ব্যাগলে যদি জিজ্ঞেস করে ওর গোঁফ গেল কোথায়, তা হলে বলা যাবে, আরেকজন বন্ধুর প্রয়োজনে ওটা রাখা গেল না।

'রেডি হয়েছ?' ঘরে ঢুকল রিচি। থমকে দাঁড়াল সে রে জনসনের গোঁফহীন চেহারাটা দেখে, পরক্ষণেই ফিক করে হেসে ফেলল। সান্ত্বনা দিতে ভুলল না অবশ্য। 'মনে হচ্ছে ঠিক যেন গোঁফ ছাড়া সিংহ!'

'খুব খারাপ লাগছে দেখতে?' দীর্ঘশ্বাস চাপল জনসন।

হুহ্! জবাব দিল যেন জো। বেচারা তো মিথ্যে বলতে শেখেনি!

মাথা নাড়ল রিচি। 'সত্যি বলছি, চেনা যাচ্ছে না!' ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল সে। 'চলে এসো।'

ব্যাগ খুলে একটার ওপরে আরেকটা শার্ট পরতে শুরু করল জনসন। তিনটে শার্টের ওপর সোয়েটার পরে আয়নায় নিজেকে দেখে সন্তুষ্ট হলো। বেশ মোটা মানুষ মনে হচ্ছে এখন ওকে। হ্যাটের কানা টেনে দিল চোখের ওপর, তারপর সিক্সগান দুটো একবার নেড়েচেড়ে দেখে নিল, ঝুঁকে হালকা থাবড়া মারল

জো'র মাথায়। 'তুই এখানেই থাকছিস। আপাতত টা-টা।'

'টা-টা' শব্দটা শিখিয়েছে জনসন জোকে। কুকুরটা বুঝে গেল, এখন মনিবের সঙ্গে যাওয়া চলবে না ওর। থাকতে হবে এখানেই। কুঁইকুঁই করে মৃদু আপত্তি জানালেও মেনে নিল। তাকিয়ে থাকল করুণ চোখে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চাপল জনসন, কাউবয়দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল টাম্বলউইডের পথে।

ধীরেসুস্থে চলেছে জনসনের হাড় জিরজিরে ঘোড়াটা। রে জনসন যখন আউট-ল রক বেনন ছিল তখন ওটা প্রমাণ করে দেখিয়েছে, মনিবের প্রয়োজনে উল্কার গতিতে ছুটতে পারে মাইলের পর মাইল। এখন ওটাকে দ্রুত ছুটতে হয় না বললেই চলে, তবে এখনও সাধারণ যে-কোনও ঘোড়াকে পেছনে ফেলতে স্পীডির জুড়ি নেই। বলা যায় না, পিটের সাইক্লোনও হয়তো হার মানবে প্রতিযোগিতায় নামলে।

টাম্বলউইডে ঢোকার আগে হ্যাট আরও টেনে কপালের ওপর বসাল জনসন। রাস্তায় লোক চলাচল আছে, কিন্তু নতুন এই মোটাসোটা আগন্তুকের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাল না কেউ। মার্শালের অফিসের সামনে স্পীডিকে গ্রাউন্ড হিচ করে নামল জনসন, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল অফিসে।

অফিসের ভেতরের দৃশ্যটা গতবারের মতোই। টেবিলে দু' পা তুলে দিয়ে মুখ খুলে বিরাট হাঁ করে ঘুমাচ্ছে মার্শাল নেড হিকার। আগের মতো গুরুগম্ভীর ভাবে নাক ডাকছে তার। লালচে, থলথলে চেহারা ঘামে চকচক করছে। ঘুমের মধ্যেই ঘসঘস করে কান চুলকাল।

বিতৃষ্ণার সঙ্গে অপদার্থ লোকটাকে একবার দেখে নিয়ে দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে দিল জনসন। এবার নিঃশব্দে চলে এলো ঘুমন্ত মার্শালের পাশে। হাতে দাড়ি কাটার ক্ষুরটা, বেরিয়ে এসেছে। নেড হিকারের মুখ চেপে ধরল ও এক হাতে, অন্য হাতে ক্ষুর দিয়ে গলায় হালকা একটা পোঁচ মারল।

'ভুঁভুঁভুঁ!'

জেগে গেছে মার্শাল, কিন্তু মুখটা চেপে ধরে রাখায় কিছু বলতে পারল না। নড়বে সে-সাহস নেই। বুঝে ফেলেছে গলায় ক্ষুর ধরেছে কেউ। খানিকটা চামড়াও কেটে দিয়েছে। লোকটা যে-ই হোক, বিপজ্জনক কেউ।

'নেড, দোস্ত, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার,' মৃদু স্বরে বলল জনসন। 'মানুষটা আমি খুবই খারাপ, কাজেই মুখ থেকে হাত সরালেও চেঁচাতে যেয়ো না, এক টানে তোমার শুয়োরের মতো গলাটা ফাঁক করে দেব।' হাতটা সরিয়ে নিল সে মুখের ওপর থেকে।

থুতনি নিচু করে শার্টে পড়া এক ফোঁটা রক্তের দিকে আতঙ্কের সঙ্গে তাকাল নেড হিকার, তারপর চোখ তুলে দেখল জনসনকে। ভয়ঙ্কর চেহারাটা দেখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল তার চেহারায়। লোকটার গলার আওয়াজ চেনা চেনা লাগছে তার। তাকানোর ভঙ্গিটাও। কিন্তু লোকটা যদি তার পরিচিত কেউই হয়ে থাকে তা হলে এখন তার চেহারায় কী যেন নেই। এবার চিনতে পারল নেড হিকার। ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা। 'তু-তুমি রে জনসন না?'

জবাব না দিয়ে আফসোসের সঙ্গে মাথা নাড়ল জনসন।

'তোমার জায়গায় আমি হলে নিজের বউ-বাচ্চার কথা ভেবে চিন্তায় পড়ে যেতাম। আমি কে তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতাম না এখন।'

'মানে?' আগের চেয়ে অনেক বেশি ঘামতে শুরু করেছে নেড হিকার। থরথর করে কাঁপছে ঠোঁট জোড়া। রে জনসনের কথা তার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছে। 'শ্যালি-বিডের কী হয়েছে?'

জবাব দিল না জনসন। 'তোমার বাড়িটা তো শহরের বাইরে?'

উদ্বেগ বাড়ল মার্শালের। 'হ্যাঁ।'

নিষ্ঠুর হাসল জনসন। 'তোমার স্ত্রী-ছেলে আমাদের হাতে বন্দি।'

'কো-কোথায়?' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল মার্শাল।

'জে এম রানশহাউসে,' নির্দয় চেহারায় বলল জনসন। 'পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে তাদের। আমি যদি রাত বারোটার আগে রানশে না ফিরি তা হলে গুম খুন করে পাথরে বেঁধে ওদের লাশ হ্রদে ফেলা হবে।'

'ক-কী চাও তুমি?' ঘন ঘন ঢোক গিলল নেড হিকার।

সরাসরি কাজের কথায় এলো জনসন। 'পিট কোথায়?'

আতঙ্কিত নেড হিকার মিথ্যে বলতে সাহস পেল না। 'মিস্টার রাইসের বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে ওকে।'

আরও কঠোর হয়ে গেল জনসনের চেহারা। 'বাঁচিয়ে রাখার কারণ?'

'রানশটা ওর কাছ থেকে লিখিয়ে নিতে চান মিস্টার রাইস।'

'তার মানে মারধর করছে নিশ্চয়ই?' খপ করে মার্শালের

শার্টের কলার ধরে জোর এক ঝাঁকুনি দিল জনসন। 'তোমার নিজের পরিবারের ওপর এরকম অন্যায় হতে দেখলে কেমন লাগত তোমার?'

জনসনের চোখের দিকে তাকাতে পারল না নেড হিকার। লোকটার পরবর্তী কথা শুনে গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল তার।

'যদি বউ-বাচ্চা ফেরত চাও তা হলে আধঘণ্টার মধ্যে বিল রাইসের মেয়েকে এখানে এনে হাজির করো। চালাকি করতে যেয়ো না, হিকার। ভেবো না আমি এখানে অপেক্ষায় থাকব। তুমি তাকে নিয়ে আসার পর যেখানেই আমি থাকি না কেন, পরিস্থিতি আমার অনুকূলে বুঝলে ফিরে আসব।'

কাঁধ ঝুলে পড়ল নেড হিকারের। এখন তার মনে হচ্ছে মার্শালের চাকরির লোভ করাটা ছিল জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। কাঁপা গলায় বলল, 'যদি না আসে আমার সঙ্গে?'

'তা হলে বউ-বাচ্চার আশা ছেড়ে দিতে পারো,' সামান্যতম দয়া প্রকাশ পেল না জনসনের কণ্ঠে। কলার ধরে এক টানে মার্শালকে চেয়ার থেকে টেনে তুলে ফেলল সে, পরক্ষণে মোটা গর্দানে একটা জোরাল ধাক্কা দিয়ে বলল, 'যাও, দেরি কোরো না।'

একবার হোঁচট খেল নেড হিকার, তারপর প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল অফিস ছেড়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে লোকটাকে ঠিক রাস্তায় যেতে দেখল জনসন, তারপর পাশের আস্তাবলে ঢুকল দ্রুত পায়ে। একবিন্দু বিশ্বাস নেই নেড হিকারের মতো কাপুরুষদের।

আস্তাবলের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করতে চেষ্টা করল জনসন। ডায়ানা রাইস যদি আসে, তা হলে কী করবে ও? শহরের সবাই মেয়েটিকে চেনে, সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে তাকে কিডন্যাপ করতে পারবে না ও। সরাসরি আক্রমণে না গেলে এখন একটা কাজই করতে পারে ও, মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে পারে। তাতে হয়তো জানা যাবে পিট এখন ওই বাড়ির কোথায় বন্দি। তথ্যটা কাজে আসবে ওদের। মেয়েটার সঙ্গে কথা শেষে ভাবা যাবে কীভাবে পিটকে উদ্ধার করা যায়।

দেখতে দেখতে আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তারপর মার্শাল হিকারকে হন্তদন্ত হয়ে অফিসের দিকে আসতে দেখল জনসন। তার পাশে যে-মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে তার চেহারা দেখে মনে মনে তারিফ না করে পারল না ও। সত্যি, পিট মিলার্ডের রুচি আছে!

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল জনসন, কেউ ওঁৎ পেতে আছে বলে মনে না হওয়ায় অফিসে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে দাঁড়াল ওখানেই। ওকে দেখে মুখ কালো হয়ে গেল উদ্বিগ্ন মার্শালের। সামনে বসা তরুণীর দিকে তাকাল সে। 'মিস রাইস, এই লোকই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল।'

হাতের ইশারায় মার্শালকে দরজা দেখাল জনসন। 'তুমি এখন যাও, হিকার। আমাদের আলাপটা ব্যক্তিগত। মিনিট বিশেক পর ফিরে এসো। কোনও চালাকি নয়। চালাকি করলে তোমার বউ-বাচ্চা তো মরবেই, বিপদে পড়বে ডায়ানা রাইসও।'

মাথা নিচু করে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল নেড হিকার। দরজার ছিটকিনি আটকে দিল জনসন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটি। শঙ্কার

কোনও ছাপ নেই তার অপূর্ব চেহারায়, তবে কৌতূহলের ছাপ আছে।

'কী ব্যাপারে কথা বলতে চাও?' রিনিঝিনি করে উঠল ডায়ানার মিষ্টি কণ্ঠ। 'তোমাকে আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না! মার্শাল বলল তার সঙ্গে না এলে নাকি মস্ত বিপদ ঘটবে তার। নেড হিকারের স্ত্রী-ছেলেকে কিডন্যাপ করেছ তুমি। কেন?'

'উকিল হলে ভাল করতে, মিস রাইস,' জবাবে বলল জনসন। 'তোমার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে এখানে তোমাকে আনাইনি আমি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে। আনিয়েছি জরুরি কিছু বিষয় তোমার জানা দরকার মনে করেছি বলে।' একটু থামল ও, তারপর বলল, 'পিট কোথায় আছে সেটা নিশ্চয়ই জানো তুমি?'

'না তো!' অবাক হলো ডায়ানা। 'আমি জানব কী করে! শুনেছি সে তোমার বন্ধু, তোমারই তো জানা থাকার কথা সে কোথায়!'

ডায়ানা রাইস মিথ্যে বলছে বলে মনে হলো না জনসনের। 'পিট এখন আছে তোমাদের বাড়িতে,' গম্ভীর শোনাল ওর গলা। 'বন্দি করে রাখা হয়েছে তাকে।'

'আমাদের বাড়িতে?' ভ্রূ কুঁচকে গেল ডায়ানার।

'হ্যাঁ, তোমাদের বাড়িতে। পিটকে আটকে রেখেছে তোমার বাবা এবং তার কয়েকজন বন্ধু।' মেয়েটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে থামানোর ভঙ্গিতে হাত তুলল জনসন। 'কেন, সেটা জানো? টাকার লোভে। পিটের রানশটা চায় তারা। সেজন্যে খুন করতেও বাধবে না তাদের।'

বাবার ব্যাপারে এধরনের মন্তব্যের কারণেই হয়তো

অপমানে লালচে হয়ে গেল ডায়ানার মিষ্টি চেহারা। 'অসম্ভব!' জোর দিয়ে বলল।

'সম্ভব,' জনসনের গলা শান্ত। 'পিটের রানশে সোনা পাওয়া গেছে। খনি আছে ওখানে। আর সেটা দখলের জন্যেই বেপরোয়া হয়ে বেআইনী কাজে জড়িয়ে পড়েছে তোমার বাবা সহ বেশ কয়েকজন।'

'পিটের রানশ?'

'হ্যাঁ, পিটের রানশ। তুমি এ-ব্যাপারে কিছু জানো বলে মনে হচ্ছে না, কাজেই খুলে বলছি আমি, তোমার যদি কোনও আপত্তি না থাকে।'

'বলো,' একটু দ্বিধা করে বলল ডায়ানা।

ওর সঙ্গে পিটের কীভাবে দেখা হলো তা দিয়ে শুরু করল জনসন, একে একে বলে গেল এরপর কী কী ঘটেছে। খুনোখুনির কথা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ডায়ানার মুখ। জনসনের কথা শেষ হবার পরও খানিকক্ষণ কিছু বলল না সে, কী যেন ভাবছে, তারপর সরাসরি জনসনের চোখে তাকাল। 'বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনওটাই করছি না আমি তোমার কথা। হয়তো ঝর্নার ধারে দেখা করার কথাটা বাবাকে বলে দিয়ে সত্যি বিপদে ফেলে দিয়েছি আমি পিট মিলার্ডকে। জানি না কে সত্যি বলছে আর কে মিথ্যে। এখন থেকে যাচাই না করে কারও কথাই বিশ্বাস করব না আমি। ঠিক আছে, তুমি যা বললে তা সত্যি কি না সেটা আমি যাচাই করে দেখব। যদি তোমার কথা সত্যি হয় তা হলে কথা দিচ্ছি, আপ্রাণ চেষ্টা করব আমি তোমার বন্ধুকে মুক্ত করতে।'

'এর বেশি কিছু আমি আশা করছি না,' বলল জনসন। বুঝতে পেরেছে, পিট ও-বাড়ির কোথায় বন্দি সেটা জানে না ডায়ানা রাইস। 'আমার জানা দরকার ওকে বাড়ির ঠিক কোথায় আটক করে রাখা হয়েছে। সেটা যদি তুমি খোঁজ নিয়ে জানাতে পারো তা হলেও অনেক সাহায্য হবে আমার। কোথাও তোমার সঙ্গে একা দেখা করা সম্ভব?'

'আগামীকাল সন্ধ্যায় সেই পাহাড়ী ঝর্নার কাছে থাকব আমি, যদি তোমার কথা সত্যি হয় এবং তোমার বন্ধুকে মুক্ত করতে না পারি,' সামান্য ভেবে বলল ডায়ানা।

'ঠিক আছে,' রাজি হলো জনসন।

'আর কোনও কথা আছে?' চেয়ার ছাড়ল ডায়ানা।

'না।'

দরজা খুলে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল ডায়ানা দ্বিধান্বিত চেহারায়। দেরি না করে এক টুকরো কাগজে মার্শালের জন্য একটা চিরকুট লিখল জনসন, তারপর বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে এলো সে-ও।

চিরকুটে লেখা: *'নির্বোধ-গাধা, নিজের বউ-বাচ্চার খবরটাও রাখতে শেখোনি, তুমি হয়েছ মার্শাল? আমাকেও নির্বোধ মনে করেছ যে তোমার বউয়ের মতো একটা ভয়ানক খাণ্ডারনীর ধারেকাছে যাব? জানের ডর নেই আমার? মহিলার হেঁড়েগলার চিৎকার শুনে কানের পর্দা ফাটলে? অবস্থা তখন কী হবে সেটা ঠিকই ভেবেছি আমি। তোমার বউ এখনও বাড়িতেই আছে; যাও, তার বকাবাজি শোনো গিয়ে।...আর খারাপ ব্যবহারের জন্য দুঃখিত!'*

এগারো

বাড়ির দিকে হাঁটছে ডায়ানা, মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে নানান চিন্তায়। সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে মনে, তা হলে কি রে জনসনই সত্যি বলেছে? পিট দেখা করতে চায় শুনে বাবা অতি আগ্রহ দেখিয়েছিল। কারণটা কী? কিন্তু বাবা কি সত্যিই এতো লোভী যে মৃত বন্ধুর সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে চাইবে? মৃত বন্ধুর ছেলেকে খুন করাতে চাইবে লোভের বশবর্তী হয়ে? এও কি সম্ভব? বাবাকে ছোটবেলা থেকে সহজ-সরল মানুষ বলে জেনে এসেছে ও। মা মারা যাবার পর থেকে একই সঙ্গে মা ও বাবার আদর দিয়ে মানুষ করেছে বাবা ওকে, মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি। সেই মানুষটা এরকম একটা জঘন্য কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে? ছিহ্, কার কথা শুনে আজ বাবা সম্বন্ধে এসব ভাবছে ও? জনসনকে চেনেও না ও। কী নিশ্চয়তা আছে যে জনসন সত্যি বলছে? কোনও ভিত্তি আছে তার কথার? আছে কোন প্রমাণ? নেই। এখন তো মনে হচ্ছে রে জনসন লোকটা অসম্ভব মিথ্যেবাদী একটা জোচ্চোর, পিট মিলার্ডের সঙ্গে মিলে ওর বাবার র‍্যানশ দখল করতে ষড়যন্ত্র করছে। র‍্যানশটা যদি পিট

মিলার্ডেরই হতো তা হলে গত আঠারো বছরে ওটার খোঁজ নেয়নি কেন কেউ? রেগে উঠল ডায়ানা, কিন্তু রাগটা মিইয়ে গেল নাস্তার টেবিলে দেখা বাবার চেহারাটা মনে পড়ে যাওয়ায়। ওরকম ব্যগ্র-উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল কেন বাবা? তা হলে কি...

বাড়ি ফিরে সোজা নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল ডায়ানা। সিঁড়ির কাছে বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওর।

'কোথায় গিয়েছিলে, ডায়ানা? কী হয়েছে?' মেয়ের উদ্বিগ্ন, বিচলিত চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করল ব্যাঙ্কার।

'কিছু না, বাবা,' গলা স্বাভাবিক রাখতে রীতিমতো কষ্ট হলো ডায়ানার; 'মিলিদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। গল্প করে এলাম।' মিথ্যে বলে মনটা ছোট হয়ে গেল ওর।

মাথা নাড়ল বিল রাইস। 'একা কোথাও যেয়ো না আগামী কয়েকদিন। শহরের পরিস্থিতি ভাল নয়। যদি যেতেই হয় তা হলে হ্যাগার্ডকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ডায়ানা। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ওর। একটু একা থাকা দরকার এখন। দরকার শান্ত মনে চিন্তাভাবনার অবসর।

মাথায় হ্যাট চাপাল বিল রাইস। 'আমি বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হতে পারে। আমার জন্যে খাবার নিয়ে বসে থেকো না, খেয়ে নিয়ো।'

মাথা দোলাল ডায়ানা। বেরিয়ে গেল বিল রাইস। পেছন থেকে বাবার গমনপথের দিকে তাকিয়ে ডায়ানা ভাবল, যে মানুষটা তার সন্তানকে এতোখানি ভালবাসে, সে কি কখনও কোনও মানুষের ক্ষতি চাইতে পারে? বুকের ভেতরটা কেঁপে

উঠল ওর, যদি রে জনসন লোকটার কথাই সত্যি হয়? বাবা আসলেই পিটকে আটকে রেখেছে কি না সেটা একটু পরেই জানা যাবে। জানা যাবে বাবা সত্যিই নিষ্পাপ কি না। এক দিকে বাবা, যাকে ও অন্তর দিয়ে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে; অন্য দিকে সেই মানুষটা, যাকে মুখে স্বীকার না করলেও হৃদয় দিয়ে বসেছে ও। এতো ভালবাসার, পছন্দের দু'জন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে চরম দ্বন্দ্ব। কে সঠিক পথে আছে? কাকে বিশ্বাস করবে ও? নিজেকে অসহায় লাগল ডায়ানার।

বিশ্বাস হতে চায় না বাবা কোনও অপরাধ করতে পারে। কিন্তু পিট মিলার্ডকে লোভী এক নীচ লোক ভাবতেও বাধা আসছে বিবেকের কাছ থেকে। অন্তর্দ্বন্দ্বে পুড়ছে ডায়ানার হৃদয়।

ঘরে না গিয়ে বাড়ির পেছনের বাগানে চলে এলো ডায়ানা। সন্ধ্যার আঁধার ভাল মতোই ঘনাতে শুরু করেছে। বাড়ি ফিরে রাতের ঘুমের আগে আলাপ সেরে নিচ্ছে পাখির দল। ঝিরঝিরে বাতাসে গোলাপ ফুলের সুবাস। চমৎকার মোহময় একটা শান্ত পরিবেশ। তবে এসব ডায়ানার মন ছুঁলো না। সোজা গার্ডের ঘরের দরজায় টোকা দিল ও। সাড়া নেই। তারপর একটা গোলাপ ঝাড়ের আড়াল থেকে শটগান হাতে বের হলো কেইন হ্যাগার্ড।

ঘাড় ফেরাল ডায়ানা। 'আঙ্কল হ্যাগার্ড, কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

ডায়ানার চোখের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বুঝল জরুরি কোনও আলাপ করতেই এসেছে মেয়েটা। ছোটবেলা থেকে ডায়ানাকে দেখছে সে, নিজের সন্তানের মতোই স্নেহ করে। একমাত্র মেয়ে

এবং স্ত্রী বসন্তে মারা যাওয়ায় পছন্দটা অন্ধ-স্নেহে পরিণত হয়েছিল অনেক আগেই। ডায়ানার মিষ্টি ব্যবহার সবসময়ই তার জন্য একটা বিরাট সান্ত্বনা। ঘরের দরজা খুলল হ্যাগার্ড। ভেতরটা লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত। 'ভেতরে এসে বসবে?'

সাদাসিধে ভাবে সাজানো ঘরটায় ঢুকল ডায়ানা, কাঠের তৈরি খটখটে একটা চেয়ার টেনে বসল। বৃদ্ধ প্রহরী শটগান রেখে মুখোমুখি বসার পর বলল, 'একটা কথা জানতে এসেছি, আগে কথা দিতে হবে সত্যি বলবে তুমি।'

'কী ব্যাপারে কথা, মিস রাইস?' বড় হবার পর থেকে ডায়ানাকে নাম ধরে সাধারণত ডাকে না হ্যাগার্ড। 'আমি তো কখনও তোমার কাছে মিথ্যে বলিনি! আজই বা বলব কেন!'

কাউকে বিশ্বাস করব না আমি, নিজেকে আরেকবার মনে করিয়ে দিল ডায়ানা। হ্যাগার্ডের চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শুনলাম সেই পিট মিলার্ড নামের শয়তান লোকটা নাকি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল হ্যাগার্ড, 'কার কাছে শুনেছ?' সতর্ক দেখাচ্ছে তাকে। যার নুন খেয়েছে তার বিরুদ্ধে কথা বলার অভ্যেস নেই তার। একটু দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। লক্ষ্মী মেয়ে ডায়ানার কাছে মিথ্যে বলাও সম্ভব নয় তার পক্ষে।

'মার্শালের কাছে জেনেছি,' হ্যাগার্ডের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল ডায়ানা। 'কোথায় রাখা হয়েছে ওকে?'

খুকখুক করে কাশল হ্যাগার্ড, প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করছে কী বলবে। ডায়ানার জানা নেই পিট মিলার্ডকে এখানেই ওই পাশের গুদামে বন্দি করে রাখা হয়েছে। মিস্টার রাইস চাননি

ডায়ানা জানুক। জানলে নিজের বাবাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে কঠোর নীতিপরায়ণ মেয়েটা। ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করেছেন মিস্টার রাইস। পিট মিলার্ড যদি রানশ বিক্রি করতে রাজি হয় তা হলে মার্শালের অফিসে সাক্ষীদের সামনে টাকা পরিশোধ করা হবে তাকে। তারপর...তারপর যুবক শহর থেকে বের হলেই খুন করা হবে, লুকিয়ে ফেলা হবে লাশটা। কেউ জানবে না কখন, কোথায়, কীভাবে জীবন খুইয়েছে সে।

'আঙ্কল হ্যাগার্ড?' অধৈর্য শোনাল ডায়ানার কণ্ঠ।

'হ্যাঁ?' চিন্তার জগৎ থেকে বর্তমানে ফিরল বৃদ্ধ। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'এ-ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না, মিস রাইস। তোমার বাবার নিষেধ আছে।'

'আমারও জানা বারণ?' সন্দেহে দুলে উঠল ডায়ানার মন।

'হ্যাঁ।' তরুণীর দিকে তাকাচ্ছে না ভুলেও বৃদ্ধ হ্যাগার্ড।

ঢোক গিলল ডায়ানা, মনস্থির করল, তারপর বলল, 'যদি বলি পিটকে আমি ভালবাসি, তারপরও আমাকে তুমি জানাবে না ও কোথায়, কী হয়েছে ওর?'

থমকে গেল বৃদ্ধ হ্যাগার্ড। খুব একটা চিন্তাভাবনা করার মতো মানুষ ছিল না সে কখনোই, বিশেষ করে যাদের সে পছন্দ করে তাদের ব্যাপারে আবেগ-অনুভূতি দিয়েই পরিচালিত হয় সে। ডায়ানার কথায় নড়ে গেল। খানিক ইতস্তত করে বলল, 'ওকে গুদামঘরে আটকে রাখা হয়েছে।'

ধক্ করে উঠল ডায়ানার বুক। মুহূর্তে শূন্য হয়ে গেছে যেন ওর বুকের ভেতরটা। তা হলে রে জনসনই ঠিক বলেছিল? বাবা...কান্না চাপতে রীতিমতো কষ্ট হলো ওর। বুজে আসা

গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ওকে আটকে রেখেছে কেন?'

'যাতে রানশটা লিখিয়ে নিতে পারে,' দোটানায় ভুগছে এখনও হ্যাগার্ড। 'তুমি কাউকে বোলো না আমি বলেছি। বললে সর্বনাশ হবে আমার। খুন করে ফেলবে ওরা আমাকে।'

'কারা?' মন শক্ত করল ডায়ানা।

'মিস্টার রাইসের ভাড়া করা লোকরা।'

ঢোক গিলল ডায়ানা। 'আঙ্কল হ্যাগার্ড, তুমি বলেছ পিটের কাছ থেকে রানশ লিখিয়ে নেবার জন্যে ওকে বন্দি করা হয়েছে। কোন্ রানশ সেটা?'

'জে এম।'

'ওটা তা হলে বাবার রানশ না?'

'না। তবে আঠারো বছর ধরে ওটার দেখাশোনা মিস্টার রাইসই করছেন।'

'তার মানে পিটই ওটার মালিক?' কী করে কান্না চেপে রেখেছে নিজেও বলতে পারবে না ডায়ানা। গলার কাছে একটা দলা পাকিয়ে উঠছে ওর। বিল রাইসের মতো বড় মনের মানুষের মেয়ে বলে একটা গর্ব ছিল ওর, সে-গর্ব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

'উইলটা ওর নামেই,' বলল হ্যাগার্ড। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। 'তুমি কাউকে বলবে না তো যে আমি এসব বলেছি তোমাকে?'

'বলব না।' মাথা নাড়ল ডায়ানা। 'ভয় পেয়ো না, আঙ্কল হ্যাগার্ড। কেউ জানবে না আমি জেনে গিয়েছি। একটা অনুরোধ রাখবে?'

'বলো?'

'ওই গুদামের একটা চাবি দরকার আমার।'

কথাটা শুনে শিউরে উঠল বৃদ্ধ প্রহরী। 'চাবি দিলে আমাকে মেরে ফেলবে, ডায়ানা!'

মাথা নাড়ল ডায়ানা। 'না, পালাবে তুমি। পিট মুক্ত হতে পারলে নিশ্চয়ই তোমাকে সঙ্গে নিতে আপত্তি করবে না। পালাতে হলে ঘোড়া দরকার হবে ওর। তোমারও। ব্যবস্থা করতে পারবে?'

থম মেরে ভাবতে শুরু করল কেইন হ্যাগার্ড। মনিব যে এরকম লোক তা আগে ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি সে। গত ছ'টা মাসে যেন বদলে গেছে মানুষটা। নাকি এরকম নিষ্ঠুর-লোভীই ছিল, সে চিনতে পারেনি? ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে ছিল ভয়ঙ্কর এক দানব? কার নুন খায় সে? খুনির? ডাকাতের? অন্যদিকে মোড় নিল তার চিন্তাধারা। ডায়ানাকে সত্যিই পছন্দ করে সে। ওর জন্য ঝুঁকি নিতে পারবে না সে? বয়স তো কম হলো না, সারাটা জীবন পরের গোলামিই করে গেল। আর ক'দিনই বা বাঁচবে সে? ডায়ানা বলেছে ওই ছেলেটাকে ও ভালবাসে। এই তরুণ জুটির সুন্দর একটা ভবিষ্যতের জন্য ওর মতো একটা বুড়ো হাবড়া যদি জীবন দেয় তা হলে কী এসে যায়? আপনজন বলতেও তো কেউ নেই যে কষ্ট পাবে। চমৎকার মানাবে ডায়ানাকে ওই সৎসাহসী যুবকের পাশে। মনস্থির করে ফেলল হ্যাগার্ড। 'ঠিক আছে, ডায়ানা, চাবি পাবে তুমি। রাত আরেকটু বাড়ুক, তখন এসো। আস্তাবলের মালিক আমার পরিচিত, ঘোড়া জোগাড় করতে অসুবিধে হবে না।'

'ধন্যবাদ আঙ্কল হ্যাগার্ড,' বৃদ্ধের হাতে কোমল হাতটা

রাখল ডায়ানা, বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো প্রহরীর কুটির থেকে। বুঝতে পারছে, ওর এখন অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। সেটা কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। বিল রাইস কোথায় তার দুর্লভ সব অস্ত্রের সংগ্রহ রেখেছে সেটা ও জানে।

অবাক হতে হলো ওকে, বাবার অস্ত্রগুলোর সঙ্গে পিটের হোলস্টার ও সিক্সগান দুটো দেখে।

চুপ করে শুয়ে আছে পিট। সারাশরীরে অসহ্য ব্যথা। চামড়া ফেটে গেছে জায়গায় জায়গায়, মাংস থেঁতলে গেছে। ক্ষতগুলো থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে অবশ্য। ডায়ানার কথা ভেবে মনটা আরেক ধাপ খারাপ হয়ে গেল ওর। মেয়েটা এভাবে ওকে ফাঁদে না ফেললেও পারত। জেদি কিন্তু সরল মনে হয় মেয়েটাকে দেখলে, অথচ…এখন ওকে দেখলে হয়তো চমকে যাবে ডায়ানা। চোখ দুটো প্রায় বুজে এসেছে ওর, ঠোঁট ফেটে গেছে। কপালে দুটো আলু। বাম পা মচকে ফুলে গেছে, নাড়লেই চোখে আঁধার দেখছে। দুর্বলতা, ব্যথা ওকে আচ্ছন্ন করে রাখছে, সেটা একটা আশীর্বাদ, নইলে খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ত। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, এভাবে অত্যাচার না করে ওকে একেবারে মেরে ফেললেই ভাল করত বিল রাইস।

চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ঘুরে গেল ওর। সাইক্লোন নিশ্চয়ই এতক্ষণে রানশে ফিরেছে। জনসনরা বুঝবে বিপদে পড়েছে ও। তাতে খুব একটা লাভ হবে না। ওদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে না ও কোথায় বন্দি হয়ে আছে। জনসনের চেহারাটা চোখে ভাসল। হাল ছাড়বে না জনসন, ওকে খুঁজে বের করতে প্রয়োজনে শক্তি

প্রয়োগ করবে। বুদ্ধি আছে ওর। হয়তো মার্শালকে কোণঠাসা করবে। যদি কেউ ওকে এই বন্দিশালা থেকে উদ্ধার করতে পারে তা হলে পারবে ওই জনসন।

খুট করে একটা আওয়াজ হলো দরজায়। চোখ মেলল পিট। একবার ভাবল চোখ বুজে পড়ে থাকে। কিন্তু লাভ হবে না তাতে। অচেতন লোককেও মারবে এরা। আবার বোধহয় পেটাতেই আসছে লোকগুলো। খুনই করত, অনুমতি পায়নি বলে তা করতে পারছে না। হেক্টর আফসোস করে বলেছে: 'আরও দু'-তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে আমাকে।'

দরজা খুলে গেল। দরজায় সশস্ত্র ডায়ানাকে দেখে চুপ করে তাকিয়ে থাকল পিট। চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ওর ডায়ানাকে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে হাতের অস্ত্র নামিয়ে রেখে এগিয়ে আসতে দেখে।

বিস্ময়টা সামলে নিয়ে শ্লেষের স্বরে বলল ও, 'ভাল আছ? ঝর্নার ধারে দেখা হয়েছে তোমার পাঠানো লোকদের সঙ্গে।'

'পিট!' ওর অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়াল ডায়ানা। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। 'আমি…আমি…এ কী অবস্থা করেছে ওরা তোমার!' দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো ডায়ানা, হাঁটু মুড়ে বসল পিটের পাশে। কপালে হাত রেখে দেখল জ্বর আছে কি না। নেই। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ডায়ানার, অস্ফুট স্বরে বলল, 'ওদের আমি পাঠাইনি, পিট। ভাবতেও পারিনি আমার বাবা…' ফুঁপিয়ে উঠল। 'আমি তোমাকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'বের করে নিয়ে যেতে এসেছ?' দুঃখ পেলেও হাসার চেষ্টা করল পিট। ভাবছে, ভাল অভিনয় করতে পারে তো মেয়েটা!

'যাতে ওরা পলাতক আসামীকে গুলি করে মারতে পারে? অস্ত্র দিতে চাও, যাতে সবাই মনে করে আমি ছিলাম এক বিপজ্জনক ফেরারী?'

'না, পিট, আমি...এখন আমি জানি, তুমি সত্যি কথাই বলেছিলে, একটা মিথ্যেও বলোনি আমার কাছে,' আহত স্বরে বলল ডায়ানা। 'আমার বাবা যে এমন মানুষ তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। সেজন্যেই তোমার সিক্সগান আর গুলি নিয়ে এসেছি আমি, যাতে এখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারো। দেয়ালের ওপাশে বাড়ির পেছনে ঘোড়া রাখা আছে। তোমার সঙ্গে কেইন হ্যাগার্ড নামের একজন বিশ্বস্ত লোকও যাবে। অনেক বছর ধরে আমাদের প্রহরী সে। পারলে তাকে তোমার রানশে আশ্রয় দিয়ো।'

কষ্ট হলেও উঠে দাঁড়াল পিট। অপলক কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল ডায়ানার নিষ্পাপ চেহারা, তারপর এগিয়ে তুলে নিল নেভি কোল্ট .৪৫ সিক্সগান দুটো।

ডায়ানা বলল, 'বাবার কয়েকজন লোক সামনের গেটে আছে। বাকিরা তাস পেটাচ্ছে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে। সরে যেতে পারবে তুমি।' উদ্বিগ্ন দেখাল ডায়ানাকে। 'শরীরের এই অবস্থায় ঘোড়া চালাতে পারবে তো? না পারলে অন্য কোথাও তোমাকে লুকিয়ে রাখার কথা ভাবতে হবে।'

'তাতে ঝুঁকি অনেক বেশি, আমার সঙ্গে ধরা পড়ে যেতে পারো তুমিও,' বলল পিট। বিনা দ্বিধায় ডায়ানার কথা সত্যি বলে বিশ্বাস করেছে ওর অন্তর। 'আমি যেতে পারব। তবে একটা কথা...' ডায়ানার চোখে তাকাল পিট। 'সত্যি করে বলবে, আজ

যে তুমি এতো ঝুঁকি নিয়ে আমাকে মুক্ত করতে এসেছ, এ কি শুধুই ন্যায়পরায়ণতা, নাকি...'

মুখ নিচু করে নিল ডায়ানা। অশ্রু টলটল করছে ওর দু' চোখে। একবার পিটের চোখে চোখ রেখে সরিয়ে নিল। রক্তিম হয়ে উঠল মায়াময় মুখটা।

আস্তে করে ওর থুতনি উঁচু করল পিট, আলতো করে চুমু খেল অধরে, তারপর গাঢ় স্বরে বলল, 'জবাবটা এখন আমি জানি।'

'তুমি দেরি কোরো না,' লজ্জায় লাল চেহারায় তাগাদা দিল ডায়ানা।

নড়ল না পিট। 'আমি পালিয়েছি বলে তোমার কোনও বিপদ হবে না তো?'

'না।' মাথা নাড়ল ডায়ানা। ওর চোখে রহস্যময় দৃষ্টি। 'মায়ের কাছ থেকে পাওয়া দরকারী কিছু জিনিসপত্র নিয়েই রওনা হয়ে যাব আমিও। এমন একজনের কাছে যাব, যে জীবন থাকতে আমার কোনও ক্ষতি হতে দেবে না।'

আস্তে করে ব্যথায় ঝনঝন করা মাথাটা দোলাল পিট, আরেকবার ডায়ানাকে মুগ্ধ দু' চোখ ভরে দেখে নিয়ে বেরিয়ে এলো গুদামঘর থেকে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ, হাতে শটগান। নলটা মাটির দিকে তাক করা। মাথা কাত করে দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করল সে। পিট বুঝতে পারল, এ-ই কেইন হ্যাগার্ড। দু'জন এগিয়ে চলল দেয়ালের দিকে। ওটা টপকাতে হবে।

বৃদ্ধ হ্যাগার্ড পিটের কোনও সাহায্যে এলো না, পিটকেই বরং টেনে তুলতে হলো তাকে দেয়ালের ওপর। নামতেও

সাহায্য করতে হলো। দেরি না করে রওনা হয়ে গেল দু'জন।

শহর ছাড়ার পর হ্যাগার্ড মুখ খুলল: 'গত ছ'মাস যেন নরকের আগুনে পুড়েছে আমার আত্মাটা। আজ মুক্তি পেলাম। পেলাম শুধু লক্ষ্মী মেয়ে ডায়ানার কাছ থেকে সাহস পেয়েছি বলে।'

জবাব না দিয়ে মৃদু মাথা দোলাল পিট। দ্রুত গতিতে জে এম রানশের দিকে ছুটে চলেছে ওদের ঘোড়া দুটো।

একসময় রানশে ঢোকার গেট দেখতে পেল পিট। মনে এতক্ষণে স্বস্তি পেল ও। নিজের এলাকায় ফিরে আসতে পেরেছে আবার। ফিরে এসেছে নিজের পছন্দের মানুষদের কাছে। এখানে ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

রানশহাউসের কাছাকাছি আসতেই একটা কর্কশ কণ্ঠ খেঁকিয়ে উঠল: 'থামো! কে তোমরা! নিজেদের পরিচয় দাও!'

'আমি পিট,' ঘোড়া থামিয়ে উঠানে নামল ও। নামল কেইন হ্যাগার্ডও।

হুড়মুড় করে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এলো জেম এম-এর সশস্ত্র কাউবয়রা। সবার আগে রে জনসন। ব্যস্ত হয়ে একের পর এক প্রশ্ন করছে সবাই পিটকে। হাত তুলে তাদের থামাল জনসন। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওর অবস্থা দেখছ না? আগে বিশ্রাম নিতে দাও ওকে।'

রিচি সমর্থন করল জনসনকে। 'পিট, সোজা ঘরে গিয়ে ঘুম দাও।'

মাথা নাড়ল পিট। জিজ্ঞেস করল, 'আমি যাবার পর সাইক্লোন ফিরেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল রিচি। 'তবে না খেয়ে আছে। ওকে কিছু খাওয়ানো যায়নি। কাছে গেলেই দাঁত খিঁচাচ্ছে। আরেকটু হলে জনসনের কব্জি কেটে নিত।'

মৃদু হাসল পিট। 'জানি ও খাবে না। একবার বিভার মাউন্টেনে একটা পাহাড়ী সিংহ আক্রমণ করেছিল নিরস্ত্র আমাকে। বেশ দূরে ছিল তখন সাইক্লোন। ছুটে এসে লাথি মারতে শুরু করে ও সিংহটাকে। জন্তুটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। নিজের জীবনের পরোয়া করেনি সাইক্লোন। অন্তর দিয়ে আমাকে ভালবাসে ও।' আস্তাবলের দিকে পা বাড়াল পিট।

সঙ্গে চলল জনসন, ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক যেমন তুমি ভালবাসো ডায়ানা রাইসকে?'

সরাসরি জবাব দিল না পিট। 'অথবা জো যেমন ভালবাসে তোমাকে, বা তুমি জোকে।'

নিজের নাম শুনে 'হুহ্' করে একটা মৃদু ডাক দিল জো। জনসনের পায়ে পায়ে চলেছে সে।

'ওকে আমি নিউ অর্লিন্সের রাস্তায় পেয়েছিলাম শীতের রাতে,' বলল জনসন। 'বয়স হবে দুই কি তিনমাস। বরফের মধ্যে পড়ে ছিল। মারা যেত, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল বরফ জমে।'

পিট আস্তাবলে ঢুকতেই চিঁহিঁচিঁহি করে উঠল প্রকাণ্ড ঘোড়াটা। মনিবের হাতে খাবার পেয়ে ব্যস্ত হয়ে মুখ ডোবাল যবের বাটিতে। ওকে খানিক আদর করে জনসনকে নিয়ে বেরিয়ে এলো পিট আস্তাবল থেকে।

উঠানে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করেছে রিচি, বড় পটে

তৈরি হচ্ছে কড়া কফি। প্রায় সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আয়েশ করে বসেছে। পিট ফিরে আসায় উৎকণ্ঠা কেটে গিয়ে একটা নিশ্চিন্ত ভাব বিরাজ করছে পরিবেশে। তবে পাহারায় ঢিল দেয়নি ওরা। বেশ কয়েকজন রানশের আশপাশে পাহারা দিচ্ছে পালা করে।

'শীঘ্রি এক মগ কফি দাও,' রিচির পাশে বসে পড়ে বলল পিট।

'আমাকেও,' বসল জনসনও।

'হুহ্!' ওর গা ঘেঁষে শুয়ে মৃদু ডাক ছাড়ল জো।

'ওকেও দিতে হবে মনে হচ্ছে!', বলল অ্যালান। ওর উরুর ক্ষতটা এখন প্রায় শুকিয়ে এসেছে।

বাবুর্চি নির্বাচন করা হয়েছে মরিসকে, ব্যস্ত হয়ে নিজের রান্না পরিবেশন করতে শুরু করল সে। চমৎকার সুঘ্রাণ ছাড়ছে স্টেক, পনির, হাতে বানানো রুটি। কেউ প্রশংসা করলেই হাসিটা গিয়ে ঠেকছে মরিসের দু' কানে।

খাওয়া শেষে টুকটাক আলাপ শুরু হলো। পিট খুলে বলল ও যাবার পর থেকে কী ঘটেছে।

কফির কাপ মুখ থেকে নামাল জনসন। 'ওই মেয়েই বাঁচাল তা হলে তোমাকে।'

কী যেন ভাবল পিট, তারপর মাথা নাড়ল। 'না, জনসন, আসলে তুমি বাঁচিয়েছ আমাকে। এখন আমি জানি তোমার কথা শুনেই খোঁজখবর করেছে ডায়ানা।'

চিরকুটের লেখাটার কথা মনে করে হেসে ফেলল জনসন।

ভ্রূ কুঁচকে ওকে দেখল পিট। 'হাসছ যে? ভুল বলিনি আমি।'

'সে-কথা ভেবে আমি হাসছি না,' বলল জনসন। এবার

সবাইকে জানাল ভীতু মার্শালের জন্য চিরকুটে কী লিখে রেখে এসেছে ও। হেসে ফেলল সবাই। শহরের মানুষ ওরা, মার্শালের বউকে হাড়ে হাড়ে চেনে।

রিচি আতঙ্কে শিউরে উঠে বলল, 'আমার বউ ওরকম হলে আমি বিনা দ্বিধায় সব সম্পত্তি ফেলে রেখে দেশ ছেড়ে পালাতাম।' পিটের দিকে তাকাল সে। 'শেষ পর্যন্ত তা হলে ডায়ানা রাইসও কাউকে ভালবাসল?'

'বাসল,' মৃদু গলায় বলল পিট। 'তবে ভয় হচ্ছে ওকে কাছে পেয়ে না হারাতে হয়।'

'হারাবে কেন?' জিজ্ঞেস করল জনসন। 'বিয়ে করে গোটা আষ্টেক বাচ্চা ওর হাতে গছিয়ে দিয়ে নিজের কাজে ডুবে যাবে। ও-ও ব্যস্ত, তুমিও ব্যস্ত।'

'হুহ্!' করে গর্জন ছাড়ল জো। এটা ওর সত্যিকারের গর্জন। কাছে যারা ছিল তারা চমকে উঠল হুঙ্কারটা শুনে।

বেশ খানিকটা দূরে একটা ঝোপে নড়াচড়ার আওয়াজ হয়েছে। আসছে কেউ। পাহারায় যারা আছে তাদের কেউ নয়, তারা ঝোপের ভেতর দিয়ে আসত না। দেরি না করে আড়াল নিল প্রত্যেকে। মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল আগুনের আশপাশ। থেমে গেছে আওয়াজ। যে-ই এসে থাকুক, সে আর সামনে বাড়ছে না।

'কে ওখানে?' উইলোর আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করল সতর্ক পিট।

'আমি,' ভেসে এলো পরিচিত মিষ্টি গলা: 'ডায়ানা।'

'তুমি!' চমকটা সামলে জিজ্ঞেস করল পিট। 'এখানে এসেছ

তা কেউ জানলে বিপদে পড়ে যাবে না তুমি?'

'না।' ঝোপ থেকে বের হলো ডায়ানা ঘোড়ার রাশ ধরে। 'চলে এসেছি আমি। আর ফিরব না।'

এগিয়ে গিয়ে ওর কোমল হাতটা শক্ত হাতে ধরল পিট, যেন ভয় পাচ্ছে হাত ছেড়ে দিলেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে ডায়ানা।

বেরিয়ে এসেছে সবাই আড়াল ছেড়ে। সেদিকে প্রেমিক জুটির কোনও মনোযোগ আছে বলে মনে হলো না। দু'জনের চোখে চোখ রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

খুকখুক করে কাশল জনসন। 'আমরাও তো মানুষ। আমাদের দিকেও একটু নজর দাও তোমরা।'

ডায়ানার হাতটা ছেড়ে দিল পিট চট্ করে।

রিচি বলল, 'কালকে একটা সুন্দর কেবিন বানানোর কাজ শুরু করব আমরা।'

'আর আমি বাইবেলের অতি দরকারী কয়েকটা শ্লোক জানি, ওগুলো বিয়ে পড়াতে কাজে আসে,' মুচকি হাসল জনসন।

'বিয়ের রান্না আমি রাঁধব,' এতক্ষণে প্রথমবারের মতো মুখ খুলল কেইন হল্যাগার্ড। ডায়ানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'কন্যে সম্প্রদানও আমি করব, যদি লক্ষ্মী মেয়েটার কোনও আপত্তি না থাকে।'

লজ্জায় লাল চেহারায় মুখ নিচু করে নিল ডায়ানা, ওর কণ্ঠ শোনা গেল কি গেল না: 'আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'ওদের একা থাকতে দাও,' হাসিমুখে প্রস্তাব করল রিচি। পিটের দিকে তাকাল। 'এক কাজ করো না কেন, ক্রীকের তীরে চলে যাও তোমরা। চাঁদ উঠেছে আকাশে, গাছে গাছে ফুল

ফুটেছে, ঝিরিঝিরি বাতাসও বইছে, এখন ক্রীকের তীরে বসে গল্প করতে হয়তো ভাল লাগবে তোমাদের।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বাধা দিল রাঁধুনী মরিস। 'না খেয়েই যাবে নাকি বেচারী? বসো, মিস রাইস, আমি এক্ষুনি খাবার বেড়ে দিচ্ছি।'

'শহর ছাড়ার আগে হোটেল থেকে খেয়ে এসেছি আমি,' মৃদু কণ্ঠে বলল ডায়ানা।

'তা হলে আর কী, ঝর্নার ধার,' হতাশ গলায় বলল মরিস। খাওয়াতে না পেরে রীতিমতো মন খারাপ হয়ে গেছে তার।

ব্যাপারটা ডায়ানাও বুঝেছে, বলল, 'একটা কথা বলছি, মিস্টার মরিস, মনটা বোধহয় আরও খারাপ হয়ে যাবে তোমার। কালকে সকাল থেকে রান্নার কাজ আমিই করব।'

খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। মরিস ও জনসনের গলাটাই শোনা গেল বেশি। বেশিরভাগই ওরা অবিবাহিত, নিঃসঙ্গ, কর্মঠ মানুষ, নারীর হাতের রান্না ভাগ্যে জোটে না বললেই চলে।

'বকবক থামাও তোমরা,' বলল বাস্তববাদী রিচি। 'রাত পার করে দেবে নাকি? ওরা ওদের কথা সেরে আসুক। এসো, আমরা মিস রাইসের জন্য ঘর ঠিক করি।' পিটের দিকে তাকাল সে। 'তুমি রানশের মালিক হতে পারো, বাছা, কিন্তু জনসন তার শ্লোক বলার আগে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ওই বাঙ্কহাউসেই থাকতে হবে তোমাকে। তোমার ঘরটা এখন থেকে মিস রাইসের।'

বিনা প্রতিবাদে কথাটা মেনে নিল পিট, ডায়ানার হাত ধরে

রওনা হয়ে গেল ক্রিকের দিকে।

সত্যিই আজ মস্ত একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে। বাতাসে ভেসে আসছে ইউক্যালিপ্টাসের মিষ্টি, ঝাঁঝাল সুবাস। তিরতির করে বয়ে চলেছে বড়সড় ঝর্না, দু'পাশে আকাশছোঁয়া গাছের সারি মাথার ওপর পাতার চাদর তৈরি করেছে। কোথাও কোথাও ওই চাদরের ফাঁক দিয়ে নেমে আসছে রূপালী জ্যোৎস্না।

একটা ঝোপের আড়ালে ডায়ানাকে নিয়ে বসল পিট, বুকটা দুরুদুরু করছে ওর। নীরবে কেটে গেল কিছুক্ষণ, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল ও, 'তোমার বাবার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত হয়তো চূড়ান্ত সংঘর্ষ এড়ানো যাবে না। হতাহত হবে অনেকে। তোমার বাবা বা আমি মারা পড়তে পারি। যদি এমন হয় তোমার বাবা...আমি বলতে চাইছি...তুমি কী মনে করবে যদি তোমার বাবা...' কথাটা শেষ করতে পারল না ও, মুখে আসছে না।

'আমি শুধু জানতে চাই তুমি ন্যায়ের পথে আছ,' অদ্ভুত দৃঢ় শোনাল ডায়ানার গলা। 'বাবা যদি অন্যায় করে তা হলে তার প্রতিফল তাকে পেতে হবে।...আর, পিট, তোমার যদি কিছু হয়? তা হলে মঠে একজন সন্ন্যাসিনী বাড়বে।'

ডায়ানার অনুভূতির গভীরতা উপলব্ধি করে মুখে কথা জোগাল না পিটের।

আবার বলতে শুরু করল ডায়ানা: 'তুমি জানো না, আসার আগে বাবার সঙ্গে কথা বলেছি আমি। বোঝাতে চেয়েছি। রেগে গেল বাবা, আমাকে বড়দের ব্যাপারে নাক গলাতে নিষেধ করে দিল। আমি বলিনি চিরতরে চলে আসছি, নইলে হয়তো জোর করে আমাকে আটকে রাখত।'

ডায়ানা থেমে যাবার পর আবার নামল নীরবতা। পরস্পরের চোখে তাকিয়ে আছে ওরা। চোখ যখন কথা বলে তখন ভাষার প্রয়োজন ফুরোয়।

বারো

নির্বিঘ্নে কেটে গেল দুটো দিন, কোনও হামলা হলো না। বিকেলে উঠানে কফির মগ হাতে বসল সবাই, আলোচনা করা হবে পরবর্তী কর্তব্য। গম্ভীর হয়ে আছে পিট, কোনও কথায় মন দিতে পারছে না। যাদের ওয়েলকাম হোমে পাঠানো হয়েছিল তারা লোক নিয়ে ফিরেছে, সেই সঙ্গে এনেছে দুঃসংবাদ। আঙ্কল লুকাস গুরুতর অসুস্থ। সেজন্যই আসতে পারেনি ব্র্যাড ও স্যাম। তবে বন্ধুদের পাঠিয়েছে ওরা। পিটের পরিচিত মোট বারোজন এসেছে ওয়েলকাম হোম থেকে, প্রত্যেকে সশস্ত্র, লড়াকু যুবক।

পিটের বারবার মনে হচ্ছে এই সময়ে যদি আঙ্কলের পাশে থাকতে পারত ও! কিন্তু এখানে পরিস্থিতি যেরকম তাতে ওর যাওয়া হবে না। চিন্তাটা মাথায় এলেই ভ্রূ কুঁচকে যাচ্ছে পিটের।

'সব মিলিয়ে আমরা তিরিশজন হলাম,' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল জনসন। 'জানতে পারলে ভাল হতো ওরা ক'জন লোক

জোগাড় করেছে।'

'যতো খুশি লোক জোগাড় করুক, আমাদের অসুবিধে নেই,' বলল রিচি। 'ভাড়া করা লোক ওদের, বিপদ দেখলে সরে পড়তে দেরি করবে না।'

আলোচনা করে স্থির হলো অপেক্ষা করবে ওরা, তৈরি থাকবে আক্রমণের জন্য। সর্বক্ষণ রানশ পাহারায় থাকবে চারজন সশস্ত্র কাউবয়। রে জনসনের পরিকল্পনাটা মেনে নিয়েছে সবাই।

আরও দুটো দিন কেটে গেল কোনও ঘটনা ছাড়াই।

অসম্ভব খুঁতখুঁতে ও কৌতূহলী মানুষ রিচি, রে জনসনের পেট থেকে বের করে ছেড়েছে ওর অতীত ইতিহাস। এখন দলের সবাই জানে ও আসলে বিখ্যাত আউট-ল রক বেনন, যাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে জনগণের চাপে। ও রক বেনন এ তথ্যটা জেনে সবার মনোবল বেড়ে গেছে অনেক গুণ। তবে পিট শুধু অনুযোগ করেছিল, ওকে বেননের আগেই জানানো উচিত ছিল।

ঘণ্টা তিনেক আগে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেছে রক বেনন। যাবার আগে বলে গেছে চারপাশ রেকি করে দেখতে যাচ্ছে। এখনও ও ফিরছে না দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে পিট। রিচিও বারবার তাকাচ্ছে বাঙ্কহাউসের দরজার দিকে।

একসময় কুকুরের চিৎকার শুনতে পেল ওরা। তার খানিক পর কাকভেজা হয়ে বাঙ্কহাউসে ঢুকল বেনন। সবার কৌতূহলী চোখ দেখল ওকে। কোনও কথা বলল না বেনন. আড়ালে গিয়ে

ধীরেসুস্থে কাপড় পাল্টাল, তারপর একটা সিগার ধরিয়ে বসল নিজের বাঙ্কে। উদাস একটা ভাব ওর চেহারায়। রিচির প্রশ্নের জবাবে জানাল, পুরো রানশ এক চক্কর মেরে এসেছে সে।

'কী বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল পিট।

'খবর ভাল নয়, ওরা হামলা করতে তৈরি হচ্ছে,' বলল বেনন।

'জানলে কী করে?' রিচির প্রশ্ন। সবাই তাকিয়ে আছে বেননের দিকে।

'রানশের মাঝখানের পাহাড়ে লোক জড়ো করেছে ওরা জনা দশেক, তাদের আলাপ শুনেছি,' বলল বেনন। 'আগামীকাল হামলা করবে। মোট চল্লিশজন লোক আসবে শুনলাম। তার আগেই পাহাড়টা দখলে নিতে হবে আমাদের। ওটা দখল করতে না পারলে লড়াইয়ে বাড়তি সুবিধে পাব না আমরা। তা ছাড়া, লোকগুলোর আলাপ থেকে ওদের পরিকল্পনা জেনেছি। চল্লিশজনের একটা দল ধাওয়া করে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাবে আমাদের, আর তখন ওপর থেকে গুলি করে মারবে ওই দশজন।'

'এক কাজ করলে হয় না?' বলল এক কাউহ্যান্ড। 'আমরা যদি বাঙ্কহাউস-রানশহাউসে অবস্থান নিই তা হলে কিছুই করতে পারবে না ওরা আমাদের। দুটো বাড়িই পাথরের। সিক্সগান-রাইফেল দিয়ে পাথর ফুটো করতে হচ্ছে না ওদের।'

মাথা নাড়ল বেনন। 'বাইরে তা হলে পাহারা বসাবে ওরা, যাতে বের হতে না পারি আমরা। বের হতে চেষ্টা করলেই গুলি করে ফেলে দেবে। না খেয়ে মরতে হবে শেষে আমাদের।'

রিচির দিকে তাকাল ও। 'রিচি, আমি পিটসহ দশজনের একটা দল নিয়ে পাহাড়ে যাব। তুমি অন্যদের নিয়ে বস্তাগুলোয় বালি ভরে ছাদে ওঠাবে। ওগুলো বুলেট ঠেকাতে কাজে দেবে। ওগুলোর পেছনে অবস্থান নিতে পারবে তোমরা কালকে হামলার সময়।' প্রসঙ্গ পাল্টাল ও। 'মিস রাইসকে পুবের লাইন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতে হবে। হ্যাগার্ড থাকবে ওর পাহারায়। এখানে মিস রাইসের থাকা আর নিরাপদ নয়।'

'ঠিকই বলেছ,' বলল রিচি। হ্যাগার্ডের দিকে তাকাল। 'রওনা হয়ে যাও, আঙ্কল হ্যাগার্ড। আমরা খবর পাঠানোর আগে ফিরো না। খাবার-দাবার নিতে ভুলো না যেন আবার।' সঙ্গীদের দিকে ফিরল রিচি। 'অন্ধকারে কাজ করতে হবে, আলো জ্বালতে চাই না। যদি ওদের আরও লোক এদিকে থেকে থাকে তা হলে গুলি করার সুযোগ পাবে।'

বাঙ্কহাউসের জানালা দিয়ে তাকাল বেনন। বৃষ্টি কমে এসেছে। ঠিক করল আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবে।

একটু পর থেমে গেল বৃষ্টি, অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। দুটো দলে ভাগ হয়ে বেরিয়ে গেল সবাই নিজ নিজ কাজে। রিচির দলটা চটের বস্তায় বালি ভরে ছাদে তোলার কাজে ব্যস্ত। বেনন আর পিট সঙ্গে আটজনকে নিয়ে রওনা হলো স্বর্ণখনির দিকে। ওই পাহাড়েই আস্তানা গেড়েছে লোকগুলো। সঙ্গে ব্যাগ নিয়েছে বেননরা। ওগুলোতে আছে দু'দিন চলার মতো খাবার ও প্রচুর গুলি।

আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে আছে। দ্রুত নামছে অন্ধকার। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। শব্দ

তেমন হচ্ছে না বললেই চলে। বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয়ে আছে ঝরা পাতা। আবার শুরু হলো ঝিরঝির বৃষ্টি। তারই মাঝ দিয়ে একসময় পৌঁছে গেল ওরা পাহাড়টার পায়ের কাছে। শেষ খানিকটা পথ ঘোড়া বেঁধে রেখে পায়ে হেঁটে এসেছে ওরা।

আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী বেশ ছড়িয়ে পড়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল সবাই। সতর্ক, যাতে নুড়ি পাথর স্থানচ্যুত না হয়। কোনও আওয়াজ করা চলবে না এখন। চূড়োর কাছাকাছি উঠে আবার একত্র হলো সবাই, বেননের দেখানো পথে এগিয়ে চলল।

একটা পাহাড়ী ঢালের শেষে বেশ একটু সমতল মতো ফাঁকা জায়গা আছে। জায়গাটার কিনারায় গাছের আড়ালে থামল বেনন ও অন্যরা। সবাই দেখতে পাচ্ছে এখন রেইনকোট পরা লোকগুলোকে। আয়েশ করে শুয়ে আছে তারা। হালকা বৃষ্টিতে ভিজছে, বিকার নেই। এতোই অসতর্ক যে পাহারায় কাউকে রাখার কথাও ভাবেনি।

বেননের ইশারায় গাছের আড়ালে থেকেই জায়গাটা ঘিরে ফেলল সবাই। এবার গলা উঁচিয়ে বেনন বলল, 'এই যে তোমরা! শুনছ? ঘিরে ফেলা হয়েছে তোমাদের। অস্ত্র রেখে লক্ষ্মী ছেলের মতো মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।'

ঝটপট উঠে পড়ল লোকগুলো, তবে আত্মসমর্পণ করতে নয়। গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে এলো দশটা গুলি। দুটো লাগল বেনন যে-গাছের পেছনে আছে সেটার গায়ে।

পাল্টা গর্জন ছাড়ল পিটদের সিক্সগান। আর্তচিৎকার করে পড়ে গেল তিনজন।

প্রথম দফা গুলিবর্ষণ থামতেই শোনা গেল তাদের দলনেতার চিৎকার। মাথার ওপর হাত তুলে ফেলেছে সে অস্ত্র ফেলে। 'গুলি কোরো না! আমরা আত্মসমর্পণ করছি!'

তার দলের জীবিত সদস্যরাও অস্ত্র ফেলে দিল হাত থেকে। জংলা জায়গা থেকে বেরিয়ে এলো বেনন ও অন্যরা, ঘিরে ফেলল লোকগুলোকে। মোট সাতজন। এতক্ষণ গোঙাচ্ছিল মাটিতে পড়ে যাওয়া আহত এক লোক, গোঙানি থেমে গেল তার। মারা গেছে।

'আরও কেউ আছে তোমাদের দলে?' দলনেতাকে জিজ্ঞেস করল বেনন।

'না।' ঘন ঘন মাথা নাড়ল সে।

'আজকেই এসেছ, না আগে?'

'দু'রাত আগে।'

'প্ল্যানটা কী ছিল?'

'এখানে অপেক্ষা করতে বলে দিয়েছিল আমাদের। পরে নির্দেশ দেয়া হতো কী করতে হবে।'

'আমাদের ওপর হামলা করতে কখন?'

'আমাদের এ-ব্যাপারে কিছু বলেনি।'

কঠোর হয়ে গেল বেননের চেহারা। 'মিথ্যে বলে পার পাবে না। যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও।'

'ঠিকই বলেছে স্ট্যালোন,' নেতাকে সমর্থন জানাল আরেকজন। 'আমাদের শুধু বলা হয়েছে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত যাতে পাহাড়টা দখল করে রাখি।'

'বেনন, আমার মনে হয় মিথ্যে বলছে না এরা,' বলল পিট।

'ভাড়া করা লোক এরা, বিল রাইসের মতো বুদ্ধিমান মানুষ আগে থেকে সব জানাবে কেন এদের?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল বেনন। কথাটায় যুক্তি আছে। প্রশ্ন করল, 'সঙ্গে কয়দিনের খাবার এনেছিলে তোমরা?'

'আনিনি। সকালে আমাদের খাবার পৌঁছে দেয় একজন।'

'ও।' চারপাশ একবার দেখে নিল পিট। 'এখন থেকে ওর আনা খাবার খেতে হবে না তোমাদের। এখন থেকে আমাদের সঙ্গেই খাবে।'

বন্দি হয়ে থাকতে হবে জেনে মুখ শুকিয়ে গেল ভাড়াটে গানম্যানদের। মনে করেছিল অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে তাদের।

বেননের নির্দেশে হাত-পা বেঁধে ফেলা হলো লোকগুলোর, আটার বস্তার মতো ফেলে রাখা হলো জঙ্গলের ভেতর।

রাতটা কাটল পালা করে পাহারা দিয়ে। খুব ভোরে জাগানো হলো সবাইকে, শুকনো খাবার দিয়ে নাস্তা সেরে নিল ওরা। বন্দি স্ট্যালোনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে বেনন, একটু পরেই খাবার নিয়ে আসবে মাইকেল নামের এক লোক।

নিচু গলায় নিজের বক্তব্য জানাল ও লোকগুলোকে। আপত্তি করে লাভ নেই বুঝে চুপচাপ শুনল তারা। কথা শেষে যারা ভীতু তাদের মধ্য থেকে তিনজনকে বেছে নিল বেনন, তারপর বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, 'আরেকবার বলছি, মন দিয়ে শুনবে, ভুল যাতে না হয় কোনও। স্বাভাবিক রাখবে চেহারা, যদি লোকজন আসে তো কথা বলবে। চালাকি করতে যেয়ো না, আমাদের দশটা রাইফেল তাক করা থাকবে তোমাদের ওপর। কাজ শেষে

হয়তো তোমাদের ছেড়ে দেব আমরা। জ্যাক, কথা যা বলার বলবে তুমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে বসল তিনজন। নিভে যাওয়া আগুনটা আবার জ্বালল। অলস একটা ভঙ্গি নিয়েছে, যেন রাতে বৃষ্টির পর শীত কাটাতে বসেছে আগুনের ধারে।

মাথার ওপর নির্মেঘ, নীল আকাশ। ঘুম ভেঙে জেগে উঠে কিচিরমিচির করছে ভোরের পাখিরা। একটু পর নীচ থেকে গলার আওয়াজ ভেসে এলো।

'স্ট্যালোন?' গলা চড়িয়ে ডাকল একজন।

'ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে,' স্বাভাবিক গলায় জানাল জ্যাক। 'এসো, মাইকেল। নাস্তা আনোনি?'

উঠে এলো লোকটা। হাতের থলে নামিয়ে চারপাশে তাকাল। আর কাউকে দেখতে না পেয়ে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর সবাই কোথায়?'

'জঙ্গলের ভেতরে,' বলল জ্যাক, 'ঘুমাচ্ছে।'

'সবাই?' মাইকেল লোকটার কথায় সন্দেহের সুর।

'স্ট্যালোন বাদে,' নির্বিকার চেহারায় বলল জ্যাক। ভাল করেই জানে বেসামাল কথা বলতে গেলে গুলি খেয়ে মরতে হবে তাকে।

'কালকে মনে হলো রাতের দিকে গুলির আওয়াজ পেলাম?'

ধক্ করে উঠল পিটের বুক। এবার কী জবাব দেবে ভিতু লোকটা?

'বৃষ্টির মধ্যে গাছ দেখে মানুষ মনে করে গুলি করতে শুরু করেছিল কয়েকজন,' একটু থমকে গিয়ে বলল জ্যাক। 'এদের সঙ্গে আছি বলে লজ্জাই লাগছে।'

'রানশ থেকে কেউ দেখতে আসেনি আওয়াজ পেয়ে?'

'না। হয়তো ভেবেছে দূর থেকে ওদের দিকে গুলি ছুঁড়ছ তোমরা।'

'সম্ভব,' খানিক ভেবে বলল মাইকেল। 'তোমরা কিন্তু তৈরি থেকো, আজই দুপুরে আক্রমণে যাব আমরা। এদিকে নিয়ে আসব ওদের ধাওয়া করে। তোমাদের কাজটা সহজ, পাখি ফেলার মতো করে ফেলে দেবে ওদের আড়াল থেকে।'

'গত দু'দিন বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম আমরা,' বলল জ্যাক, 'যাক, কাজ পাওয়া গেল একটা।'

'চললাম তা হলে,' উঠে দাঁড়াল মাইকেল।

এতক্ষণে বেননের মনে পড়ল, জ্যাকদের কাছে কোনও অস্ত্র নেই সেটা খেয়াল করেনি লোকটা। করলে টের পেত কোথাও কোনও গণ্ডগোল আছে।

পাহাড় বেয়ে নেমে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল লোকটা। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো বেনন ও পিট।

দু'জনের দিকে পালা করে তাকাল তিন বন্দি। জ্যাক বলল, 'তোমাদের কথামতোই কাজ করেছি। এবার আমাদের ছেড়ে দেবে না?'

'ছিছি, এক্ষুণি কী!' আতিথেয়তার সুরে বলল বেনন, 'আগে শেষ লড়াইটা শেষ হোক, দেখো কীভাবে আমরা কী করি, তারপর চলে যেয়ো, তখন আর বাধা দেব না।'

মুখ কালো হয়ে গেল বন্দিদের। অস্ত্রের মুখে আবার

জঙ্গলের ভেতর আনা হলো তাদের, হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে ফেলে রাখা হলো। বেনন ও পিট পরামর্শ করে রানশহাউসে একজনকে পাঠাল, সে আরও কয়েকজনকে নিয়ে ফিরে আসবে পাহাড়ের ওপর। রিচিদের জানাবে, মাইকেলের কথা অনুযায়ী হামলা হতে যাচ্ছে আজকে দুপুরে, যেন তৈরি থাকে ওরা।

এখন মোট পনেরোজন পিট ও বেনন সহ, তৈরি হয়ে পাহাড়ের ওপর অপেক্ষা করছে ওরা। বন্দিদের পাহারায় কেউ নেই। দরকারও নেই পাহারায় থাকার। যেভাবে তাদের বাঁধা হয়েছে তাতে মুক্ত হতে পারবে না, যতো চেষ্টাই করুক। রিচির দলের আরও পনেরোজন আছে এখন বাঙ্কহাউস ও রানশহাউসের ছাদের ওপর, বালির বস্তার আড়ালে।

আস্তে আস্তে বেলা গড়াচ্ছে। মাথার ওপর উঠে আসছে গনগনে সূর্যটা। দুপুর হলো। জঙ্গল থেকে ভেজা ভেজা ভাপ উঠছে রোদের তাপে। গুমোট লাগছে পরিবেশটা। তবুও ভাল, ছায়া পাচ্ছে পিটের দল। কিন্তু রিচিদের এই সুবিধে নেই, ছাদের ওপর কড়া রোদে ঝলসে যাচ্ছে তারা।

একটু পর পাহাড়ের ওপর থেকে দূরে বালি উড়তে দেখল বেননরা। এগিয়ে আসছে বালির ঝড়। আসলে ঘোড়ার খুরের আঘাতে ধুলো উড়ছে। এবার লোকগুলোকে দেখা গেল। রানশের গেটের সামনে থামল দলটা। গুলি করে কব্জা ভেঙে ফেলে দেয়া হলো রানশের চওড়া ফটক।

ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোয়াল দৃঢ় হয়ে গেল

পিটের। ওই গেট ওর বাবার নিজের হাতে তৈরি।

ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে আক্রমণকারীরা। তাদের দলে আছে চল্লিশজনের বেশি। গুলি ছুঁড়ছে এদিক ওদিক। নিঃসন্দেহে অবাক হয়েছে, কারণ পাল্টা গুলি আসছে না তাদের দিকে। ছাদের ওপর চুপচাপ অপেক্ষায় আছে রিচির দল। নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটল বেননের ঠোঁটে। পরিকল্পনা মতোই এগোচ্ছে সব এখনও পর্যন্ত।

আক্রমণকারী দলটা ঘোড়া থেকে নেমে বাঙ্কহাউস, করাল, আস্তাবল, রানশহাউসের দিকে যাচ্ছে। প্রতিপক্ষদের খুঁজছে, কিন্তু তাদের কোনও দেখা নেই। ভেবে পাচ্ছে না কেউ, আস্তাবলে ঘোড়া আছে, অথচ লোকগুলো গেল কোথায়।

প্রতিপক্ষের তরফ থেকে গুলি না আসায় সাহস বাড়ল আক্রমণকারীদের। এবার গেট দিয়ে মার্শালের পিছু পিছু ঢুকল বিল রাইস, ডিয়ান রোডার, অ্যাল ট্রেইসি ও অ্যান্ড্রিউ ট্রেযেডা। দূর থেকে দেখেও মনে হলো সবার সতর্কতায় ঢিল পড়েছে। বিস্ময় যেন কাটিয়ে উঠতে পারছে না তারা এখনও। সব ছেড়েছুঁড়ে কোথায় গেছে পিটের দল? সন্দেহের দোলায় দুলছে তাদের মন।

মার্শালকে এগিয়ে যেতে বলে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে বিল রাইসের দল, আলাপ করছে নিজেদের ভেতর, ঠিক করছে পরবর্তী কর্তব্য।

উইনচেস্টারটা তুলে নিয়ে শূন্যে পরপর তিনটে গুলি ছুঁড়ল বেনন। এটাই সঙ্কেত।

রানশহাউসের পেছনে, ঝোপের মধ্যে বসে আছে রিচির

দলের দু'জন, গুলির আওয়াজটা শুনল তারা, তারপর বারুদ মাখানো সলতেয় আগুন দিল। গন্তব্য লক্ষ্য করে ছুটল দ্রুতগতি আগুন। আস্তাবলের পেছনে আছে আরও দু'জন, তারাও আগুন দিল সলতেয়। এবার অপেক্ষার পালা।

বেননের পরিকল্পনা মতো উঠানের চারপাশের ঝোপঝাড়ে বাঁধা আছে অনেকগুলো ডিনামাইট স্টিক। পরস্পরের সঙ্গে সরু সলতেয় বাঁধা ওগুলো। আধ মিনিট পুরো হবার আগেই বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ ঘটতে শুরু করল। নরক হয়ে উঠল যেন উঠানটা। এখন হামলাকারীরা বুঝতে পারছে কেন তাদের কোনওরকমের বাধা দেয়া হয়নি, কেন একটা গুলিও করা হয়নি তাদের লক্ষ্য করে।

ভীত-চকিত ঘোড়াগুলো দৌড়-ঝাঁপ করে বেরিয়ে যেতে চাইছে ভয়ঙ্কর জায়গাটা থেকে। ওগুলোর পায়ের তলায় পিষ্ট হলো বেশ কয়েকজন। এদিকে ঝোপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে সলতেয় আগুন দেয়া চারজন। এবার গুলি শুরু করল তারা। একই সঙ্গে যোগ দিল ছাদের ওপর থেকে রিচির দলের অন্যরা।

কচুকাটা হচ্ছে আক্রমণ করতে আসা ভাড়াটে লোকগুলো। কয়েকজন ছুটে গেল বাঙ্কহাউস ও রানশহাউসের ভেতর ঢুকে আশ্রয় নেবার জন্য, কিন্তু উঠান পেরোনোর আগেই গুলি খেয়ে পড়ে গেল সব ক'জন। উঠান থেকে বেরিয়ে গিয়ে পালাবার পথও বন্ধ। দাউদাউ আগুন জ্বলছে ঝোপঝাড়ে। ছুটন্ত ঘোড়াগুলো আরেকটা বড় বিপদ হয়ে দেখা দিল। ফাঁকা জায়গাটায় ছোটাছুটি করছে ভীত জন্তুগুলো, কাউকে খুরের নীচে

পিষে দিচ্ছে, কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে মাটিতে। এখনও ফাটছে ডিনামাইট। প্রচণ্ড শব্দে থরথর করে কাঁপছে যেন চারপাশ। জায়গাটা এখন আস্ত নরক। প্রতিপক্ষের দেখা নেই। গুলি ছুঁড়বে, না নিজেকে নিরাপদে রাখবে লোকগুলো? আহতদের কাতরানিতে ভরে গেছে চারপাশ। ইতিমধ্যেই দলের অর্ধেকের বেশি লোক হারিয়েছে হামলাকারীরা। শত্রুর বেশিরভাগ গুলিই লক্ষ্যে আঘাত হানছে। তবে প্রাথমিক চমক ও ভয় কাটিয়ে উঠেছে বিল রাইসের গুণ্ডারা, টের পেতে তাদের দেরি হলো না যে, পাহাড়ের দিকে যাবার পথটা খোলা। ওদিকে ডিনামাইট ফাটেনি, ওখান থেকে গুলিও আসছে না। প্রাণপণে ছুটল তারা পাহাড়ের দিকে। দুয়েকজন ঘোড়া ধরতে পেরেছে, তারা দ্রুত ছুটে চলেছে আহত-নিহত সঙ্গীদের পেছনে ফেলে। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটছে সবাই, জানে, ওখানে, ওই পাহাড়ে পৌঁছতে পারলে তারা নিরাপদ। ওখানে তাদের দলের লোক আছে।

প্রাণপণে পালাচ্ছে তারা। পৌঁছে গেল পাহাড়ের গোড়ায়। মাথায় যেন বাজ পড়ল তাদের। পাহাড়ের ওপর থেকে হুঙ্কার ছাড়তে শুরু করেছে অনেকগুলো রাইফেল। হতবাক হয়ে গেল ভাড়াটে লোকগুলো। কারও মাথায় ঢুকছে না তাদেরই লোক তাদেরই লক্ষ্য করে গুলি করছে কেন! সবার আগে হৃৎপিণ্ডে দুটো গুলি খেয়ে কাত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল গানম্যান মুর। তার পরপরই আরও পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

পাহাড়ের ওপরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নিজেরা আড়াল

নিয়ে গুলির পর গুলি করে চলেছে পিট ও বেননের দল। নীচে কোনও আড়াল নেই।

'বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কুত্তার বাচ্চারা!' ফাটা গলায় চিৎকার করল একজন। 'ওরা...'

কথা শেষ করতে পারল না সে, মাথায় গুলি খেয়ে পড়ে গেল তার লাশ।

উপায় না দেখে পেছনের ঝোপের দিকে ঘুরেই ছুট দিল বাকিরা। সবার আগে দানব হেক্টর। তার পরপরই ঘোড়ার পিঠে মার্শাল নেড হিকার। বিল রাইস, অ্যান্ড্রিউ ট্রেযেডা, ডিয়ান রোডার ও অ্যাল ট্রেইসিও পিছিয়ে নেই। ঝোপ পেরিয়ে ঝর্না পার হয়ে ক্যানিয়নে ঢুকে গেল দলটা। মনে হয় না শহরে পৌঁছনোর আগে ছোটার গতি কমাবে তাদের কেউ।

এদিকে পাহাড়ে বন্দি লোকগুলো ভয়ে কাঁপছে। যাদের ওরা খুন করতে এসেছিল, তারা কী ওদের ছেড়ে দেবে?

তেরো

বন্দিদের একত্র করা হয়েছে জে এম রানশের উঠানে। লাশগুলো জঙ্গলের ভেতর দাফন করা হলো। লজ্জায় বেননের ঘোড়ার

মতো মুখটা লালচে হয়ে আছে। ওর পরিকল্পনা আক্রমণ ঠেকাতে এবং শত্রু নির্মূল করতে এতো সাফল্য পেয়েছে যে প্রশংসা শুনতে শুনতে লজ্জিত হয়ে পড়েছে ও।

সবাই আশা করছে ওর দ্বিতীয় পরিকল্পনাও প্রথমটির মতোই সাফল্যের মুখ দেখবে। ইতিমধ্যেই রিচির অধীনে শহরের পথে রওনা হয়ে গেছে বিশজনের একটা সশস্ত্র দল। তাদের জানা আছে কী করতে হবে। প্রথমে বিল রাইস সহ রুই-কাতলাদের বন্দি করবে তারা, তারপর মার্শালকে সহ তাদের ভরে দেবে জেলে। নাগরিকদের একত্র করে জানাবে, এখন থেকে কাউন্টি শেরিফ না আসা পর্যন্ত বন্দিদের পাহারায় থাকবে তারা। আরেকটা কাজও করবে। শেষ চমক দেখিয়েছে বেনন। ও যে অস্থায়ী রেঞ্জার সেটা এখন জানে দলের সবাই। একজন রওনা হয়ে যাবে কাউন্টি সিটে গিয়ে সার্কিট জাজকে নিয়ে আসতে। ওরা ধারণা করছে, ফাঁসি না হলেও বহু বছরের কারাদণ্ড হয়ে যাবে বন্দি লোকগুলোর। বিশেষ করে বেননের সাক্ষ্য খুব জোরাল প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হবে।

এগারো দিন পর। টাম্বলউইড শহর।

বিল রাইস ধরা দিতে রাজি হয়নি, সমস্ত সম্পত্তি ডায়ানার নামে উইল করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। সবার সান্ত্বনা ও আন্তরিক ব্যবহারে সে-শোক অনেকটাই কেটে গেছে ডায়ানার।

চার্চে উপস্থিত হয়েছে শহরের সবাই। পা ফেলার জায়গা নেই চার্চের ভেতর। অনেকে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়্যাগনে

চেপে হাজির হয়েছেন পিটের আঙ্কল লুকাসও। পাদ্রি নিজ হাতে তাঁর আলখেল্লা বেননকে পরিয়ে দিলেন। গম্ভীর চেহারায় বর-কনের সামনে দাঁড়াল বেনন। তার পাশে দাঁড়িয়ে জো। প্রথম দু'বার শ্লোক বলতে ভুল করল বেনন, দর্শকরা হেসে উঠতেই ধমক দিল জো হুহ্। দর্শকদের হাসি অগ্রাহ্য করে পাদ্রির কাছ থেকে কী বলতে হবে তা জেনে নিয়ে বিয়ে পড়াল বেনন পিট ও ডায়ানার।

কাজটা শেষ হতেই বন্দিদের বের করে আনা হলো জেল থেকে। তাদেরও নিয়ে যাওয়া হবে জে এম রানশে। ওখানে বিয়ে পরবর্তী ভোজ হবে। রাঁধবে বুড়ো হ্যাগার্ড।

গোটা টাম্বলউইড শহর খালি পড়ে থাকল, রওনা হয়ে গেল সবাই জে এম রানশের উদ্দেশে।

পিটের পাশে ঘোড়ায় চেপে চলেছে বেনন। ইতস্তত করে পিট জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে তোমাকে হারাচ্ছি আমরা? আরেকবার ভেবে দেখো, বেনন, রানশটা তো তোমারও।'

'মাঝে মাঝে এসে ভাতিজা-ভাতিজীদের সঙ্গে দেখা করে যাব,' মৃদু হেসে বলল বেনন। 'আমাকে এবার যেতে হবে মন্ট্যানায়। অফিস থেকে সেরকমই অনুরোধ এসেছে।'

'তার মানে আবার সেই ঝুঁকিপূর্ণ জীবন?'

'তোমার মতো অতোটা ঝুঁকিপূর্ণ নয়,' হাসিটা চওড়া হলো বেননের। 'এখন তুমি বিবাহিত। ডায়ানার কথায় ওঠ্‌বস্ না করে তোমার উপায় কী! পান থেকে চুন খসলেও এমন বকা শুনবে যে মনে হবে মরে গেলেই ভাল হতো। আর, বিশ্বাস করো বা না করো, বয়স হলে সব মেয়েই মার্শাল নেড হিকারের বউয়ের মতো হয়ে যায়।'

পিট বুঝতে পারছে, বন্ধুকে আটকে রাখতে পারবে না। দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে বলল, 'ডায়ানাকে পেলাম, কিন্তু তোমাকে হারালাম। কখনও তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না।'

মাথা নাড়ল বেনন। 'আজকের ভোজের পরে আমার কাছে তোমার কোনও ঋণ থাকবে না। ডায়ানা কী বলেছে তুমি জানো না, আমার খাবার ও নিজে রেঁধে দেবে।'

সামান্য ঈর্ষা বোধ করে অবাক হয়ে গেল পিট, আপন মনে বলল, 'আর আমরা খাব বুড়ো হ্যাগার্ডের রান্না!'

এগিয়ে চলেছে ওরা জে এম রানশের দিকে।

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক্পিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ফারহান নূর,
শাহজাহানপুর, ঢাকা।

'ঘাতক' হাতে পেয়েই পড়ে ফেললাম। চমৎকার লেগেছে। নঈমদাকে এজন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লব দা'কেও। (নাকি বিপ্লব মামুকে?)

ক্যালকিন সিরিজের কী কী বই বের হয়েছে?

অনেক বই পড়েছি, কিন্তু 'দাবানল'এর সিডনি ব্যারনের মতো কাউকে পাইনি। মাহবুবদা কি তাকে নিয়ে আরও বই লিখবেন?

☆না, ভাই। তিনি প্রয়াত।

বিপ্লব,
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

নতুন আগন্তুক মানেই কিছু ভয়, কিছু সংশয় আর সেই সাথে নতুনত্ব। কার সম্পর্কে বলছি বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, সায়েম সোলায়মান। তাঁর 'সঙ্কট' বইটি এক কথায় অপূর্ব। সেজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ।

☆আমি ধন্যবাদটা আমার ড্রয়ারে পুরে রেখে দিলাম। লেখক পরবর্তী পাণ্ডুলিপি জমা না দিলে কিছুতেই হস্তান্তর করব না ওটা। ব্যাঙ্কের লোভনীয় চাকরি পেয়ে পাঠকদের ভুলে যাওয়া চলবে না।

জাহিদ হুসাইন মজুমদার,
ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।

এই প্রথম লিখতে বসেছি আলোচনা বিভাগে। যতোদূর মনে পড়ে মাহবুব ভাইয়ের 'হার্ডি স্লোন' বইটাকে অনেকে প্রশংসা করেছে, কিন্তু আমার কাছে ততো ভাল লাগেনি। আরেকটা কথা, এক বছর ধরে এরফানকে নিয়ে না লেখায় মাহবুব ভাইকে কিন্তু এরফান খুঁজছে ড্র করার জন্য। অবশেষে নঈম ভাইকে ধন্যবাদ 'দম্ভ' বইটির জন্য। আরও ধন্যবাদ জন ক্যালকিনের মতো চরিত্র সৃষ্টির জন্য।

☆ধন্যবাদ পৌঁছে দিলাম। ...এরফানকে জানিয়ে দেবেন, খুঁজে আর লাভ নেই; কোথাও পাবে না তাকে খুঁজে।

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু),
বোয়ালমারী বাজার, ফরিদপুর।

রক বেননের ছদ্মনামে প্রকাশিত রবার্ট চেযের দুর্দান্ত বই 'খলনায়ক' পড়লাম। উফ! দারুণ কাহিনী ও উত্তেজনায় ভরপুর স্বয়ংসম্পূর্ণ বই 'খলনায়ক' খুব ভাল লেগেছে। এমন কল্পনাতীত বই খুব কমই পাওয়া যায়। বইটির জন্য শ্রদ্ধেয় মায়মুর ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। অনেকদিন পর ছদ্ম পরিচয়ে রক বেননকে পেয়ে খুব ভাল লাগছে। এখন থেকে রক বেননের বই নিয়মিত চাই। পাবো তো? ফাটাফাটি প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লব ভাইকে রক্ত গোলাপ শুভেচ্ছা।

☆শুভেচ্ছা জানিয়ে দিলাম। খলনায়ক ভাল লেগেছে জেনে আমরা খুব খুশি। অধিকার কেমন লাগল জানাতে ভুলবেন না।

মোঃ আফজাল হোসেন,
টিলাগড়, সিলেট।

সালাম ও শুভেচ্ছা নেবেন। বহুদিন পর মায়মুরদার ওয়েস্টার্ন বই 'খলনায়ক' পড়লাম। বইটি ব্যতিক্রমী আত্মকাহিনী ছিল বলে ভাল লেগেছে। সেই কবে রওশন জামিলের অ্যালান ওসমানের কাহিনী দুটো ছিল আত্মকথন। প্রিয় লেখক মায়মুর হোসেনের পুনরাগমন ও সুন্দর ওয়েস্টার্ন বই লেখার জন্য এই ক্ষুদ্র ভক্তের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবেন। তা ছাড়া, প্রচ্ছদে বহুদিন পর মেয়েদের ছবি দেওয়ায় বিপ্লবদাকে ধন্যবাদ। তবে কাহিনীতে মেয়ের উপস্থিতি কম ছিল।

বইটিতে খাগড়াছড়ির পহেলিকা ত্রিপুরার প্রশ্নের জবাবে আপনি বলেছেন, সেবার ওয়েস্টার্ন পাঠক-পাঠিকারা কোন্ কোন্ বই রিপ্রিন্ট চান তার তালিকা আপনাদের কাছে পাঠাতে। এরই ধারাবাহিকতায় আমি আমার অসংগৃহীত ওয়েস্টার্নগুলোর একটি তালিকা পাঠিয়ে দিলাম।

পরিশেষে সবাইকে ভালবাসা দিবসের ভালবাসাময় শুভেচ্ছা।

☆ধন্যবাদ। তালিকাটি যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করা হলো।

মিসেস. তারানা ইসলাম,
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

এইমাত্র গোলাম মাওলা নঈমের 'ঘাতক' পড়ে শেষ করলাম। বেশ কয়েকদিন পর জন ক্যালকিনের বই পেলাম। বুঝতেই পারছেন এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করেছি। এমন একটি বই উপহার দেওয়ার জন্য নঈম ভাইকে ধন্যবাদ।

নতুন লেখক সায়েম সোলায়মানের বই 'সঙ্কট' খারাপ লাগেনি, তা-ই তাঁকে আগমনী শুভেচ্ছা। সেবার সঙ্গে জড়িত সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

☆আপনিও আমাদের সবার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে । ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার । যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত । কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com